দৈনিক প্রার্থনা।

(ভারতাশ্রম, বেলঘরিয়া তপোবন ও সাধন কানন)

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ (কেশব চন্দ্র) সেন।

(দ্বিতীয় ভাগ।)

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সারকিউলার রোড।

১৮৩৭ শক, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ।

[মূল্য ৵০ আনা।

কলিকাতা।

৭৮ নং অপার সার্‌কিউলার রোড।

বিধান প্রেস।

আর্, এস, ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে দৈনিক প্রার্থনা দ্বিতীয় ভাগ, নূতন সংস্করণ, প্রকাশিত হইল। ভারতাশ্রম, বেলঘরিয়া তপোবন এবং সাধন কাননে দৈনিক উপাসনাকালে যে সমুদয় প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাঁহার কতক অংশ প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট অংশ ইহাতে প্রকাশিত হইল। এই প্রার্থনা সমূহ শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। তিনি তেতাল্লিশ বৎসরকাল এই প্রার্থনাগুলি কাঙ্গালের নিধির ন্যায় কত আদর করিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি কাহাকেও দেন নাই। গত বৎসব হইতে আচার্য্যদেবের গ্রন্থ সমূহ নতন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে. তদ্দর্শনে শ্রদ্ধেয় ভাই উৎসাহিত হইয়া, গত ভাদ্রোৎসবের পূর্ব্বদিন ২১শে আগষ্ট তারিখে, কমলকুটীরে, মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী, সি. আইর সমক্ষে—এই অবশিষ্ট প্রার্থনারূপ সম্পদ প্রকাশ করিবার জন্য, আমার হস্তে সমর্পণ কবেন। তিনি ইহা প্রকাশ করিতে দিয়া মণ্ডলীর যে কি উপকার করিয়াছেন তাহা এক মুখে বলিতে পারি না। ইহা দ্বারা ভারতাশ্রমের তদানীন্তন অবস্থা সকলে জানিতে সমর্থ হইবেন। এবং ইহাতে অনেক বিষয়ের মীমাংসা হইবে। ভক্তের জীবনে বিধানের ভাব প্রথম হইতেই কেমন করিয়া স্ফুরিত হইতেছিল তাহা এই সমস্ত পাঠ করিলে জানা যাইবে।

এই প্রার্থনাগুলি একেবারে নূতন। পূর্ব্বে কিছুতে প্রকাশিত হয় নাই। ভারতাশ্রম প্রভৃতি স্থানে উপাসনাকালে শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারী-মোহন চৌধুরী প্রতি দিনের প্রার্থনা লিখিয়া রাখিতেন। প্রথম

ভাগের প্রার্থনাগুলিও তাঁহা কর্ত্তৃক লিখিত। ১৭৯৪ শক হইতে ১৭৯৮ শক পর্য্যন্ত প্রত্যেক শকের কতক প্রার্থনা প্রথম ভাগে কতক প্রার্থনা দ্বিতীয় ভাগে দৃষ্ট হইবে। দ্বিতীয় সংস্করণে দুই ভাগের সমস্ত প্রার্থনা পর্য্যায় অনুযায়ী সন্নিবেশিত হইবে। এই প্রার্থনা পুস্তকের ১৯১ পৃষ্ঠায় সাধন কাননের "অবিশ্রান্ত দান" শীর্ষক প্রার্থনার সঙ্গে, সাধন কানন প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা ভুলক্রমে মিশিয়া গিয়াছে। এই প্রার্থনার তারিখ জানিবার উপায় ছিল না। তারিখের স্থানটী একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য উক্ত প্রার্থনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা ১৯২ পৃষ্ঠা প্রথম লাইন "প্রেমময় পিতা" হইতে, ১৯৩ পৃষ্ঠা শেষ পর্য্যন্ত। এই প্রার্থনার তারিখ— শনিবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৮ শক; ২০শে মে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ হইবে। এই প্রার্থনার বিষয় আচার্য্যদেবের জীবন-চরিতে পাওয়া গিয়াছে। ১৫৪ এবং ১৫৭ পৃষ্ঠার ১২ই ডিসেম্বর, ১২ই এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারি হইবে।

স্বর্গীয় প্রেমাস্পদ ভাই প্রফুল্ল চন্দ্রের পরে শ্রদ্ধেয়া মহারাণী সুনীতি দেবী, সি, আই, ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটীর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। তাঁহার ব্যয়েই এখন আচার্য্যদেবের সমস্ত বই বাহির হইতেছে। এই পবিত্র ও মহৎ কার্য্যের জন্য তিনি চিরদিন মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ লাভ করিবেন। আচার্য্যদেবের কার্য্যের জন্য ভগবান তাঁহাকে আরও প্রস্তুত করুন, উৎসাহিত করুন।

কমলকুটীর,
১লা ডিসেম্বর, ১৯১৫;
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৮৩৭ শক।

গণেশ প্রসাদ।

স্থচী পত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

দৈনিক প্রার্থনা।

ভারতাশ্রম।

বর্ষশেষ। *

রক্ষিণী শক্তির উপর নির্ভর।

সায়ংকাল।

অনন্ত পরমেশ্বর, স্বর্গ ও মর্ত্তস্থ পরিবারগণের এক মাত্র পিতা, আমরা আমাদের সায়ংকালীন উপাসনার্থ তোমরা পবিত্র বেদী সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তোমার প্রদত্ত গৃহ এবং তোমার অগণ্য করুণারাশি জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। তুমি নির্জ্জনকে সজন কর এবং তোমারই প্রেম মানব জাতির অকপট অনুরাগাদি উদ্দীপ্ত করে। পরিবার বর্গের পরস্পরের পবিত্র সম্বন্ধ তোমারই নিয়মিত। স্বামী, স্ত্রী, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ভগিনী, এ সকল নিবন্ধন তোমারই,

---

* এই প্রার্থনায় তারিখ ও স্থানের উল্লেখ নাই। "তোমার প্রদত্ত গৃহ" "আগামী বর্ষ" প্রভৃতি অংশ পাঠ করিয়া মনে হয় ইহা ভারতাশ্রমের প্রার্থনা. এবং ইহা প্রথম বৎসরের শেষ দিনে হইয়াছিল। প্রথমে ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ বেলঘরিয়া উদ্যানে ভারতাশ্রম স্থাপিত হয়। গঃ—

এবং তখনই ইহারা যথার্থরূপে পবিত্র বিশুদ্ধ এবং সমাবস্থ হয় যখন তোমার কৃপায় ইহারা পবিত্রীকৃত হয়। প্রভো, তুমি আমাদিগের সমস্ত মানসিক চিন্তা, অনুরাগ এবং অভিপ্রায় তোমাতে নিয়োগ করিতে আমাদিগকে সমর্থ কর, এবং আমাদিগের জীবনের সমুদয় কার্য্য তোমার স্বর্গরাজ্যের অনুরূপ হয় এরূপ বিধান কর।

ক্ষুদ্র এবং মহৎ কর্ত্তব্য সাধনে, তোমা হইতে বল ও আলোক লাভ করিবার জন্য যে, তোমার দয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দাও, তাহা হইলে আমাদের সমগ্র জীবন তোমার সত্য কর্ত্তৃক অনুশাসিত এবং আমাদের মন প্রাণ তোমার প্রীতিতে সন্নিবেশিত থাকিতে পারিবে। স্বর্গীয় বিশ্বাস বলে আমাদের নিজের স্বভাবকে নিয়মিত করিয়া, আমাদের সন্তান সন্ততিকে নিয়মিত করিতে যেন চেষ্টা পাই; তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের বিপথগামী স্বাভাবিক ভাব সকলকে, তোমার অনুপম কৃপা-শক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবার উপযোগী করিতে সক্ষম হইব। আমাদিগের পরিবারের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস উৎসারিত কর যে, আমরা সকলেই তাহার জীবন্ত জল পান দ্বারা, প্রতিদিন নব জীবন ধারণ করিতে পারি। আমরা সংকালীন গৃহে অবস্থান করি, তখন যেন আমাদের অনুরাগজনিত আনন্দ উৎসাহ ও বল ধর্ম্ম সাধনের জন্য হয়, এবং সেই দিন যেন আমাদিগের নিকট ঘোর অন্ধকার পূর্ণ প্রতীত হয়, যে দিন তোমার পবিত্রতম আলোক এবং প্রেমভাব আমাদিগের আত্মাতে প্রবেশ করিতে দিতে প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে।

পিতঃ, যে সকল দিন অতীত হইয়া গিয়াছে তত্তদ্দিনের বিষয় সমীচীনভাবে আলোচনা করিতে আমাদের সহায় হও। অতীত বর্ষ

সমূহ হইতে আমরা যেন সুখাবহ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারি এবং যে সকল বন্ধুবান্ধব আমাদের হইতে বিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে অনুরাগ ও বিশ্বস্ততাসহকারে স্মরণ রাখিতে সক্ষম হই। ভূতকালের ক্ষয় ও পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া যেন আমরা তাহা হইতে আগামী বর্ষে আশা ও বিশ্বস্ততা বর্দ্ধনে নূতন পন্থা প্রাপ্ত হই।

যে সকল বন্ধুবান্ধব আমাদের হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাদিগের জন্য প্রার্থনা করি, এবং তোমাকে এই জন্য ধন্যবাদ দি যে, যাঁহারা তোমার সত্যেতে প্রীতি নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা যেখানেই অবস্থান করুন না কেন—সকলে এক আধ্যাত্মিক পরিবার বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। নাথ, আমাদিগকে তাদৃশ পরিবার সহ পবিত্র নিকটতর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে সক্ষম কর। তোমার এতাদৃশ কৃপা হউক যে আমাদের এই পার্থিব গৃহই স্বর্গীয় গৃহ হয়। আমরা একমাত্র তোমারই রক্ষিণী শক্তির উপর নির্ভর করিতেছি এবং তোমারই নামের পতাকা উত্তোলন করিয়াছি। আমরা এইক্ষণ এই বলিয়া যেন আনন্দিত হই যে, তুমি আমাদিগকে প্রতিনিয়ত সহায়তা প্রেরণ করিতেছ এবং তোমারই বলে বলীয়ান হইয়া সমুদয় প্রলোভন অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব। আমাদের এই সন্ধ্যাকালীন উপাসনা তুমি স্বয়ং শ্রবণ করিতেছ, ইহার একটী কথাও ব্যর্থ হইবার নহে এই আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস হউক। অনন্তকাল তোমারই নাম, নাথ, সমগ্র জগতে পরিকীর্ত্তিত হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসনার অভাব।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ;
১০ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

বল, প্রেমময় ঈশ্বর, এই আশ্রমের প্রত্যেকের সঙ্গে কি তোমার সেই ঘনিষ্ঠ যোগ হইয়াছে যে, যখনই তোমার সন্তান তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি তোমাকে দেখিতে পান। তোমার প্রত্যেক পুত্র কন্যা তোমার সঙ্গে যদি এইরূপ নিগূঢ় প্রেম সংস্থাপন না করিয়া থাকেন, তবে যে পিতা তোমার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি দেখিয়া যাই যে, আমার প্রাণের ভাই ভগ্নী, যাঁহাদের আমি ভালবাসি, তাঁহারা তোমার উপাসনা করিতে শিখিয়াছেন, তবে বুঝিব যে আমার দুঃখের কোন কারণ নাই, হাসিতে হাসিতে পরলোকে চলিয়া যাইব। এক দিন কোন ভাই ভগ্নী উপাসনা করিতে না পারিলে আমার হৃদয় যে কেমন ব্যথিত হয় তাহাত তোমার অজ্ঞাত নাই। তাই প্রার্থনা করি প্রত্যেককে উপাসনা শিক্ষা দাও। যাঁহারা উপাসনা করেন না, তাঁহারা যে আশ্রমের দোষ দিয়া শীঘ্রই এখান হইতে পলায়ন করিবেন। ইঁহারা যদি ভাল উপাসনা করেন তবে যে, শত শত পাপী ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া এই আশ্রমের পরিবার বৃদ্ধি করিবে। আর সব কাজ ছেড়ে যেন ইঁহারা উপাসনায় যোগ দেন—দিনান্তে যেন অন্ততঃ একবার তোমার প্রেম-মুখ দেখেন, তাহা হইলে সকল দুঃখ অপ্রেম দূর হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন।

সায়ংকাল, সোমবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ;
১০ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় ঈশ্বর, যতই কেন আমরা উপাসনার নিয়ম পরিবর্ত্তন করি না, তুমি সেই একই প্রেমময় পিতা অটল ভাবে সর্ব্বদা আমাদের সমক্ষে থাকিয়া আমাদের সকল ভাব, পরিবর্ত্তন দেখিতেছ। পিতা, এই আশ্রমের উপাসনা যদি প্রতি দিন নূতন এবং সরস না হয়, প্রতি দিন যদি পুণ্য শান্তিতে তোমার প্রত্যেক পুত্র কন্যার উন্নতি না হয় তবে যে এখানে বাঁচিয়া থাকা সুকঠিন হইবে। প্রতিদিন যদি তোমার সন্তানদিগের অন্তরে প্রেম এবং পুণ্য কুসুম প্রস্ফুটিত না হয় তাহা হইলে যে এ অবস্থায় ভয়ানক বিপদ হইবে। আমাদিগকে পদে পদে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি স্বয়ং বিপদ ভঞ্জন হইয়া অহর্নিশ আমাদের সঙ্গে বাস করিতেছ, আমরা যদি তোমাকে ভুলিয়া যাই এবং তোমার আশ্রয় গ্রহণ না করি, তবে যে প্রতি নিমেষে আমাদের পতনের সম্ভাবনা। দীনবন্ধু, তুমি দেখিতেছ আমাদের চারিদিকে কত ভয়ানক প্রলোভন। তোমার সহায়তা ভিন্ন আমাদের সাধ্য কি যে, এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। কৃপাময়, কৃপা কর। শুনিয়াছি তোমার কটাক্ষপাতে মহাপাতকী তরে যায়; তাহা আমাদের জীবনে দেখাও। এই আশ্রমবাসী সন্তানদিগকে তোমার অনুগত দাস দাসী করিয়া রাখ। আমরা যেন দেখিতে পাই তোমার আশ্রমে দাসত্ব করিয়া, যাহারা সংসারাসক্ত ছিল তাহারা তোমার অনুরাগী হইল, শুষ্ক-হৃদয় প্রেমিক হইল, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিরা জিতেন্দ্রিয় হইল,

নীচাশয়, হীনমতি আত্মা সকল তোমার সেবা করিয়া উন্নত এবং মহৎ হইল। প্রভো, তোমার কৃপায় সকলই সম্ভব হয়। এই আশ্রমের দ্বারা তোমার পুত্র কন্যাদিগের হৃদয় এবং জীবনে স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন আনিয়া দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অবিশ্বাসের অবস্থা।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
১১ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে অভয়দাতা ঈশ্বর, এই ভয়ের সময় তোমার দুর্ব্বল সন্তানদিগের মস্তকে অভয় চরণ স্থাপন কর। ঐ চরণ ভিন্ন যে বিপদ হইতে বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই। অন্তরে যদি ঐ মঙ্গল চরণ দেখিতে পাই, তবে সহস্র পাপের তরঙ্গও ভীত করিতে পারে না; আর যাই ঐ শ্রীচরণ অদৃশ্য হয় তখনই মন পাপের বিকারে লিপ্ত হয়। প্রভো, আশ্রমের পুত্র কন্যাদের বিপদে ফেলে দূরে থাকিও না। তোমাকে কাছে না দেখিয়া যে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহাত তুমি সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন দিনও দিয়াছিলে যখন প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিতাম, তখন তুমি কত নিকটে আসিয়া কত স্নেহের কথা বলিতে, এখন কেন আমরা তোমা হইতে দূরে পড়িয়া রহিলাম। তোমার বিশেষ করুণার মত আর আমরা বিশ্বাস করি না, প্রতিদিন প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে তুমি কাছে আসিয়া বিশেষরূপে আমাদের দুঃখ মোচন কর, ইহা

আর আমরা স্বীকার করি না। এইরূপ অবিশ্বাসের অবস্থায়, পিতা, বল কিরূপে আমরা তোমার বর্ত্তমান পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইব। এখন যে তোমাকে নয়নে নয়নে না দেখিলে নিশ্চয়ই আমাদের ভয়ানক পতন হইবে। অতএব আবার প্রার্থনা করি, সকল অবস্থায়, রোগ, শোক, পাপ, ভয়, বিপদ এবং সম্পদ, সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে তুমি আমাদের সকলের এবং প্রত্যেকের অন্তরে, তোমার অভয় মঙ্গল পদ স্থাপিত রাখ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভয় দান।

সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ;

১১ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে শান্তিদাতা, যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকি ততক্ষণই কেবল শান্তি এবং অভয় পদ লাভ করি, ততক্ষণই কল্যাণ। সংসারের চারিদিকে ভয়, বিপদ, পাপের যন্ত্রণা ; তোমার চরণতলেই একমাত্র শান্তি এবং নির্ভয়ের অবস্থা। সংসার-উত্তপ্ত পাপীদিগের ছায়া—কেবল তোমার ঐ অভয় চরণ। পিতা, তোমার ঐ শীতল চরণ দেখি না, এই জন্যই আমরা দিবানিশি জ্বালাতন হইতেছি। কৃপা কর, আর যে সংসারের জ্বালা সহ্য করিতে পারি না। পিতা, পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি এই আশ্রম সংগঠন করিয়াছ, ইহাতে তোমার পুত্র কন্যারা পরিত্রাণ পাইবেন, যাহাতে এই বিশ্বাস আমাদের আত্মাগত এবং বদ্ধমূল হয় এই আশীর্ব্বাদ কর। প্রভো, কেন

আমরা তোমার আশ্রমে থাকিয়া তোমাকে দেখি না, এবং তুমি যে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছ তাহা বিশ্বাস করি না। দয়াময়, আমাদের অবিশ্বাস দূর কর। তোমার ঐ চরণ দাও। শান্তি দাও, অভয় দাও, মঙ্গল চরণ ছায়া দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধক সকলও আত্মাতে বাস করেন।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক :
১২ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে হৃদয়বিহারী ঈশ্বর, তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হৃদয়ে হয়। প্রেম, পুণ্য, শান্তি, আনন্দ, যাহা কিছু তোমার স্বর্গের ধন তাহা তুমি সন্তানের অন্তরেই দান কর। যাঁহাদের আত্মার সঙ্গে তোমার যোগ তাঁহারাই তোমার সত্য ভোগ করেন। পিতা, ইহা ত সত্য যে তুমি আত্মাতে বাস কর, কিন্তু তোমার সাধক সকলও যে প্রাণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরের আত্মাতে বাস করেন, এই সত্য যে এখনও আমরা তেমন দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি না। পিতা, আমরা যদি তেমন প্রেমিক যোগী হইতাম তবে যে পরস্পরকে আত্মার মধ্যে রাখিয়া দিতাম। বাহিরের সম্পর্ক, বাহিরের দেখা সাক্ষাৎ বাহিরের সঙ্গীত উপাসনা যে কিছুই নয়। বাহিরের আকারে যে অনেক সময় উপাসনা এবং পরিত্রাণের ব্যাঘাত হয়। তোমাকে ছাড়িয়া যে ধর্ম্মকার্য্য, তাহাও যে সাধনের প্রতিকূল হয়—উপাসনার সময়ে যে, সে সকল কার্য্য মনে হইয়া তোমাকে দেখিতে পাই না। পিতা, তাই ভিক্ষা করি-

তেছি, আজ হইতে যেন এই আশ্রমের ভাই ভগ্নীদিগকে আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিতে পাই, এবং সেখানে তাঁহাদের শরীর নয়, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা সকল প্রেমসূত্রে বদ্ধ হইয়া একটী স্বর্গের ক্ষুদ্র পরিবার হইয়াছেন, ইহা যেন দেখিতে পাই, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভ্যস্ত পাপ।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক ;
১৩ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

দীনবন্ধু, অনেক বৎসর হইতে যাহারা তোমার নিকট যাতায়াত করিতেছে, সেই পুরাতন পাপী সকল তোমার সমক্ষে আসিয়া বসিল। চারিদিকে এত অভাব এবং পাপ দেখিতেছি যে, তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব জানি না। অভ্যস্ত পাপে মন এমনই নিরাশ এবং মৃতপ্রায় হইয়াছে যে, তুমি যে পাপক্ষয় করিতে পার, পাপীদিগকে ভাল করিবার জন্য তোমার অতুল বল বিক্রম আছে, তাহা বিশ্বাস করি না। প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি নিমেষে মহাপাতকীকেও পরিত্রাণ করিবার জন্য কত চিন্তা করিতেছ। কেবল তোমার পায়ে হাত দিয়া প্রার্থনা করিলেই তুমি ঘোর নারকীকেও পবিত্র কর, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। দীনবন্ধু, আমাদের এই অবিশ্বাস চূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সংসারে ধর্ম্ম রক্ষা।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১লা আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ;
১৪ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রভু, উপাসনার সময় তোমার সেবকদিগের মনের অবস্থা কেমন সুন্দর, এবং কেমন চমৎকার হয় ; পাপ, এবং অপবিত্র ভাব তখন আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু উপাসনা কালের সেই পবিত্র ভাব, ভক্তি প্রেমের সেই মধুর সৌরভ, এবং স্বর্গরাজ্যের সেই সুসমাচার সকল—যাই আমরা সোপান অবলম্বন করিয়া সংসারে নামিয়া যাই, অমনই বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হইয়া যায়। সেখানে কেবল পাপের অন্ধকার, পাপের দুর্গন্ধ, পাপের জ্বর, এবং পাপের বিষম দংশন। পিতা, আর যে এ পাপ জীবন বহন করিতে পারি না। দিন দিন তোমার উপাসনা করিব, জগতের লোক তোমার সাধক বলিয়া আমাদিগকে কত বিশ্বাস ভক্তি করিবে, অথচ আমাদের চরিত্রগত—জীবনের দোষগুলি পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমনই থাকিবে, এই প্রকার কপটতা যে তোমার রাজ্যে অধিক দিন প্রশ্রয় পাইতে পারে না। তাই বিনীত অন্তরে প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের সমস্ত জীবনকে পবিত্র কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নির্জ্জন সাধন।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ২রা আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ;
১৫ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমসিন্ধু, তুমি নিত্য কত দয়া করিতেছ, কিন্তু আমরা পাপে এমনই অচেতন কোন মতে তাহা বুঝিতে পারি না। রোজ রোজ

দুবেলা তোমার উপাসনা করিতে আসি, কত রূপে তুমি আমাদের মন ভাল করিয়া দাও; পিতা, তাহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা তোমাকে দিতে পারি না। কিন্তু কেবল এইরূপ সাধারণভাবে তোমার উপাসনা করিয়া কিরূপে সমস্ত জীবন পবিত্র করিব? সাধারণ চিকিৎসায় কিরূপে আমার বিশেষ বিশেষ পাপ মহাব্যাধি দূর হইবে? তাই প্রার্থনা করি যাহাতে প্রত্যহ নির্জ্জনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, যেখানে কেবল তুমি আমাকে দেখিবে এবং আমি তোমাকে দেখিব, কিন্তু জগৎ দেখিবে না। সেখানে গিয়া দেখিব তুমি আমার জন্য বিশেষ কি চিন্তা করিতেছ, কি বলিতেছ, জগতের জন্য কি করিতেছ।

"সদা বিরলে তোমার সনে রহিব মগন ধ্যানে হে,
রূপ হেরি জুড়াব জীবন (অপরূপ রূপ হেরি)"।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বন্ধন ছেদন।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ৪ঠা আষাঢ়, ১৭৯৪ শক;
১৭ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে মুক্তিদাতা ঈশ্বর, কৃপা-অস্ত্রে আমাদের লৌহ-শৃঙ্খল ছেদন কর। আমাদের বিপদ যে অন্তরের গূঢ়তম স্থানে। সেখানেই পাপের কোলাহল, রিপুদিগের উত্তেজনা। তুমি যদি হৃদয় শাসন না কর, একে একে পাপের দৃঢ় বন্ধন ছেদন না কর, এবং ঐ দুর্দ্দান্ত শত্রু-গুলিকে দমন না কর, তবে যে আমাদের নিস্তার নাই। এমন শুভ-দিন কি আমাদের হবে, যখন নিৰ্ম্মল হইয়া তোমার সেই পুরাতন

নিত্য প্রেমমুখ দেখিব এবং ভাই ভগ্নীদের অন্তরে তোমার পবিত্র প্রেম-সিংহাসন অনুভব করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কপট প্রার্থনা।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৫ই আষাঢ, ১৭৯৪ শক;
১৮ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর, হঠাৎ এই দৃঢ় সংস্কার মনে মুদ্রিত হইতেছে যে তুমি আমাদের প্রার্থনা শুন না। আমরা তোমার সমক্ষে প্রার্থনা করি না, কিন্তু আমাদের জঘন্য কপট মুখ, শূন্য আকাশের নিকট প্রার্থনা করে। তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে কি এত দিন আমাদের এই দুর্গতি থাকিত? তুমি যে কৃপা-কল্পতরু। আমরা যে কপট, কপটীর প্রার্থনা ত তোমার গৃহে প্রবেশ করে না, তাহার প্রার্থনা তাহারই নিকট ফিরিয়া আসে। দেখ আমরা রোজ রোজ দুবেলা কত প্রার্থনা করি, কত কথা বলিয়া ফেলি; কিন্তু আমাদের প্রার্থনা কেবল সেই পর্য্যন্ত, কথারই মধ্যে বদ্ধ থাকে—কাজের সময়, জীবনের পরীক্ষায় আর তাহা স্মরণ থাকে না। আশ্রমের কয়েকটী ভাই ভগ্নী পবিত্র ভাবে মিলিত হইয়া, একটী পরিবার হইবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম, কত প্রার্থনা করিলাম, দেখ কিছুতেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে না। ইঁহারা যদি প্রত্যেকে সরল এবং ব্যাকুল অন্তরে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেন, তবে কি আর আমাদিগকে ক্রন্দন করিতে হইত! দীনবন্ধু, আর যে দুঃখ ধারণ করিতে পারি না। যদি আমার হৃদয় আজ যথার্থই ভাই ভগ্নীদের

দুঃখে ব্যথিত হইয়া, ব্যাকুল ভাবে তোমাকে ডাকিয়া থাকে, তবে আমাদের মধ্যে যে গূঢ় ভাবে অপ্রণয়, হিংসা, ক্রোধ, লোভ লুক্কায়িত রহিয়াছে, কৃপা করিয়া শীঘ্র তাহা চূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অকপট প্রার্থনা।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ৬ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক;

১৯শে জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময়, তোমার আশ্রমের সেই সন্তান সকল আবার তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতা, এমন কি প্রার্থনা আছে যাহা তুমি পূর্ণ করিতে পার না। জীবনে আমরা কতরূপে কত বার প্রার্থনা করিলাম, তোমার স্বর্গের পুস্তক খুলিয়া দেখাও, দেখি কতটী প্রার্থনা তুমি গ্রহণ করিয়াছ। ভালরূপে যদি হৃদয়ের কথা বলিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করিতাম, তবে যে এতদিনে তোমার নিকট হইতে কত স্বর্গের সামগ্রী পাইতাম। সরল অন্তরে তোমার কাছে প্রার্থনা করি নাই, এজন্যই তোমার ধনলাভে বঞ্চিত হইয়াছি। পিতা ভালরূপে অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতে শিখাও। প্রার্থনা যদি অকপট হয়, তুমি প্রার্থনার উত্তর দাও; ইহাতে যদি বিশ্বাস না হয়, আমাদের মধ্যে প্রার্থনা রত্ন যদি কৃত্রিম হয়, তবে যে ভাই ভগ্নীদের রোগ বিষম হইবে। দীনবন্ধু, তোমাকে কেমন করে দীনবন্ধু বলিয়া ডাকিতে হয় শিখাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভয়ানক পতনের সম্ভাবনা।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৭ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ;
২০শে জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

দয়াময়, স্নেহময় পিতা, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী তুমি। তোমাকে কত লোককে শাসন করিতে হয়, কত কার্য্য করিতে হয়, কত চিন্তা করিতে হয়। এত বড় রাজা হইয়া তুমি আমাদের মত নরকের কীটদিগের সঙ্গে নিয়ত বাস করিতেছ। কখন কোন সন্তান কি প্রার্থনা করিবে, শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছ। ঘোর নারকী একটী স্তব স্তুতি, সঙ্গীত কিম্বা একটী প্রার্থনা করিলে, তখনই তুমি কাছে আসিয়া তাহার সকল দুঃখ দূর কর। তোমারত একটী কি দশটী সন্তান নয়, কিন্তু হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি সন্তান তোমার নিকট কত প্রার্থনা করিতেছে। সকলেরই কাছে তুমি আছ, পাছে কেহ ডাকিয়া তোমাকে দেখিতে না পায়, এবং তোমাকে দেখিতে না পাইলে তাহার পাপ অশান্তি বৃদ্ধি হয়, এজন্য তুমি প্রত্যেক পুত্র কন্যার নিকট রহিয়াছ। ধন্য পিতা তুমি! কিন্তু দেখ তুমি এত দয়া করিতেছ, তোমার প্রতি আমাদের কেমন দুর্ব্ব্যবহার! বিশেষ রূপ আমাদিগকে ভাল করিবার জন্য কত যত্ন করিতেছ। আমরা ভাবিয়া দেখি না যে, তুমি আমাদের প্রত্যেককে ভালবাসিয়া প্রত্যহ কত দয়া প্রকাশ কর। মনে করি তুমি সাধারণ নিয়ম করিয়া দিয়াছ, এজন্য সূর্য্য আমাদের কিরণ দেয় এবং পৃথিবী ফলে শোভিত হইয়া আমাদিগকে সুস্বাদু আহার দেয়। তুমি যে আমাদের গৃহে থাকিয়া খাওয়াও, পরাও, উপাসনা করাও, অবিশ্বাসী অন্ধ মন তাহা দেখে না। একটী পরিবার করিবার জন্য

আশ্রম করিলে, কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এখনও আমাদের মধ্যে মিলন হইল না। পিতা, শীঘ্র উপায় করিয়া দাও, নতুবা নিশ্চয়ই এই আশ্রমে আমাদের ভয়ানক পতন হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যৌবনের উৎসাহ।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৮ই আষাঢ়, ১৭৯৪ ;
২১শে জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমময়, অল্প বয়সে কেন আমাদের বার্দ্ধক্যের লক্ষণ উপস্থিত হইল? কোথায় গেল আমাদের সেই যৌবনের অনুরাগ এবং উৎসাহ? দশ বৎসর পূর্ব্বে তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া আমাদের কত আনন্দ হইত; কেমন উদ্যোগী হইয়া চারিদিকে তোমার দয়ার কথা প্রচার করিতাম। ঘোর নিরাশা এবং অবিশ্বাসের কুমন্ত্রণা গ্রাহ্য করিতাম না। তুমি সেই পুরাতন পিতা এখনও তেমনি জাগ্রৎ, জীবন্ত, প্রেমোজ্জ্বল রহিয়াছ, আমরা কেন অল্পদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ এবং অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। পিতা, তোমার কাছে কে কবে বড় হয়, তাই প্রার্থনা করি যেন চিরদিন তোমার নিকট থাকিয়া ছোট বালক বালিকার মত নিতান্ত অনুগত ও সরল ভাবে তোমার আজ্ঞা পালন করি এই আশীর্ব্বাদ কর; তাহা হইলে আমাদের মধ্যে অপবিত্র ভাব অসম্ভব হইবে এবং পরস্পরের প্রতি পবিত্র প্রেম সঞ্চারিত হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এক প্রভুর সেবক হইয়াও অপ্রণয়।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ৯ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ;
২২শে জুন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে পিতা, আমরা সকলেই তোমার উপাসনা করি, এবং তোমার সেবা করি ; কিন্তু এক দেবতার উপাসক এবং এক প্রভুর সেবক হইয়াও আমাদের মধ্যে কিরূপ অপ্রণয় এবং অসদ্ভাব তাহা তুমি জানিতেছ। এত কাল তোমার সাধন করিলাম, কিন্তু কেন যে এখনও পরস্পরকে ভালবাসি না, তাহার কারণ তুমি জান। পিতা, আমাদের স্বার্থ অহঙ্কার চূর্ণ কর। যাহাতে ভাই ভগ্নীদের বুকে লইয়া তোমার কাছে আসিতে পারি, হৃদয়ে এমন সুমতি এবং ক্ষমতা বিধান কর। পূর্ব্ব বাঙ্গালার যে সকল প্রাণের ভাইদিগকে তুমি কাছে আনিয়া দিয়াছিলে, অবিশ্বাস যেন তাঁহাদিগকে দূর করিয়া না দেয়, এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার আধ্যাত্মিক রাজ্যে বসিয়া যেন দিন দিন ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে তোমার সৌন্দর্য্য ভোগ করি, এবং তোমার প্রেম পরিবার মধ্যে মুগ্ধ হইয়া থাকি, এমন শুভ বিধান কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তোমার প্রতি আসক্ত কর।

সায়ংকাল, শনিবার, ৯ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ;
২২শে জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

দীনবন্ধু, সংসারে নানাপ্রকারে জড়ীভূত হইয়া দেখিলাম সেখানে শান্তি নাই, কেবল অশান্তি এবং সুখের প্রলোভন। সেখানে পাপের

স্রোত এমনই প্রবল যে, যদি তোমার প্রেমে আমাকে মুগ্ধ না কর তবে নিশ্চয়ই সংসার আমাকে টানিয়া লইয়া বিনাশ করিবে। পিতা, তোমার পদাশ্রয় ভিন্ন যে নিরাপদ হইতে পারি না। তোমার প্রতি আসক্ত হওয়া যে এখন জীবনের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পিতা, তোমার প্রতি যাহাতে দিন দিন অন্তরের নিগূঢ় প্রেম বৃদ্ধি পায়, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কেবলই পরের দোষানুসন্ধান।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ১১ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক;
২৪শে জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে অন্তর্যামী পিতা, যখন জীবন দেখি তখন পাপের অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাই, কিন্তু আবার যখন দেখি আমাদের জীবনের দ্বারা কত ভাই ভগ্নীর অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতেছে, তখন দেখি যে যথার্থই আমরা পাপ-সাগরে ডুবিয়া আছি। আমাদের একটী কথা, এবং একটী দৃষ্টান্তে যে অন্যের কত অপকার হয় তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। আমাদের উপাসনায় নির্জ্জীব ভাব দেখিয়া এই আশ্রমের ভগ্নীদের জীবন যে কলঙ্কিত হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা যদি ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা, এবং কামের উত্তেজনা হইতে মুক্ত হইয়া, একাগ্রহৃদয়ে তোমার পূজা করিতে পারিতাম তবে এত দিনে আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই তোমার প্রেম-পরিবার সংস্থাপিত হইত। আমরা কেবলই পরের দোষানুসন্ধান করি, তাঁহাদের গুণের প্রতি

দৃষ্টি করি না। যাহাতে নির্ম্মল-হৃদয় হইয়া ভাই ভগ্নীদের প্রতি পবিত্র মধুর ব্যবহার করিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরস্পরকে চিনিলাম না।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১২ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক;
২৫শে জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

পিতা, তোমার প্রেমধামের যাত্রী হইয়া কেন আমরা এখনও মধ্য-পথে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কে কোথায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, কত দয়া করে তুমি আমাদের এই আশ্রমে আনিলে; কিন্তু দেখ আমরা পরস্পরকে চিনিলাম না। সেই সুন্দর, কোমল-প্রকৃতি স্ত্রী জাতির মধ্যে যে তোমার মাতৃভাব বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা আমরা অনুভব করিতে পারিলাম না; এবং উন্নত স্বভাব পুরুষ জাতির মধ্যে যে তোমার সৌন্দর্য্য এবং পিতৃভাব তাহাও আমাদের সাধন হইল না। এইরূপে ভাই ভগ্নীদের মধ্যে তোমাকে না দেখিয়া পরস্পরের প্রতি যে কত দুর্ব্ব্যবহার করি, অন্তর্যামী তুমি, সকলই দেখিতেছ। এই যে ভগ্নীগুলিকে তুমি আনিয়াছ তাহাদিগকে যদি তোমার কন্যা বলিয়া মর্য্যাদা ও সমাদর করিতাম, তবে কি মনে অপবিত্রতা থাকিত? নাথ, বলিয়া দাও কিরূপে আমরা পবিত্র হইয়া স্ত্রী পুরুষের প্রতি সদ্ব্যবহার করিব এবং দুশ্ছেদ্য প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া চিরদিন তোমার পূজা করিয়া কৃতার্থ হইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্যাকুল অন্তরে ডাকা।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১৪ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ;
২৭শে জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে অন্তর্যামী, আমাদের প্রার্থনা কি তুমি শুন না? বুঝিতেছি, এই জন্য আমাদের আবেদন পত্র তোমার সন্নিধান হইতে ফিরিয়া আসে যে, তাহা সরল এবং ব্যাকুল নহে। তুমি চাও, সন্তান যথার্থই পুণ্য চায় কি না। যাই দেখ কোন সন্তান ব্যাকুল অন্তরে তোমার নিকট পুণ্য ভিক্ষা করে তখনই তুমি তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। তোমার কাছে যেন ব্যাকুল অন্তরে আসিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুর্গতির কারণ।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১৫ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ;
২৮শে জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

আনন্দস্বরূপ পিতা, তোমার চরণতলেই আমাদের নিত্যসুখ এবং সুধারাশি, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। বিষয়-সুখ অসার ইহা মুখে বলি, কিন্তু হৃদয় প্রাণ তাহা স্বীকার করে না, এইজন্যই আমাদের এই দুর্গতি। না তোমাতে সুখী হই, না সংসারে সুখ লাভ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেরণা গ্রাহ্য করি না।

সায়ংকাল, শুক্রবার, ১৫ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ;
২৮শে জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, অবিশ্বাসীদিগের দশা দেখ, তুমি কত দয়া করিতেছ, ঘোর অবিশ্বাসের সময়েও সন্তানকে ছাড়িতে পার না, সর্ব্বদা কাছে আসিয়া আমাদের পাপ জীবনকে পবিত্র করিবার জন্য কত স্বর্গের আদেশপত্র প্রেরণ করিতেছ, কিন্তু তোমার প্রেরণা আমরা গ্রাহ্য করি না, এজন্যই আমাদের এইরূপ হীনাবস্থা। বল, পিতা, হৃদয়ের মধ্যে তুমি বিরাজিত থাকিয়া যে উপদেশ দিতেছ কিরূপে তাহা পালন করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্য-সূর্য্য এবং প্রেম-চন্দ্র।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৬ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ;
২৯শে জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময়, পুণ্যময় ঈশ্বর, তোমার উপাসনা করিলে অন্তরে যুগপৎ দুটী স্রোত প্রবাহিত হয়। প্রেমস্রোত, এবং পুণ্যস্রোত। কিন্তু আমাদের বিড়ম্বনা দেখ! যখন আমরা তোমার পবিত্রতা পাই-বার জন্য সাধন করি, তখন আমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া যায়, নীরস কঠোর ভাবে তোমার প্রেমরাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, আবার যখন তোমার প্রেম লাভ করিতে অভিলাষ করি, তখন আবার হৃদয়ে তোমার পুণ্যময় সিংহাসন দেখিতে পাই না। কবে, পিতা, তোমার

পুণ্য-সূর্য্য এবং প্রেম-চন্দ্র একেবারে আমাদের অন্তরাকাশে উদিত হইবে। যখন তোমার প্রেম পবিত্রতা উভয়ই আমাদের হৃদয়ে আসিবে তথনই যে আমাদের পরিত্রাণ, তাহাই যে আমাদের শান্তিগৃহ এবং স্বর্গ এবং তাহাকেই যে যথার্থ উপাসনা বলি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আন্তরিক মিল হইল না।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ;
১লা জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে অনাথশরণ, অনেক বৎসর হইতে তোমার আশ্রয় লইয়াছি, কিন্তু এখনও তোমার সঙ্গে আন্তরিক মিল হইল না। এই তোমার সন্তানগণ যেমন নিকটে, তেমনই তুমিও নিকটে রহিয়াছ জানিতেছি, তথাপি হৃদয় তোমাকে ধরিতে পারিতেছে না। তোমা হইতে যেমন তেমনি আবার তোমার পুত্র কন্যাদের হইতেও বিচ্ছিন্ন রহিলাম। দিন দিন একত্রে উপাসনা করিতেছি, অথচ পরস্পরের হৃদয়ের যোগ হইতেছে না, এই দুঃখের কথা আর কাহাকে বলিব এবং আর কেই বা এই দুঃখ ঘুচাইতে পারে? তোমার সঙ্গে যদি দর্শন, শ্রবণ এবং প্রাণযোগ না হইল তবে কিরূপে তোমার পরিবারের সঙ্গে যোগ হইবে। এস, পিতা, দেখা দাও, কর্ণে তোমার কথা বল ; তোমার কথা শুনিয়া সমস্ত জীবন পুণ্যপথে নিয়োগ করি, এবং তোমার দাস দাসী হইয়া চিরদিন তোমার সঙ্গে প্রাণযোগে আবদ্ধ হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পবিত্র দৃষ্টি।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৯শে আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ;

২রা জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তবৎসল, প্রেমসিন্ধু, তুমি পবিত্র প্রেম সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছ। চারিদিকে তোমার পুত্র কন্যাগণ তোমাকে ডাকিতেছেন, সিংহাসনের দিকে তাকাইয়া তোমার অপরূপ পুণ্য প্রভা দেখিতেছেন, তোমার ধ্যান উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। নিয়তই তুমি তাঁহাদের অন্তরে তোমার প্রেম পবিত্রতা প্রেরণ করিতেছ, সেই সুদৃশ্যই আমার আন্তরিক আশ্রম—তাহাই আমার শান্তি নিকেতন। কিন্তু নাথ, অনেকদিনের পাপাভ্যাসে চক্ষু এমনই মলিন করিয়া ফেলিয়াছি যে বাহিরে সেই শোভা দেখিতে পাই না। কত দয়া করিয়া তোমার যে সকল পুত্র কন্যাদিগকে কাছে আনিয়া দিলে, তাঁহাদিগকে নীচ অপবিত্র মনে করি ; তাই তোমার আশ্রমের প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না। এই আশ্রম যে তোমার মহিমা এবং তোমার করুণার ব্যাপার তাহা সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। পিতা, আমাদের চক্ষু পবিত্র করিয়া দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যৌবনের দেবতা।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ২০শে আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ;

৩রা জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, এই যৌবন কালে কোথায় উৎসাহী হইয়া আমরা সর্ব্বদা তোমাকে অন্বেষণ করিব এবং তোমার পবিত্র ইচ্ছা সাধন করিব—না

আমরা নিজের ক্ষুদ্র অপবিত্র বাসনা সকল চরিতার্থ করিবার জন্যই ব্যস্ত রহিয়াছি। বৃদ্ধাবস্থায় পাছে ভাই ভগ্নীদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে অক্ষম হই, এই ভয়ে এখনই তাঁহাদিগকে পদতলে ফেলিয়া, মান, সম্ভ্রম এবং প্রভুত্ব উপার্জ্জন করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। এই যৌবনের বল বিক্রম, বিদ্যা বুদ্ধি, উৎসাহ এবং অনুরাগ—সর্ব্বস্ব যদি তোমাকে দিতে পারিতাম তবে আজ আমরা কত সুখী হইতাম। পাপের হস্তে হৃদয় প্রাণ দিয়া যে কত যন্ত্রণা পাইতেছি তাহাত দেখিতেছ। নাথ, যাহাতে আমরা তোমার হই এই আশীর্ব্বাদ কর। এমন যৌবন সময়ে যদি তোমার ধর্ম্মসাধন না করি তবে যে শেষে ভয়ানক অনুতাপে মরিতে হইবে। এই কালে তোমার জন্য যে আমাদের সমস্ত দিন পরিশ্রম করা উচিত। কবে নাথ, জিহ্বা দিবানিশি তোমাকে 'দয়াময়, দয়াময়' বলিয়া ডাকিবে, এবং প্রাণ নিরন্তর তোমাকে, 'প্রাণনাথ, প্রাণনাথ' বলিয়া তোমার দিকে আকৃষ্ট হইবে? হস্ত কবে তোমার জন্য সমস্ত দিন খাটিবে? অবশেষে বৃদ্ধকালে মৃত্যুর সময় যখন রসনা তোমার নাম লইতে পারিবে না, চক্ষু চারি দিক অন্ধকার দেখিবে—যখন দেখিব যে যৌবন কালে তোমারই পূজা করিয়াছি, তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া তোমাকে পাইবার জন্যই সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াছি, এবং সর্ব্বস্ব তোমার জন্য দান করিয়াছি, তখন হৃদয়ে কত আনন্দ হইবে, তুমি কাছে থাকিয়া তখন কত মধু ঢালিয়া দিবে। নাথ, তাই বলিতেছি, আমাদের যৌবন তুমি গ্রহণ কর, বিশেষতঃ এই ভগ্নীদিগের অন্তরে তুমি এই কথা বলিয়া দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় ইঁহারা কোন ভাল সামগ্রীই তোমাকে দিতে পারিবেন না, যদি যৌবনের প্রেম ভক্তি এবং অনুরাগ তোমার চরণে সমর্পণ না করেন। হে জীবনের অধিপতি, তুমি

আমাদের যৌবনের দেবতা হও। পাপের সেবায় যেন যৌবন বিনষ্ট না হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিগূঢ় উপাসনা।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২১শে আষাঢ়, ১৭৯৪ শক;
৪ঠা জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে গুণসিন্ধু ঈশ্বর, তোমার রাশি রাশি গুণ, কাহার সাধ্য তোমার গুণের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়া উঠে, জ্ঞান কৌশল যেমন তোমার অনন্ত, তেমনই অপার তোমার প্রেম। যতই তোমার বিষয় জানিতেছি, ততই অবাক হইতেছি, তোমার আশ্চর্য্য নূতন নূতন ভাব দেখিয়া, মন বিস্ময়-রসে পূর্ণ হইতেছে। এই এক উপাসনা প্রণালীতে যে, তুমি কত গভীর হইতে গভীরতর তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতেছ ভাবিলে নিস্তব্ধ হই, পাপীর জন্য এত করিবে ইহা ত স্বপ্নেও ভাবি নাই, কোথায় কীটের ন্যায় নরকে বিচরণ করিতেছিলাম, আর তুমি কি না স্বয়ং উদ্ধার করিয়া আনিয়া এই উপাসনার অমৃত পান করাইতেছ। তোমার উপাসনার নিগূঢ় তত্ত্ব কে বুঝিবে? কিরূপে তুমি আমাদিগকে উপাসনা শিক্ষা দিলে, এবং কোন্ পথ দিয়া দিন দিন তুমি আমাদিগকে উপাসনার গভীর হইতে গভীরতর রাজ্যে লইয়া যাইতেছ তাহা বুঝিতে পারি না। যতই প্রাণের গভীর স্থানে প্রবেশ করি, ততই তোমার নিগূঢ় ব্যাপার সকল দেখিয়া চমৎকৃত হই। মনুষ্য-হৃদয়ের কত দূর গভীরতম প্রদেশে তোমার রাজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে

কাহার সাধ্য তাহা অবধারণ করে? প্রত্যেক পুত্র কন্যার অনন্ত জীবন অধিকার করিয়া রহিয়াছ। ভবিষ্যতে সন্তানদিগের নিকট আরও কত নিগূঢ় তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিবে, তাহা ভাবিলে মন প্রফুল্ল হয়, কত আশা হয়, কত আনন্দ হয়। হে গুণনিধি, আর বাহিরের ধর্ম্মাড়ম্বরে ভুলিতে চাই না। মনের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিলাম, সঙ্গীত করিতে অসমর্থ হইলাম ক্ষতি নাই, প্রকাশ্য জীবনের তেজ দেখাইয়া কয়েকজনের চরিত্র সংশোধন করিতে পারিলাম না, তাহাতেও দুঃখ নাই; কিন্তু এই আশীর্ব্বাদ কর যেন উপাসনার সময় দেখিতে পাই, নিস্তব্ধভাবে তোমার পুত্র কন্যাগণ তোমার নিকটে বসিয়া আছেন, তোমার প্রেম সমীরণ তাঁহাদের গায়ে লাগিতেছে, তোমার পুণ্য-জ্যোতি তাঁহাদের অন্তরে পড়িতেছে; ইহাই আমার স্বর্গ, ইহাই আমার মুক্তি। পিতা, এইরূপ নিগূঢ় ভাবে আমাদিগকে তোমার নিকট বসিতে শিক্ষা দাও, তাহা হইলে মৃত্যুর সময় কাঁদিতে হইবে না, কারণ, তখন দেখিব, তুমি আমার, এবং আমি তোমারই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রশান্ত এবং অচঞ্চল।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২২শে আষাঢ়, ১৭৯৪ শক;
৫ই জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে নিস্তব্ধ গম্ভীর পুরুষ, এই দেখ, সেই আমরা তোমার কাছে বসিয়া আছি; কিন্তু আমাদের মন কেমন চঞ্চল, কোন মতেই তোমার প্রতি স্থির এবং একাগ্র হয় না। বল নাথ, সেই স্থান কোথায়,

যেখানে গেলে মন বিক্ষিপ্ত হয় না, কিন্তু কেবলই সুস্থির এবং প্রশান্ত-ভাবে তোমার কাছে বসিয়া থাকিতে পারিব। নাথ, আমাদের সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন, কিন্তু তুমি আমাদের বাল্যকালে যেমন প্রশান্ত এবং গম্ভীর ছিলে, এখনও ঠিক তোমার সেই মূর্ত্তি এবং সেই ভাব রহিয়াছে। সমস্ত দিন তোমার পূজা এবং তোমার সেবা করিব বলিয়া আমরা কতবার অঙ্গীকার করি; কিন্তু হে অন্তর্যামী, তুমি জান, দিনের মধ্যে কত শত বার আমাদের পতন হয়। তোমার কোন পরিবর্ত্তন নাই, জগতের অত্যাচার তোমার মুখ বিবর্ণ করিতে পারে না; কোন ঘটনাতেই তোমার প্রেম-নয়নের রূপান্তর হয় না। ব্রহ্মাণ্ডে এমন কি ব্যাপার হইতে পারে যাহা তোমার প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য বিচলিত করিতে পারে? ধন্য পিতা তোমার করুণা! আমাদের এত পাপ, পতন এবং চঞ্চলতার মধ্যেও তুমি আমাদিগকে নিত্য দয়া-সমুদ্রে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ; বল নাথ, কিরূপে এই ধার শুধিব? কেমন করে সর্ব্বক্ষণ তোমার প্রেমে নিমগ্ন থাকিব? যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, এবং যতক্ষণ নিদ্রা আসিয়া চৈতন্য হরণ না করিবে, ভাই ভগিনী সকলে মিলিয়া, কেবল তোমারই পূজা, এবং তোমার সেবা করিয়া হৃদয় নির্ম্মল করিব এবং জীবন সার্থক করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উচ্চ মন্ত্র।

শুক্রবার, ৯ই চৈত্র, ১৭৯৪ শক ; ২১শে মার্চ্চ, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

আশ্রমের প্রেমসিন্ধু পিতা, যিনি যে দিন বঙ্গদেশের জন্য, ভাই ভগিনীর জন্য গোপনে তোমার কাছে কাঁদিবেন, বঙ্গদেশ, এবং সমুদয় ভাই ভগিনী সেই দিনেই তাঁহার হইবে, ইহা তোমারই উচ্চ মন্ত্র।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি।

পবিত্র প্রণয়।

মঙ্গলবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৪ শক ; ২৫শে মার্চ্চ, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

তুমি আমাদের মধ্যে পবিত্র প্রণয় স্থাপন করিবে, ইহাই আমাদের আশা ভরসা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভুলাইয়া রাখ।

মঙ্গলবার, ২০শে চৈত্র, ১৭৯৪ শক ; ১লা এপ্রেল, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমসিন্ধু পিতা, তোমার স্বর্গে সেই ভালবাসা আছে—যাহার এক বিন্দু আমাদিগকে দিলে আমাদের মন পবিত্র হইবে। সেই পবিত্র প্রণয় দিয়া আমাদের ভুলাইয়া রাখ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গের শোভা।

শনিবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক ; ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময়, তুমি যে আমাদের সমক্ষে দাঁড়াইয়া আছ। আমাদিগকে কি তুমি এতই ভালবাস যে আমাদের সঙ্গ ছাড়িতে চাও না? হে নাথ, তোমার যে মূর্ত্তি দেখিলে পাষাণ হৃদয় গলিয়া যায়, যদি সেই রূপ আমাদিগকে দেখাইলে, তবে সুপ্রসন্ন হইয়া—আমাদের প্রাণের ভিতর যে গভীর পাপ দুঃখ আছে, তাহা দূর করিয়া দাও। যাহা দেখাইলে, যাহা শুনাইলে, যথেষ্ট হইয়াছে—স্বর্গের আরও সমাচার শুনাও—আর এই প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয় না। এই যে দেখা দিতেছ এই আমাদের স্বর্গ। দুরন্ত পাপীদিগকে এই পবিত্র তীর্থ স্থানে আনিয়া সেই কথা বলিতেছ, সেই ধর্ম্মে, সেই মন্ত্রে, দীক্ষিত করিতেছ—যাহাতে ব্রহ্মাণ্ডের পরিত্রাণ হইবে। নরকের কীটদিগকে ইহা অপেক্ষা আর কি সুখ দিতে পার? বিনীতদিগের দয়াময় পিতা, আমাদিগকে বিনীত দেখিয়া আশীর্ব্বাদ কর। হে দেব, তোমার সুন্দর শ্রীচরণ আমাদের কদাকার পাপ ভারাক্রান্ত মস্তকের উপর স্থাপন কর। সকল বিপদ ভয় ভুলিয়া যাইব, ১১ই মাঘে যে স্বর্গের শোভা দেখাইয়াছ, ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া অনন্ত কাল ঐ শোভা দেখিব, এবং ঐ চরণতলে বসিয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গে আসিয়াও নীচ সুখের কামনা।

সোমবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক ; ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, তোমার কাছে প্রার্থনা করিলে মনে কত আনন্দ হয়। পিতা বলিয়া তোমাকে ডাকিলে কত সুখ হয়, আবার যখন ভাই ভগিনী সকলে মিলিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকি তখন আরও কত সুখ হয়। তুমি আমাদিগকে সুখী করিবে বলিয়া কত দয়া করিয়া আমাদের হস্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম দিলে। আর আমাদিগকে দুঃখের আগুনে পুড়িতে দিবে না, তাই স্বর্গের অমৃত লইয়া আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছ। তোমার শুভ ইচ্ছা কে না বুঝিতে পারিতেছে ? এত আয়োজন কেন করিতেছ ? এই কয়জন পাপীকে পরিত্রাণ না করিলে কি তোমার দিন চলে না ? আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবেই, কেন এই পণ করিয়াছ ? আমরা কোথাকার কে ? কেন এই কয়জন ভয়ানক পাপী, অত্যাচারীদিগের জন্য ব্যস্ত হইয়াছ ? বুঝিলাম, তুমি দুঃখীদের দুঃখ সহ্য করিতে পার না। আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়াই তুমি এত উপকার করিতে আসিয়াছ। পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদিগকে কত অনুকূল অবস্থায় আনিয়াছ। কখনও যে সকল সুখের আশা ছিল না, এখন প্রাণ ভরিয়া তুমি আমাদিগকে সে সকল সুখ দিতেছ। পুরাতন সংসার ছাড়াইয়া নূতন ধর্ম্মরাজ্যে আনিয়া এত সুখ দিবে তাহা ত জানিতাম না। কে জানিত, আমাদের ন্যায় মহাপাপীকে তুমি এমন অসামান্য সুখে সুখী করিবে ? কিন্তু দেখ ঈশ্বর, এমন স্বর্গের সুখের সঙ্গে আমরা নিজের দোষে একটু বিষ মাখিয়া রাখিয়াছি। দেখ এমন স্বর্গের সুখের অধিকারী হইয়াও আমাদের মন পাপের

অপবিত্র সুখ ইচ্ছা করিতেছে। যাহাদের প্রাণ পৃথিবী ছাড়িয়া ব্রহ্ম-লোকে গিয়াছে, যাহারা সর্ব্বত্যাগী বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত হইয়াছে তাহারা কেন পৃথিবীর মলিন সুখ লালসা করে? দীননাথ, দুই দিন পরে যে সুখ ফুরাইবে, কেন সেই সুখের আশা ছাড়িলাম না? প্রাণেশ্বর, তোমার সহবাস সুখে সুখী করিবে বলিয়াছ, তোমার চিহ্নিত লোক বলিয়া তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ, প্রাণের মধ্যে এত সুখ, এত শান্তি দিয়াছ, যে হৃদয়ের আশা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে, তোমার হস্তে এত সুখ পাইয়াও কি আবার পৃথিবীর সে সকল জঘন্য আমোদে উন্মত্ত হইব, যাহা পৃথিবীর লোকেরাই ঘৃণা করে? তোমার এমন সুন্দর পবিত্র প্রেম মুখ দেখিয়া, আবার কি আমরা সেই সংসারের ভয়ানক গর্ত্তে ফিরিয়া যাইব যেখানে মৃত্যু, পাপ, কালসর্প বাস করিতেছে? আবার কি সেই পাপাসক্তির অধীন হইয়া মরিব? পিতা, আর তোমাকে ছাড়িয়া কোথায়ও যাইতে দিও না। অনেক সুখ দিবে বলিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশ্রমে আনিয়াছ, দুটী বেলা তোমার উপাসনা করিয়া কত সুখী হইতেছি; এই আশ্রমে দিবা রাত্রি তুমি বাস করিতেছ। এইটী তোমার বাড়ী হইয়াছে। তুমি সন্তান-দিগকে খাওয়াইতেছ, জ্ঞান দিতেছ, কাছে ডাকিয়া পুণ্য শান্তি এবং পরিত্রাণ দিতেছ। পিতা, তুমি আমাদের অন্তরে ভক্তি-সুধা প্রেরণ কর, আমাদের হৃদয়ের বিষয় বাসনা বিনষ্ট হউক। দীনশরণ, তোমার সুখে সুখী হইয়া যেন আমরা আনন্দমনে পরলোকে চলিয়া যাইতে পারি, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।—স্বর্গে আসিয়াও আমরা পৃথিবীর অপবিত্র সুখ পাইতে চেষ্টা করিতেছি, তোমার স্বর্গের দাস দাসীদিগের পরিবার মধ্যে থাকিয়াও রাজা হইতে যত্ন করিতেছি।

দেখ আমাদের মুখে পবিত্রতার আচ্ছাদনে অপবিত্রতা আবৃত রহিয়াছে; স্বর্গের মধ্যে নরক আনিয়া মরিতেছি। পিতা, তোমার স্বর্গ স্বর্গই থাকুক, ইহার মধ্যে আর কাহাকেও সংসারের জঞ্জাল আনিতে দিও না। তোমার দেবালয়ে বাস করিয়া তোমার সমস্ত বিধানের অনুগত দাস দাসী হইয়া তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। তোমার কথা অমূল্য ধন, তুমি আমাদের গুরু, আর আমরা তোমার অবাধ্য হইব না। আমাদের নিজের বল, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য কিছুই নাই, তোমার নাম লইয়া সকল জঞ্জাল দূর করিয়া দিব, এই আমাদের আশা। তোমার কৃপা বলে এই আশ্রমকে পৃথিবীর লোভের স্থান এবং ধরাতলে স্বর্গধাম করিব এই আশা করিয়া আমরা ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া তোমার ঐ চরণে প্রণাম করি, যাহার স্পর্শে নরকের মধ্যেও স্বর্গের উদয় হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানে অবিশ্বাস।

মঙ্গলবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক; ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় পিতা, ভিক্ষা দিবে বলিয়াছ, তাই ভাই ভগ্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, ভিক্ষা দাও। বিশ্বাস-রত্ন আমাদিগকে দাও। এই রত্নে যে কেবল আমরা বাঁচিব তাহা নহে; কিন্তু ইহাতে সমস্ত জগৎ বাঁচিবে। যাহাতে আমরা বাঁচিব তাহা ত প্রিয় হইবেই, আবার যখন দেখি ইহাতে সমস্ত পৃথিবী বাঁচিবে, তখন ইহা আরও প্রিয় হয়। সংসার অরণ্যে বেড়াইতেছিলাম, পাপ যন্ত্রণার কণ্টকে

বিদ্ধ হইতেছিলাম ; এখন দয়া করিয়া যে ঘরে আনিয়াছ, ইহাতে যে কেবল আমরা কয়েকজন সুখী হইলাম তাহা নহে ; কিন্তু আমাদের মত শত শত বিপথগামী, দুঃখী, পাপভারাক্রান্ত নরনারী একদিন এই ঘরে স্থান পাইয়া আনন্দ মনে তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে, ইহা ভাবিলে মনে আরও কত আহ্লাদ হয়। হে দেব, তুমি জান, আমার এই ক্ষুদ্র তরী বার বার আঘাত পাইয়া জল মগ্ন হইতেছিল ; কিন্তু তুমি নিজে কাণ্ডারী হইয়া, সেই ভগ্ন তরী এই আশ্রমরূপ শান্তি উপকূলে আনিলে। এইরূপে যখন সমুদয় নর নারী ভব-সাগরের তুফানে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া তোমার এই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তখন এই স্থানের কত মহিমা হইবে কে বুঝিতে পারে ? পিতা, অবিশ্বাসীরা তোমার ঘরের মূল্য বুঝিল না, যদি বুঝিত লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী লোক তীর্থস্থান, দেবালয় মনে করিয়া এখানে আসিত। অবিশ্বাসের চক্ষে অমৃতের সমুদ্র মরুভূমি হইল। ঘর পূর্ণ নহে তাহাতে ক্ষতি কি ? এই ঘরেই পরিত্রাণ ইহা বিশ্বাস করিলে কি কাহারও দুঃখ থাকিত ? পিতা, বুঝিয়াছি তোমার বিধান বিশ্বাস না করিলে স্বর্গে থাকিয়াও নরকের কষ্ট ভোগ করিতে হয়। নাথ, আর কেন অবিশ্বাস করি, তুমি এসেছ পৃথিবীতে অবিশ্বাস করিব কেন ? যদি তোমার শুভ আগমনের কথা না শুনিয়া কোন উপধর্ম্ম লইয়া থাকিতাম তাহা হইলে যাহা হয় হইত ; কিন্তু প্রভু আসিলেন যেখানে, সেখানে কিরূপে আর নিরুৎসাহ, নির্বীর্য্য হইয়া থাকিব। তুমি যখন আসিয়াছ তখন প্রাণের ভাই ভগ্নীদিগকে ডাকিয়া, তোমার মুখ না দেখাইয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিব। দুঃখীদের ঘরে এসেছ ভালই হয়েছে, তোমার চরণে প্রাণ, মন, স্ত্রী, পুত্র সকলই সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত

হইলাম। নাথ, যে সকল দুঃখী এ ঘরে বসিয়া আছেন ইঁহাদের মুখের পানে তাকাইলে অন্তরে কেমন গভীর বেদনা হয় তাহা তুমিই পড়িতে জান। পিতা, যাঁহাদের জন্য এত আয়োজন করিতেছ, দেখ ইঁহাদের যেন পরিত্রাণ হয়, দুঃখ দিতে হয় দিও, বিপদে ফেলিতে হয় ফেলিও, সংসারের সকল কষ্ট সহ্য হয়; কিন্তু মৃত্যুকালে পরিত্রাণ হইল না, সে দুঃখ সহ্য হইবে না। আমাদের চক্ষে কি দোষ হইয়াছে বল, এই দেখি তোমার মুখের জ্যোতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে, অল্পক্ষণ পরে দেখি স্বর্গরাজ্য বিলুপ্ত হইল। চক্ষের এই অবিশ্বাস রোগ দূর কর। দিব্য চক্ষু দাও, দেখি তুমি আসিয়া আমাদের সঙ্গে বাস করিতেছ, সকল কথা তোমার মুখ হইতে আসিতেছে, সকল বিধান তুমি ব্যবস্থা করিতেছ। জগৎকে উদ্ধার করিবে বলিয়াছ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই কয়টী পাপীকেও উদ্ধার করিবে। কত আশার কথা, কত আহ্লাদের কথা! অবিশ্বাসীরা এই মন্ত্র বুঝিল না। তুমি জগৎকে উদ্ধার করিবে, কিন্তু হে আমাদের ঠাকুর, আমাদের কি করিলে? তুমি যে আমাদের গুরু, আমাদের পতিত পাবন ঈশ্বর। কে আর আমাদিগকে তেমন ভাল বাসিবে যেমন তুমি আমাদিগকে ভালবাস। এস ভাই ভগ্নীদিগকে তোমার অভয় চরণে স্থান দাও। আমরা সকলে একপ্রাণ এবং পরস্পরের দাস দাসী হইয়া যাহাতে জগদ্বাসী সকলে বেঁচে যায় তার জন্য সহায়তা করিব। আমরা সকলে ভক্তির সহিত তোমাকে প্রণাম করি। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগের অবিশ্বাসী মস্তকের উপর তোমার বিশ্বাসপ্রদ শ্রীচরণ স্থাপন কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হাতের কাছে পাইয়াও অবহেলা।

বুধবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক; ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু, হে দয়ার সাগর পিতা, আমাদের চিরকালের রক্ষক সহায় তুমি। তোমার কাছে আবার সকল ভাই ভগ্নী প্রার্থনা করিতে আসিলাম, গরিব দুঃখীদের দুঃখ দূর করিতে ভাল বাস তাই তোমার কাছে আসিয়াছি। কত আশ্চর্য্য বিধান সকল আমাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সহস্র বৎসর পরে পৃথিবী যে সকল কথা অমূল্য বলিয়া গ্রহণ করিবে, সে সকল ব্যাপার আমাদের কাছ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমরা এত কাছে, সেই প্রেম জলের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছি; কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না। যে রূপ দেখাইয়া জগৎকে পরিত্রাণ দিবে, যে প্রেম নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া জগৎকে উদ্ধার করিবে কতবার আমরা সেইরূপ দেখিয়া মোহিত হইলাম, সেই নিকেতনে বাস করিলাম; তথাপি আমরা তোমার হইলাম না। কিন্তু আমরা এতবার তোমাকে ছাড়িতে চেষ্টা করিলাম, তুমি ছাড়িতে দিলে না। যতই তোমাকে ছাড়িতে চাই ততই তোমার স্বর্গের সেই নিগূঢ় প্রেম জালের মায়াতে জড়িত হইয়া পড়িতেছি। এই যে ভাই ভগ্নী যাঁহারা তোমার বিধান লইয়া যুদ্ধ করেন, চক্ষু ত দেখিতেছে এই যুদ্ধের ভিতর তাঁহাদেরই অবিশ্বাস মারিতেছে, যতই তাঁহারা বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছেন ততই তাঁহারা জড়াইয়া পড়িতেছেন। যখন তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে যাই, সেই সংগ্রামের মধ্যেই কেমন মোহিনী শক্তি প্রকাশ করিয়া, আমাদের প্রাণ কাড়িয়া লও, দেখিয়া অবাক হই। দীননাথ, মন্দ হইতে কেবল তুমিই এত ভাল আনিতে

পার। এমনই করে চির দিন তুমি অবিশ্বাসী পৃথিবীকে জয় করিতেছ। কত আশার কথা। তুমি যাহাকে গ্রহণ করিবে মনে কর, তাহার পাপের ভিতরেও তুমি তাহার প্রাণ কাড়িয়া লও। তোমার দুর্জ্জয় প্রেমের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া কে জয় লাভ করিতে পারে? তুমি যাহাদিগকে পরিত্রাণ দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, সে কার্য্যে বাধা দিতে পারে কে? হে করুণাসিন্ধু, তবে মহা পাপীরও আশা আছে। এই আশ্রমের মধ্যে অতি সামান্য কীট যে তাহারও আশা আছে। হাতের কাছে তোমার এই স্বর্গ, মুখের কাছে এই অমৃত বুঝিলাম না। আশীর্ব্বাদ কর, এই ভাই ভগ্নী সকলে মিলে চিরকাল এই সুখের সুসমাচার শুনি, যে তুমি আমাদের পরিত্রাণের জন্য ব্যস্ত। আমাদের মধ্যে তুমি পাপকে অসম্ভব করিয়া দাও তবেই তোমার বিধান পূর্ণ হবে। পাপের পথে যাইতে এবার যেন আমাদের পা কাঁপে, তোমার স্বর্গ হইতে সেই অমূল্য ঔষধ প্রেরণ করিয়া আশ্রমকে রক্ষা কর, যাহাতে আর দুরন্ত হইয়া তোমার বিধানকে বিনাশ করিতে উদ্যত না হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সকলে এক সময়ে চাওয়া।

বৃহস্পতিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক;

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় ঈশ্বর, তোমার পবিত্র মন্দিরে, তোমার প্রেমাবির্ভাবের মধ্যে বসিয়া, সকল ভাই ভগ্নী একত্র হইয়া, তোমার কাছে ভিক্ষা

করিতেছি। পাপীদের ব্যাকুল অন্তরের প্রার্থনা, শুনিব না বলিয়া কি তুমি আমাদিগকে বিদায় করিয়া দিতে পার? দুঃখীর কথা শুনিবেই এই বিশ্বাস করিয়াই পাপীরা তোমার নিকট প্রার্থনা করে। তোমার প্রেমময় নাম করিয়া যে যাহা চাহিবে তাহাকে তাহা দিবে। তোমার করুণাময় নামে যে কেহই কলঙ্ক আনিতে পারে না। তোমার কাছে যে যাহা চাহিয়াছে নিশ্চয়ই তাহা পাইয়াছে। আশ্রমবাসীরা ভাল মনে ডাকিলেই দেখা দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। কিন্তু কবে আমরা সকলে এক সময়ে তোমার পানে তাকাইতে শিখিব। এখন আমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তোমাকে দর্শন করি, যখন আমি তোমাকে দেখি, তখন আমার ভাই কিম্বা ভগ্নী তোমাকে দেখেন না। হে মঙ্গল স্বরূপ, তুমি কি আমাদিগকে এমন ভক্তি, প্রেম এবং একাগ্রতা দিতে পার না, যাহাতে এক সময়ে আমাদের সকলের নয়ন তোমার দিকে স্থির হইবে? সকলেই যদি এক সময়ে তোমাকে চায়, সকলের প্রাণ কেন এক না হইবে? তোমার নিকট বসিবা মাত্র যে প্রেম সহজেই উদয় হয়। যখন অন্তরে তোমার প্রেমের আগুন জ্বলিয়া উঠে, তখন যে নিমেষের মধ্যে প্রাণ গলিয়া যায়। তখন দেখি সকলে এক হইয়া গিয়াছি, কোথা হইতে কিরূপে হইল জানি না। এক সময়ে তোমার প্রেমের আগুন সকলের হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠুক। ভালবাসা ত সকলেরই আছে, কিন্তু আমরা কি জঘন্য পার্থিব ভালবাসা চাই? যে ভালবাসা তোমার চরণপদ্ম হইতে উঠিতেছে, আমাদের হৃদয়ে সেই ভালবাসা দাও, তাহা হইলে পরস্পরের মুখ দেখিলেই আমাদের পরিত্রাণ হইবে। কবিত্ব, কল্পনা চাই না, কিন্তু যথার্থ হৃদয়ের ভাব আনিয়া দাও। যখন দেখিব যে যথার্থই সব ভাই ভগ্নী

হৃদয়ের মধ্যে আসিলেন, তখন হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করিয়া দিব। একবার যে তোমার পবিত্র প্রেমের আস্বাদন পাইয়া মজিয়াছে, সে কি আর মরিতে পারে? যখন তোমাকে প্রেমময় বলিয়া ডাকি, তখন তোমার কাছে প্রেম শিখিতেই হইবে। তুমি যদি প্রেম রাজ্য করিবার জন্য এত আয়োজন করিতেছ তবে আর কেন আমরা অপ্রেমিক থাকিব? ভাল বাসায় যত সুখ পাওয়া যায় এমন আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। পরস্পরকে যেন পবিত্র ভাবে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর। সকলে মিলে তোমার প্রেমময় মুখ দেখিয়া আপনাদের মুখকে প্রেমময় করিব। প্রেমসিন্ধু, তোমার প্রেম রস পান করিতে করিতে আনন্দ মনে পরলোকে চলিয়া যাইব, এই আশা করিয়া সমুদয় ভাই ভগ্নী মিলিয়া তোমার চরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানের অনুরূপ জীবন।

শুক্রবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক; ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেম রাজ্যের রাজাধিরাজ, হে অতিশয় সুন্দর করুণাময় পিতা, আশ্রমের দেবতা, তোমার সিংহাসনতলে বসিয়া প্রাণ শীতল করিব বলিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি চিরকালই প্রার্থীদিগের প্রার্থনা শুনিয়া আসিয়াছ, আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর। পিতা, তোমার সত্য যে কত মধুময় আমরা সকলে বুঝিতে পারি না। সেই ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতে যে সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি এখন সে

সকল অতি পুরাতন হইয়াছে; কিন্তু সেই সকল পুরাতন শুষ্ক কথার ভিতরে তোমার এত সুধা কে জানিত? যখনই সেই আদি বর্ণমালা হইতে পাঠ আরম্ভ করি "তুমি আছ," "আমরা পরস্পর ভাই ভগিনী" তখনই তাহার মধ্যে নূতন নূতন ভাব আস্বাদ করি। নিশ্চয়ই তুমি আমাদের মধ্যে আছ, আমাদের এই আশ্রমের সমুদয় ইতিহাসের মধ্যে তোমারই হস্ত কার্য্য করিতেছে। যখনই বিশ্বাসী হইয়া আশ্রমের ঘটনা সকল পাঠ করি, তখনই দেখি সমুদায় বিধানগুলি তোমারই প্রেম বায়ু লইয়া আসিতেছে—ইহার সমুদয় ব্যাপারের মধ্যে একটীও গল্প, রূপক কিম্বা আখ্যায়িকা নাই, কিছুই স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় না—তখন আর একটুও সন্দেহের মেঘ থাকে না। যাই একটীর কাজ শেষ হইতেছে তখনই আর একটী বিধান পাঠাইতেছ। এই আশ্রমের প্রত্যেক পুত্র কন্যার হৃদয়ের ভিতরে গুপ্তভাবে আসিয়া কতই কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছ। প্রত্যেকের কাছে তুমি আসা যাওয়া করিতেছ, স্বহস্তে পত্র লিখিয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেছ। নিজে আসিয়া রোগীকে ঔষধ দিতেছ, তুমি নিজে প্রতি জনের প্রাণের আধার হইয়া বসিয়া আছ; কিরূপে বলিব তুমি নাই, তবে আমরা কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তোমার মনোহর রূপ স্বপ্ন হইল, আর আমাদের যাহা কিছু কদাকার মন্দ, তাহাই সত্য হইল, কিরূপে এই নিষ্ঠুর কথা বিশ্বাস করিব? আমাকে আমি একদিন সন্দেহ করিলাম না, কিন্তু প্রাণেশ্বর, তোমাকে কত বার সন্দেহ করিলাম। কতবার তোমার প্রেমসুধা পান করিয়া হৃদয় জুড়াইল, কতবার তুমি ভাই ভগ্নীদিগকে তোমার পুত্র কন্যা বলিয়া, তুমি নিজে আমাদের . হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া দিলে; কিন্তু দুরন্ত আমরা—দুদিন পরে সেই সুধা ছাড়িয়া আবার

আমরা পাপের গরল পান করিলাম, ভাই ভগ্নীদিগের হৃদয়ে অস্ত্রাঘাত করিলাম। এইরূপ নিজের হস্তে কুঠার ধরিয়া নিজের প্রাণ ছেদন করিতেছি, তোমার হাতে আমাদের প্রাণ আর তোমাকেই সন্দেহ করি। বাঁচাও, পিতা। সে সকল পুরাতন কথা "তুমি আছ," "আমরা পরস্পর ভাই ভগ্নী" আমাদিগকে সাধন করিতে বল দাও। আর অন্ধকার ভাল লাগে না, হে প্রেমসিন্ধু, আর তোমাকে অর্দ্ধেক মেঘে ঢাকা দেখিতে চাই না। এই আছ, এই নাই, এই সত্য, এই ছায়া, এই সুন্দর, এই কদাকার, এই প্রেমসিন্ধু, এই শুষ্ক, এই যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না। যে মুখ অবিশ্বাসের কথা বলে, তাহা বন্ধ করিয়া দাও, যে কর্ণ অবিশ্বাসের কথা শুনে তাহাও বন্ধ কর। এই আমার ভাই ভগ্নী সকলের কাছে যেমন তুমি ইচ্ছা কর সেইরূপে তোমার বিধান সকল প্রকাশিত কর। ভাই ভগ্নীদের স্বর্গ, আমাদের সুখধাম আসিয়াছে বলিয়া আমরা সুখী হই। দেব, আমাদের সকলকে তোমার নূতন পবিত্র বসন পরিধান করিয়া, তোমার কাছে বসিতে দাও, আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। এবার থেকে স্পষ্টরূপে তোমার প্রত্যেক বিধানের মধ্যে তোমার প্রেমমুখ দেখিব, এই আশা করিয়া তোমার প্রেমময় চরণতলে সমুদয় ভাই ভগ্নী মিলিয়া বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনা পূর্ণ হয়।

শনিবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক; ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনশরণ প্রেমময় পরমেশ্বর, আশ্রমবাসী সাধকদিগের প্রার্থনা শ্রবণ কর। তোমার দয়াময় নামের জন্য এই গরিবদের প্রার্থনা শ্রবণ কর। তোমার কাছে প্রার্থনা করিলে কি দুঃখ দূর হয় না, তোমার কাছে যাহা ভিক্ষা চাওয়া যায় তাহা কি পাওয়া যায় না? আমরা ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভে শুনিয়াছিলাম, তোমার কাছে প্রার্থনা করিলেই তুমি তাহা পূর্ণ কর, এখন কি আমরা এই বলিব যে প্রার্থনা করিলে কি হইবে, তোমরা পাঁচ জনে মিলে যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই কর। বাঁচিবার শাস্ত্র, যাহা তোমার কাছে শুনি তাহা ত ইহাতে সায় দেয় না, ইহা যে যুক্তির কথা। প্রভু, তোমার কথা না শুনিয়া দেখ আমাদের কত দুর্দ্দশা। পথ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আমরা জানি না কি করিলে কি হইবে। সেই জন্যই তুমি স্বর্গ হইতে প্রার্থনারূপ অমূল্য রত্ন পাঠাইয়াছ। দেখিলে সন্তানেরা সংসারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ঘোর পাপ দুঃখের কূপে মারা যায়, তাই নাথ, তুমি পিতা হয়ে তাহাদের মঙ্গলের জন্য এই প্রার্থনা পাঠাইলে। যখনই কাঁদিয়া বলিয়াছি দুঃখীর প্রতি কেন এত নিগ্রহ হইল, তখনই তুমি তাহার প্রতিবিধান করিয়াছ। নিজের কিম্বা পরের মঙ্গলের জন্য তোমাকে যখনই যাহা বলিয়াছি, তখনই তুমি তাহা শুনিয়াছ। তথাপি কেন তোমার দিকে না তাকাইয়া পৃথিবীর লোকের উপর নির্ভর করি? কেন আমাদের মধ্যে এই দুর্বুদ্ধি এবং অবিশ্বাসের ভাব আসিল? এক সময়ে ডাকিলেই তুমি আমাদের কাছে আসিতে, এখন কি তুমি আমাদিগকে অনাথ, পিতৃহীন করিয়া চলিয়া গেলে?

তুমি কি এই নূতন বিধানে মনুষ্যের হাতে সমুদয় ভার দিয়া চলিয়া গিয়াছ? পিতা, আমরা আর কাহারও দাস দাসী হইতে চাহি না। তোমার কাছে বসিয়া তোমারই সেবা করিব, যখন তুমি আমাদের প্রতি দৃষ্টি কর তখন তোমার চক্ষু যেমন স্নেহের রঙ্গে অনুরঞ্জিত হয় তাহা কি ভুলিতে পারি? আমাদিগকে দুঃখ পাপ হইতে বাঁচাইবার জন্য তুমি যে কত ব্যগ্র, তাহা স্মরণ হইলে আর কি আমাদের মনে দুঃখ থাকে? কি ছার সামান্য ধন, যখন ব্রহ্ম-ধন আমাদের ঘরে। যদি আমাদের জন্য স্বর্গ রাখিয়া দিয়াছ, তবে এস, তোমার সন্তানদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দাও। তোমার কাছে প্রার্থনা করিয়া সকল দুঃখ দূর করিব। চক্ষের এক এক জলবিন্দুতে বহুদিনের দুঃখরাশি চলিয়া যাইবে, এবার তুমি আমাদিগকে এই দয়া কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুই প্রভুর সেবা।

রবিবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক; ১লা মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমিক অপ্রেমিক সকলের ঈশ্বর, তাঁহারাই তোমার যথার্থ সাধক—তোমাতেই যাঁহাদের সমুদয় কামনার পরিসমাপ্তি হয়। আমরা কবে সেই সকল ভক্ত সাধকদিগের মত হইব? এখন এক একবার আমরা তোমার হই, এবং আবার সংসারের হই, এই দুর্দ্দশা ত তুমি জান; কিন্তু যাকে তুমি শুভবুদ্ধি দিয়া সুখী কর, সে কি সংসারের কুশলের জন্য আর কোথাও যাইতে পারে? তোমার কাছে বসিলেই যে সব দুঃখ দূর হয়। আমরা এক জিনিসের জন্য তোমার কাছে আসি,

আর এক জিনিসের জন্য সংসারের নিকটে যাই, এই যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না। কবে সকল ভার তোমার হাতে দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব? পিতা, আমাদের সকল ভার তুমি লও, আমরা দেখিয়া প্রফুল্ল হই। তোমার উপর নির্ভর করিয়া আমরা সকল ভাই ভগ্নী মিলে একটী বিশ্বাসীদিগের পরিবার হইব, এই আশা করিয়া তোমার পবিত্র চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাতেই পরিত্রাণ।

সোমবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক; ২রা মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমময় পরম পিতা, ভাই ভগ্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া তোমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জীবনের পরীক্ষায় দেখিতেছি যাহা কিছু পাইয়াছি প্রার্থনা দ্বারা। এই ভবসমুদ্র তেমন সমুদ্র নহে যে, তোমাকে ছাড়িয়া এক নিমেষও ইহার উপর দিয়া চলিতে পারি। সর্ব্বদাই যে আমাদের তোমার নাম সাধনের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা বারম্বার তোমাকে ছাড়িয়া কত দুর্দ্দশায় পড়িতেছি তাহা তুমি দেখিতেছ। এই দেখি প্রাণনাথ, তোমাকে বুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, আবার কোথায় চলিয়া যাও তোমাকে দেখিতে পাই না। এই তোমার সন্তানগণ আনন্দে বলেন এই যে আমাদের পিতা স্বর্গরাজ্য লইয়া আসিয়াছেন, আবার তাঁহারাই চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া হাহাকার করেন। তুমি আমাদের কিসে ভাল হয় সর্ব্বদা তাহাই চাও, কিন্তু আমরা অনেক সাধন করে যে একটু পুণ্য এবং প্রেম সঞ্চয় করি

তাহাও অহঙ্কার আসিয়া গ্রাস করে। তুমি জগৎকে দেখাইবে প্রার্থনা দ্বারা সকলই হয়, তোমার কাছে প্রার্থনা করে শত শত দুঃখী ধনী, এবং পাপী পবিত্র হইল। ইচ্ছা হয় প্রাণের সহিত তোমাকে ডাকি, কিন্তু তেমন করে যদি তোমাকে ডাকিতে পারিতাম তবে কি আর আমাদের দুঃখ থাকিত? প্রার্থনা শুনিবার সময় তোমার মুখ যেমন সুন্দর ভাব ধারণ করে তাহা দেখিলে জগতে এমন কেহই নাই যে বিমোহিত না হয়! নূতন নূতন রত্ন লইয়া তুমি স্বর্গ হইতে আমাদের ঘরে আসিতেছ। এখনই যে আমাদিগকে বলিতেছ "সন্তানগণ! তোমাদের আর দুঃখ কি? তোমাদের জন্য আশ্রম করিয়া দিয়াছি, কত সামগ্রী আনিয়া দিয়াছি।" আমরা যদি একটু কষ্ট করিয়া তোমার সেই সামগ্রী গ্রহণ না করি তুমি কি করিবে। বড় দুঃখ হয়, যাহাদের জন্য তুমি এত করিতেছ তাহারা তোমাকে বুঝিল না। কবে ভিখারী হয়ে তোমার প্রেম ধামে যাব? বড় লোক হয়ে, অহঙ্কারী হয়ে যে তোমাকে পাওয়া যায় না। হে ঈশ্বর, তোমার চরণ ধরে এই মিনতি করি, বলে দাও প্রার্থনাতেই জীবের পরিত্রাণ। ক্রমাগত তোমাকে ডাকিব, তোমাকে ডাকিলেই কাল যে দুঃখ দেখিয়াছিলাম আজ তাহা যাইবে, এবং আজ যে দুঃখ দেখিব কাল তাহা যাইবে। তোমার চরণ প্রার্থী করিয়া আমাদিগকে সুখী কর। তোমার কাছে যদি একান্ত মনে প্রার্থনা না করি তবে যে তোমার অঙ্গীকারে অবিশ্বাস করা হয়। এত অঙ্গীকার পালন করিলে, এখন কি তুমি সত্য ভঙ্গ কর—এই দোষে তোমাকে দোষী করিব? যাহাদের কাছে জীবন্তভাবে তুমি দেখা দিতেছ, কথা বলিতেছ তাহারা কিরূপে এই মত গ্রহণ করিবে? যখন ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে তোমার অগ্নি জ্বলিতেছে, মধু পড়িতেছে, সমীরণ

বহিতেছে, ইহাই বাঁচিবার বিশেষ সময়। এই সময়ে তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকিলে নিশ্চয়ই আমাদের সদ্গতি হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমের অভাব।

মঙ্গলবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক ; ৩রা মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে দীননাথ, তোমার প্রেমময় সহবাসে আসিয়া বসিলাম, প্রেম ভিক্ষা চাই। প্রেমের কাঙ্গাল, প্রেমের ভিখারী হইয়া বারবার সবান্ধবে তোমার কাছে আসিতেছি। প্রেমের অভাব বড় গভীর অভাব, ত্বরায় দয়া করিয়া তুমি আমাদের এই অভাব মোচন কর। এখনও আমাদের মনের মধ্যে কুবুদ্ধি আছে, এখনও আমরা মনে করি বাহিরের সুখ দিয়া তোমার স্বর্গ রাজ্যের পরিবারকে বাঁধিব। পৃথিবীর অসার রজ্জু লইয়া কি আত্মাকে বাঁধা যায়? তবে কেন আমরা এমন ভ্রমান্ধ হইলাম, কেন আমাদের কুমতি হইল? কেন আমরা ঠিক ছোট বালক বালিকার মত তোমার কাছে আসি না? তোমার কাছে বসিলেই যে তোমার মুখ-চন্দ্রের সৌন্দর্য্য আসিয়া আমাদের কদাকার হৃদয়ের উপর পড়িবে। যখন তোমার প্রেম আমাদের হৃদয় বিগলিত করে, তখন দেখি সকলের প্রাণ এক হইয়াছে, কিরূপে হইল বুঝিতে পারি না। এই মাত্র কেবল জানি "দীননাথ, দীননাথ" বলিয়া সকল রসনা ডাকিয়া উঠিয়াছিল। অতএব আর অবিশ্বাসী হইয়া পৃথিবীর রজ্জু লইয়া তোমার ভক্ত মণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হইতে দিও না। যারা স্বর্গরাজ্যের যাত্রী তাহাদিগকে কি খাওয়া পরা কিম্বা দুটী টাকা দিয়া

ভুলাইতে পারে? রক্ষা কর পিতা, আমাদের দল ত বড় নহে, এই কয় জনকে কি তুমি প্রেমিক করিতে পার না? যে তোমার মুখ দেখিতে সর্ব্বদা অভিলাষ করে, সে যে তোমার ছেলে মেয়েদের দেখিতেও ভালবাসে। প্রেম শিক্ষা দাও, আর অন্য গুরুর কাছে প্রেম শিখিব না। আর সামান্য বস্তু দিয়া ভাই ভগ্নীদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা করিব না, কিন্তু সকলের কাণের কাছে তোমার মধুর দয়াল নাম রাখিব, রাখিবা মাত্র দেখিব যাহা করিবার তুমি করিয়াছ—তোমার নামে, স্বার্থ-পরতা, অহঙ্কার ইত্যাদি সমুদয় পাপ আশ্রম ছাড়িয়া গিয়াছে, তোমার পরিবার যথার্থ প্রেমের পরিবার হইয়াছে। নাথ, তুমি আমাদিগকে ভালবাসা শিখাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানের রাজ্য।

বুধবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক; ৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ;

হে দীনশরণ, সকলে করজোড়ে তোমার চারিদিকে বসিয়া তোমার কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি। সৌন্দর্য্য, প্রেম, পবিত্রতা, যাহা কিছু চাই সকলই তোমার কাছে। পিতা, তুমি ভিন্ন পৃথিবীর বাহিরের উপকরণ কি আমাদিগকে সুখী করিতে পারে? যে বিধান, যে রাজ্যে আনিয়া তুমি আমাদিগকে ফেলিয়াছ, এখন কি আর বাহিরের কোন বস্তুর উপর নির্ভর করিলে আমাদের শান্তি আছে? এখন যদি প্রাণেশ্বর বলিয়া তোমাকে প্রাণের মধ্যে ডাকিতে পারি তবেই বাঁচিলাম, তোমার অনুমতি বিনা চোরের মত যে অন্য পথ দিয়া তোমার প্রেম-ঘরে যাইব, তাহার উপায় নাই। সেই ঘরের

চাবি যে তুমি আপনি রাখিয়াছ। এখন দেখি যতই তোমাকে মাতা পিতা বলিয়া ডাকিতে পারি ততই সুখ হয়। এই সময়ে যদি সকলে মিলে তোমাকে ডাকিতে পারি তবে কি আর আমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা থাকিতে পারে? তোমার চরণ-পদ্ম যদি এক সময়ে এই আমরা দশ জন ভাই ভগ্নীর হৃদয়ে স্থাপিত হয়, তবে কি আর পরিবার হয় না? মনে হয় সকলে মিলিয়া যখন প্রণাম করি, সকলের প্রাণ এক স্থানে আসে না; শরীরতঃ এক ঘরে আছি, কিন্তু যখন তোমাকে প্রণাম করি তখন কেহ পর্ব্বতের উপর, কেহ সমুদ্রের উপর বসিয়া প্রণাম করি, সুতরাং বহু দূরে থাকি বলিয়া পরস্পরের মধ্যে একতা হয় না। এই জন্যই আমাদের মধ্যে অনেক পাহাড়, পর্ব্বত, এবং অনেক নদ নদী আছে। এক স্থানে বসিয়া এক পিতাকে যদি পিতা বলিয়া ডাকিতাম তবে কি আর আমাদের এই দুর্দ্দশা থাকিত? পিতা, আমরা এক ঘরে বাড়ী করে আছি, কিন্তু আমাদের মন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রহিয়াছে। তুমি ব্যস্ত রহিয়াছ আমাদিগকে এক করিবার জন্য। তোমার ইচ্ছা যদি সম্পন্ন করিবে, তবে এই কয় জনকে এক সময়ে তোমার কর। আমাদের পুরাতন মনুষ্য বিনাশ কর। এখনও অনেক কালের শত্রু সকল ভিতরে বসিয়া রহিয়াছে দেখিলে প্রাণ কম্পিত হয়। আর আমাদের মধ্যে শত্রুতা, অপ্রণয় সহ্য হয় না, শত্রু বলিয়া শত্রুতাকে দূর করিতে শিক্ষা দাও। হে, আমাদের বিধানের প্রিয় পরমেশ্বর, তোমার স্বর্গের কৌশল প্রকাশ করিয়া আমাদের সকলকে এক পরিবার করিয়া লও, আমরা পৃথিবীতে স্বর্গ কাহাকে বলে সম্ভোগ করিয়া সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশ্রমেও সেই অপমান ?

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক ;
৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু দয়ার আধার, তোমাকে পিতা জানিয়া আমরা সকলে আবার ভিখারীর ভাবে তোমার কাছে উপস্থিত হইলাম। প্রার্থনা করিয়া মনে পুণ্য শান্তি আনিব এই আশা করিয়া তোমার দ্বারে আসিয়াছি। যদি বাহিরের সমুদয় সুখের পথ রুদ্ধ হয়, সমুদয় উন্নতির ব্যাপার সাগরে ডুবিয়া যায়, তথাপি মনের আশা-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইতে দিব না, এই আমাদের আজকালের সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প যাহাতে রক্ষা করিতে পারি আমাদিগকে এরূপ বল দাও। বাহিরের সহস্র প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও অন্তরে তোমার অগ্নি জ্বলিবে। যেখানে স্বর্গরাজ্য আসে নাই, সেখানে স্বর্গরাজ্য আসিয়াছে, কখনও এরূপ মিথ্যা বলিয়া তোমার স্বর্গের পথে কণ্টক রোপণ করিব না। চিরদিন সরল সত্য বলিব। তুমি যাহা দেখাইবে তাহা দেখিব, তুমি যাহা বলিতে দিবে তাহাই বলিব। যে দিক দিয়া স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, সেই দিক দেখাইয়া দিও। যদি অন্তরে তুমি পবিত্র বিশ্বাস প্রেরণ কর, তবে কি অন্ধকার ভয় দেখাইতে পারে ? এই কঠোর পরীক্ষার সময় তুমি প্রাণের ভিতর থাকিয়া দিবা রাত্রি শান্তিসুধা বর্ষণ কর। তুমি যখন প্রসন্ন হও, তখন বাহিরের বিপদ কি করিতে পারে। যখন তোমার আজ্ঞাতে স্বর্গ আসিবে, তখন সহস্র লোক বাধা দিলেও কি তুমি মানিবে ? আমরা মনে করি আমরা পাঁচ জন মনে করিলেই অনায়াসে তোমাকে বিপদে ফেলিতে পারি, তোমার যে স্বর্গরাজ্য আসিতেছে,

ইচ্ছা করিলেই খড়্গ দ্বারা আমরা বিনাশ করিতে পারি। এমন দম্ভ, এমন অহঙ্কার যদি আমাদের মধ্যে থাকে, গুরু হইয়া তুমি আমাদিগকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত কর যে আর তোমার অবাধ্য হইব না। সহস্র বিপদ যন্ত্রণা আসে আসুক, পিঠ পাতিয়া সহ্য করিব। যত ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ, অপ্রণয় আসিতে পারে আসুক, অন্তরে তোমার স্বর্গ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব। শত্রুদিগের আক্রমণের মধ্যে তোমার মিত্রতা দেখিব। দেখিব তোমার স্নেহে ঘোর দুঃখের মধ্যে অল্পে অল্পে সুখের রাজ্য বিস্তৃত হই-তেছে। যদি এ কথা মিথ্যা হয় প্রাণ যাইবে, এ কথা যদি সত্য হয় বাঁচিব। পৃথিবী চিরদিন তোমাকে বাধা দিয়াছে, এবং পৃথিবীর লোকেরা চিরদিনই তোমাকে বিদায় করিয়া দিবে। আজকাল আশ্রমেও তুমি সেই অপমান সহ্য করিতেছ। দুঃখীদিগের হাতে সুখের রাজ্য আনিয়া দিলে, নিজে করুণার সাগর হইয়া তুমি আশ্রমে অবতীর্ণ হইয়াছ, ইহা পুস্তকে লেখা হইল। তুমি এই কয়টী পাপীকে স্বর্গে লইয়া যাইবে ইহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইল। তোমার বিধানে যাহা ঠিক হইল, তাহা ঠিক রহিল। তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই, বিশ্বাস করিতে দাও এই আশ্রম তোমার বাড়ী, এই লোকগুলি তোমার দাস দাসী। ইহাঁরা তোমার চিহ্নিত সন্তান। যদি এই বিশ্বাস দাও তবে আর আমাদের ভয় থাকিবে না। সহস্র ঢেউ মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু কিছুতেই মনের শান্তি যাইবে না। সমুদ্র-তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া যখন আমরা এই কয়টী ভাই ভগ্নী তোমার সুখে সুখী হইব তখন বলিব, "আনন্দময়, তোমার কথা ঠিক হইল।"

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমমুখের জ্যোৎস্না।

সায়ংকাল, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক ;
৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময়, তুমি যে ঘর উজ্জ্বল কর, সে ঘর অন্ধকার কে করিতে পারে? আমাদের ঘরে তুমি বসিয়া আছ, অন্ধকার ইহার ভিতরে কিরূপে আসিবে? অমঙ্গলের স্রোত বাহির দিয়া চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে ঘরে তুমি বসিয়া আছ, সেখানে কি অমঙ্গল আসিতে পারে? তোমার ঘরের মধ্যে এই কয় জন বিশ্বাসী হয়ে একত্র বাস করিব এই আশা করিয়াছি। তুমি দয়া করে, আমাদের হৃদয় এবং মুখ হইতে অবিশ্বাস শত্রুকে একেবারে দূর করিয়া দাও। আর যেন মনকে চঞ্চল করিয়া অবিশ্বাসের একটী কথাও বলিয়া না ফেলি। তোমার সুন্দর ঘরে থাকি, কেন আর নিজের অবিশ্বাস পাপে ইহাকে কলঙ্কিত করিব। দ্বিপ্রহরের সময় চারিদিকে মেঘ উঠিলেও সূর্য্যকিরণে আকাশ কেমন উজ্জ্বল হয়, তেমনই যদি বিপদ-মেঘ আসে, তোমার প্রেমমুখের জ্যোৎস্নাতে আমাদের বিপদগ্রস্ত মুখ আরও সুন্দর হইবে। তোমার জ্ঞান পাইয়া জ্ঞানী হইব, তোমার প্রেম পাইয়া প্রেমিক হইব, এই আশা করিয়া সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া ভক্তির সহিত তোমার সুন্দর পবিত্র চরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরীক্ষার অগ্নি।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক ;
৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর, সমক্ষে তুমি বসিয়া আছ। আমরা তোমার অবাধ্য দুরন্ত সন্তান তোমার চরণতলে পড়িয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি। যদিও তুমি উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া আছ গরিব দুঃখীদের কথা শুনিতে তুমি ভালবাস। সম্মুখে এই ভয়ানক বিপদ, সুবিস্তৃত মাঠ, কত দূর গেলে ইহার সীমা হইবে জানি না। আমরা অতি দুর্ব্বল সন্তান, একে পাপে জর্জ্জরিত, আবার আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম নাই। আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? দণ্ড দিবে বলিয়া, ঘোরতর পরীক্ষায় ফেলিবে বলিয়া কি আমাদিগকে ডাকিতেছ? ভবিষ্যতে অন্ধকার রহিয়াছে দেখিতে পাই না, কেবল তোমার মুখ পানে তাকাইয়া আছি। এই জানি সেই পরম বন্ধু যিনি খাওয়াইয়াছেন তিনিই বিপদে ফেলিয়াছেন। প্রেমময়, গরিব দুঃখীদিগকে ঘোরতর পরীক্ষার অগ্নিতে ফেলিবে ফেল, কিন্তু শেষে যেন নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইতে পারি। যে অগ্নি সমক্ষে জ্বলিতেছে, তাহার কাছে পলকের মধ্যে শরীর মন ভস্ম হইয়া যায়। অগ্নি দেখিয়া বড় ভয় হয়, কিন্তু নাথ, তুমি যদি লইয়া যাইবে লইয়া যাও। হে প্রেমসিন্ধু, কেন আমরা তোমার প্রতি এত দুর্ব্ব্যবহার করিলাম? তোমার কৃপায় প্রেম-জ্যোৎস্না প্রকাশ হইতেছিল, কেন নিজের অন্ধকারে তাহা আচ্ছন্ন করিলাম? তোমার সুন্দর ঘরে কেন শত্রুদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। শুভক্ষণ কবে আসিবে, কবে দেখিব তোমার কার্য্য তুমি করিয়াছ। দেখ যেন অনু-

তাপ করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাই। দণ্ড দিতে চাও, দণ্ড দাও, মারিতে চাও মার, তোমার হাতে নব জীবন পাইব। বিলম্ব যেন না হয়, যেন তোমার সন্তানদিগের মন শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয়। ক্ষুদ্র কীটেরা কিরূপে অধিক কাল এমন ভয়ানক পরীক্ষা সহ্য করিবে? শীঘ্র যেন পরীক্ষা শেষ হয়। ভাই ভগ্নী সকলকে লইয়া যেন শীঘ্র পরীক্ষা হইতে উদ্ধার হই। তোমার নাম করিলে প্রবল শত্রু সকল পলায়ন করিবে। বিপদভঞ্জন, করুণাসিন্ধু, দয়াল বলিয়া ডাকিলে—তুমি যে মন্ত্র শিখাইয়াছ, সেই মন্ত্র সাধন করিলে—শত্রুর সাধ্য কি আর আমাদের মধ্যে থাকে? এই অন্ধকার, তরঙ্গ, রোগ, শোক থাকিবে না। এস দয়াল, তোমাকে লইয়া সেই অগ্নির ভিতরে প্রবেশ করি, কেবল এই কথা বলিয়া নিশ্চয়ই বাঁচিব। যে লোক পরীক্ষা বহন করিতে পারিবে না, তাহাকে পরীক্ষার ভিতরে যাইতে দিও না। আশা দাও, নিশ্চয়রূপে কথা কহিয়া বলিয়া দাও, "সন্তান তুমি পরীক্ষা হইতে বাঁচিবে"। আমাদের পরিত্রাণ হইবে, এই শুভ সমাচার শুনিয়া। ঘোর বিপদের মধ্যে দীননাথ, দীননাথ বলিয়া তোমাকে ডাকি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নামের গুণে তরে যাব।

সায়ংকাল, শনিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক;
৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় কৃপাসিন্ধু, তোমার শ্রীচরণ প্রার্থী হইয়া এই বিপদ কালে তোমাকে সবান্ধবে ডাকিতেছি। চিরকালই তুমি গরিব দুঃখী-

দিগকে বাঁচাইয়াছ এবারও আমাদিগকে বাঁচাইবে। যদিও পরীক্ষা কঠোর, তোমার প্রসাদবলে এবারও বাঁচিব। তোমার চরণ দেখিলে আর কি ভবসিন্ধুর তরঙ্গ ভয় দেখাইতে পারে? যদিও শাস্তি দিতেছ, তুমি যে পিতা হয়ে শাস্তি দিতেছ। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক! এবার সকল শত্রুকে বিশ্বাস প্রেমের অস্ত্রে দূর করিয়া দিব। যে সকল শত্রু আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিয়াছে, তোমার নামে সমুদয় দূর হইবে। আর অহঙ্কার, স্বার্থপরতা প্রভৃতি রিপুদিগকে এই পবিত্র বাড়ীতে আসিতে দিব না। কেবল একটী সামগ্রী—তোমার ঐ অভয় চরণ বুকে বাঁধিয়া সব ঢেউ অতিক্রম করিব। এই লও আমাদের দুরন্ত অবাধ্য মস্তক, ঐ চরণতলে দোষ স্বীকার করিব। পরীক্ষার আগুনে অন্তর বাহির জ্বলিবে, কিন্তু তাহার ভিতরে শান্তিজল লইয়া উঠিব। তোমার দাস দাসী কাহাকে বলে, এবার বুঝিব। তোমার নামে নিশ্চয়ই বাঁচিব, এই আশা, এই বিশ্বাস করিয়া, তোমার পবিত্র চরণতলে বিনীতভাবে ভক্তির সহিত সমুদয় ভাই ভগ্নী মিলিয়া বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশেষ বিধানে বিশ্বাস।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৬শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক;
৯ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, গরিব দুঃখী কাঙ্গালদের দেবতা, প্রেম-সিংহাসনে সুন্দররূপে বসিয়া আছ, তোমার প্রেমের উপর নির্ভর

করিয়া আসিয়াছি। এত যাহাদের জন্য করিতেছ, আরও তাহাদের জন্য কত করিবে। আমাদের কথা শুন, তুমি আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলে আমাদের সকল কষ্ট যাইবে। আমাদের মঙ্গলের জন্য তুমি না কি বিশেষ বিধান করিয়াছ? নিজে না কি কাছে থাকিয়া যাহার যাহা অভাব তাহা স্বহস্তে মোচন করিতেছ? যদি তুমি দূরে থাকিতে, মৌনী হইয়া কেবল গুরু নাম ধারণ করিয়া থাকিতে, তাহা হইলে উপায় নাই বলিয়া নিরাশ হইতাম। কিন্তু এখন তুমি প্রত্যক্ষ জাগ্রৎ গুরু হইয়া আসিয়াছ। আর কেন আমরা এই কথা মুখে আনির —কোন্ পথে গেলে প্রেমোদয় হইবে? কি করিলে যথার্থ আশ্রম হইবে? কোন্ শত্রু বিনাশ করিলে তোমার হইব? যখন তুমি গুরু হইয়া—যে যাহা জিজ্ঞাসা করিবে তাহার উত্তর দিবে—অঙ্গীকার করিয়াছ, তখন কেন তোমার উপর বিশ্বাস করিব না। যখন তুমি উপদেশ দিতে আসিয়াছ তখন কি অন্য ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চেষ্টা করিব? শিষ্য বলে যদি দয়া করে চরণতলে স্থান দিয়াছ তবে তোমার বিশেষ বিধানে আর অবিশ্বাস করিতে দিও না। যাহারা তোমার বিধান মানে না তাহারা যে ভিন্ন দেশের লোক। তাহারা কেন এই বিধানে বাহ্যিক ভাবে কপট যোগ দিতেছে? বিশ্বাসী ভিন্ন এখানে ত আর কাহারও থাকিবার স্থান নাই। তুমি যত্ন করে নিজ হস্তে পূর্ণ বিশ্বাসী-দিগের জন্য এই ঘর প্রস্তুত করিতেছ। কি বলিব, ঈশ্বর, তুমি যাহা-দিগকে ডাকিয়া আনিলে তাহারা তোমার হইল না। পরিত্রাণ রাজ্য যে অনেক দূর যদি তোমাকে বিধাতা বলিয়া না মানিলাম। ঈশ্বর, তুমি আমাদের জন্য যে সকল বিধান করিতেছ এ সকল কি সত্য নহে, এ সকল কি আমাদের শাস্ত্র নহে? এই যে তুমি গুরু হইয়া কাছে

আসিয়াছ। তবে একেবারে বলি আমরা তোমারই। আমরা যে কেবল তোমার দুটী একটী কথা মানিব তাহা নহে, কিন্তু আমরা তোমার শাস্ত্রের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক কথা বিশ্বাস করিব। তুমি যাঁহাদিগকে আনিয়া দিয়াছ ইহাঁদের একটীকেও পর বলিয়া বিদায় করিয়া দিব না। বিধাতা পরমেশ্বর, তোমার কাছে বসে তোমার বিধান বিশ্বাস করি। বিশ্বাসী পুত্র, বিশ্বাসী কন্যা বলে তুমি আমাদিগকে ডাক। একবার দেখি তুমি আমাদিগকে ডাকিয়াছ কি না। যার নাম তোমার পুস্তকে বিশ্বাসী বলিয়া লেখা নাই, তাহার কত দুর্দ্দশা। পিতা, তুমি আমাদিগকে বিশ্বাসী সন্তান বলে একবার সম্বোধন কর তাহা হইলে আমরা বাঁচিব, নতুবা আমরা মরিব। তোমার শ্রীমুখের মধুর ভাষায় একবার আমাদিগকে বিশ্বাসী সন্তান বলে ডাক। পিতা, আশীর্ব্বাদ কর, ভাঙ্গা মন যেন সকলের এক হয়, নতুবা এই পরীক্ষায় আর বাঁচিবার উপায় নাই। বিশ্বাসীদিগের মধ্যে একটু স্থান দাও, তাহা হইলেই বাঁচিব। তোমার কৃপাগুণে বাঁচিব এই আশা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুখের ঘর।

সায়ংকাল, সোমবার, ২৬শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক;
৯ই মার্চ্চ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময়, গরিব দুঃখীরা কত ভিক্ষা করে; কিন্তু তুমি যখন ভিক্ষা দিতে চাও, তখন আমরা চলিয়া যাই। অবিশ্বাস যে ভয়ানক রোগ, তাই বিনীত হৃদয়ে তোমাকে ডাকিতেছি। যদি এঘরে কেবল

তোমার বিশ্বাসীদিগকে স্থান দিবে, তবে দয়া করে এই কর, একটী ভাই, কিম্বা একটী ভগ্নীও যেন তোমার ঘরের বাহিরে না থাকেন। সুখের ঘর যদি প্রস্তুত করিলে, বিশ্বাসের দ্বার দিয়া সকলকে প্রবেশ করিতে দাও। দেশ বিদেশে যাঁহারা আছেন সকলেই তোমার ঘরে আসিলেন কি না তুমি নিজে তাহার তত্ত্ব লও। একটী ভাই একটী ভগ্নীও যদি বাহিরে থাকেন আমাদের দুঃখ হইবে। যাঁহাদিগকে তুমি আনিয়া দিয়াছ তাঁহাদের প্রতি মায়া, মমতা হইয়াছে, কেমন করে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দি? প্রেমময়, সকলেই যেন তোমার ঘর খানিতে স্থান পাই এই গতি করে দাও। সকলে তোমার ঘরে প্রবেশ করিয়া জন্মের মত সুখী হউক। তুমি অত্যন্ত স্নেহময়, তোমার প্রেমের কথা কি বলিব? তোমার চরণ হতভাগ্যদের মস্তকে স্থাপন কর, ঐ চরণ বুকে বাঁধিয়া একটী বিশ্বাসীদিগের পরিবার হইব। পাপ, কলহ, বিবাদ দূর হইবে, এই বিশ্বাস, এই আশা করিয়া ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া ভক্তির সহিত বারবার তোমার চরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমাদের গুরুতর দায়িত্ব।

মঙ্গলবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক; ১০ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময়, চিরকালের পিতা, তোমার সন্নিধানে এ সকল পাপী সন্তানেরা আসিয়া বসিল। যাহাদিগকে কৃপা করিয়া পরিত্রাণের জন্য এই আশ্রমে আনিয়াছ ইহাঁদের মঙ্গলের ভার তোমার উপরে। আমাদের হৃদয়ের অবস্থা দেখ, আমরা যদি তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন করি

তাহা হইলে আমাদের দুঃখ বিপদ চলিয়া যায়। তুমি দয়া করিয়া এমন বিধান কর আর যেন তোমার অবাধ্য না হই। আমরা কি জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছি তাহা ত সর্ব্বদা মনে থাকে না। করুণাময়, তুমি আমাদের মস্তকে গুরুভার দিয়া পাঠাইয়াছ, আমরা কিরূপে দুই পাঁচটী সামান্য ব্রত পালন করিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইব? আমাদের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব কি অল্প যে, আমরা দুই চারটী কার্য্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি? পৃথিবীর মধ্যে এই আশ্রমকে পবিত্রতা ও প্রেমের আদর্শ করিবার জন্য, আমাদের মস্তকে তুমি উচ্চভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছ। এত বড় ভার লইয়া, পিতা, তুমি দেখিতেছ, আমরা কিরূপে আমাদের সময় এবং বুদ্ধি বল নিয়োগ করিতেছি। পরস্পরের প্রতি আমরা যেরূপ ব্যবহার করিতেছি, তাহা দেখিয়া ভয় হয়। মানুষ বাসা করিয়া যেমন সদ্ভাবে থাকে তুমি কি আমাদের কাছে সেইরূপ ভাব প্রত্যাশা কর? আমাদের উপর যে তুমি গুরুভার দিয়াছ। আমরা যেরূপ কার্য্য করিব এবং পরস্পরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিব তাহার উপর যে পৃথিবীর কল্যাণ এবং পরিত্রাণ নির্ভর করে। যদি আমরা জগতের পরিত্রাণ-পথে কণ্টক হইলাম তবে আমাদের মুখে লজ্জা ও অপমান মাখাইয়া আমাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দাও। হে নাথ, আমাদের দ্বারা যদি তোমার ইচ্ছা অসম্পন্ন থাকে তাহা হইলে যে চিরকাল এই আশ্রমের কলঙ্ক থাকিবে। ভবিষ্যতে ইতিহাসে ইহা পড়িয়া লোকের মনে দুঃখ ও নিরাশা হইবে। পিতঃ, সামান্য কার্য্যভার তুমি আমাদের উপর রাখ নাই। ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, হয় চলিয়া যাইতে হইবে, নতুবা এই আশ্রমকে পৃথিবীর আদর্শ করিতে হইবে। নাথ, একটী

দিন যেন অবহেলা না করি। আমাদের প্রতি জনের হস্তে তুমি এত বড় ভার দিয়াছ, দাস দাসীদিগকে বল দাও। এই আশ্রমের ছবিখানি যেন দিন দিন সুন্দর হয়। যদি এই বিশ্বাস লইয়া মরিতে পারি যে আমাদের দ্বারা পৃথিবীর মুক্তির জন্য একটী ব্যাপার হইয়া রহিল, আমাদের আনন্দের সীমা থাকিবে না। তাহা হইলে আমরাও বাঁচিব, পৃথিবীও বাঁচিবে। দীননাথ, আর সকল কাজ হইতে আমাদিগকে অবসর দাও, কেবল কিসে এই পবিত্র আশ্রম যথার্থরূপে পৃথিবীর মধ্যে পবিত্র প্রেমের আদর্শ পরিবার হয় সকলে তাহার জন্য যত্নবান হই। পিতা, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর, আর কপটতা, শঠতা, কলহ, বিষয় লোভ, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার এ বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না। বিশ্বাসে পঙ্গুতে গিরি লঙ্ঘন করে, অন্ধ দেখিতে পায়, আমরা বিশ্বাসী হইলে কি তোমার আশ্রম করিতে পারি না? যে বলে আমি পারি না সে অবিশ্বাসী, যে বলে আমি পারি সে বিশ্বাসী। এস দেব, সহায় হও। ইতিহাসে যাহা কখনও হয় নাই, তাহা কিরূপে হইবে, মানুষের এই কথা আর শুনিব না। এই কয়টী সন্তানকে তোমার কাজ বিভাগ করিয়া দাও। তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে, আমরা মুক্তি পাইব, এবং জগতের পরিত্রাণ পথ প্রসারিত হইবে। আমরা দুর্ব্বল তাহা তুমি জান, একে আমরা মানুষ হয়ে মানুষের কর্ত্তব্য করিতে অক্ষম, আবার আশ্রম-বাসী হইয়া, পরস্পরের প্রতি কিরূপে গুরুতর কর্ত্তব্য সকল পালন করিব তাহা বলিয়া দাও। যদি আমাদের দ্বারা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ না হইবে, তবে কেন তুমি আমাদিগকে স্বীকার করিয়া চিহ্নিত করিলে? বিশ্বাসী বিনয়ী হয়ে যেন তোমার কার্য্য সাধন করি। তোমার প্রেমে মানুষ হইলাম; কিন্তু যে জন্য মানুষ হইলাম—স্বর্গরাজ্যের বাড়ী যাহাতে

এখানে প্রস্তুত হয়, সে বিষয়ে তুমি সাহায্য কর। কিরূপে এ কার্য্য হইবে কিছু জানি না। পিতা, এই জানি যে বিশ্বাস হইলেই মানুষের গতি হয়। দিন দিন পরস্পরের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়া আশ্রমকে কদর্য্য করিয়াছি। তোমার প্রত্যাদেশ প্রেরণ কর। জগতের পরিত্রাণের জন্য কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার ইচ্ছা সাধন করি। তোমার সেবার উপর যদি অন্ন নির্ভর করে, তবে কাছে এস প্রভু, ঐ চরণতলে চির-কাল দাস দাসী হইয়া থাকি। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন—এবার এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, তোমার সেবা করিয়া, আমরা সুখী হইব। তুমি নিজে আমাদের মধ্যে কুশল শান্তি বিস্তার করিবে এই আশা করিয়া ভাই ভগ্নী মিলে ভক্তির সহিত বারবার তোমার চরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসনায় সুখ।

বুধবার, ২৮শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক; ১১ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে করুণাসিন্ধু, তোমার কাছে আসিয়াছি প্রার্থনা করিবার জন্য। যদি যথার্থই তোমার নিকটে আসিয়াছি তবে আমাদের হৃদয়ে সুখ শান্তি হইবার কত সম্ভাবনা। আমাদের শত সহস্র দুঃখ পাপ আছে, কিন্তু তোমার কাছে বসি ইহাও সত্য, এবং তোমার কাছে বসিলে কি অন্তরে শোক দুঃখ থাকে? সহস্র দয়ার চন্দ্র যাঁহার মুখে তাঁহার কাছে বসিয়া আছি, ইহা বিশ্বাস করিলে কি আর অন্তরে দুঃখ থাকে? তুমি মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছ সুখী করিবার জন্য, তুমি আশ্রম করিয়াছ তাহাকে আরও সুখী করিবার জন্য। তুমি যে আশ্চর্য্য

সুখ শান্তি দাও ইহা ত স্বপ্ন, কল্পনা নহে, তবে দুঃখী হইবার কারণ কি? সুখ যে দিবে তাহা ত ভবিষ্যতের বিষয় নহে, প্রতি দিন দুটী বেলা উপাসনার সময় গোপনে তুমি যেরূপে সন্তানদিগকে কৃতার্থ কর, অযাচিতরূপে যত সুখ দাও, সে সকল অস্বীকার করিবার যে আমাদের ক্ষমতা নাই। পাতকীদের কাছে তুমি প্রিয় হইলে, না জানি সাধু-দিগের কাছে তুমি কত প্রিয়। যদি পাপীদিগকে এতই ভালবাসিলে তবে একটু যে জঞ্জাল আমাদের ভিতরে রহিয়াছে, কেন তাহা ফেলিয়া দিতে পারি না? যদি তোমার ঘরে থাকিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, যদি এই কয়টী পাপীর জন্য এত আয়োজন করিতেছ, যদি উপা-সনা ঘরে আনিয়া আমাদের মুখ এমন সুন্দর করিয়া দাও, এবং হৃদয়কে পবিত্র বসনে আচ্ছাদিত কর, তবে আর কেন আমরা সংসারে ফিরিয়া গিয়া মুখকে বিশ্রী এবং হৃদয়কে কলঙ্কিত করিব? এখানে অত্যন্ত পাতকী যে তাহারও সুখ পাইবার ব্যাঘাত হয় না। প্রাণ ব্যাকুল হয় সেই অবস্থার জন্য—যখন চিরকাল তোমার মুখের পানে তাকাইয়া আমরা মোহিত হইয়া থাকিব। দেব, কৃপা করে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন চিরকাল তোমার এই উপাসনা ঘরে থাকিয়া সুখ সম্ভোগ করি। এই ঘরের বায়ু এবং আলোক যেন সমস্ত দিন যেখানে থাকি সেখানেই সম্ভোগ করি। যদি পৃথিবীর এই একটু স্থানকে তুমি পবিত্র কর তবে আমাদের জীবনে যেন সমস্ত দিন উপাসনার ভাব থাকে। এই ঘরের মধ্যে যেমন পরস্পরের মধ্যে মিলনের শোভা দেখি, সমস্ত দিন যেন এই ভাব হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখি। সুখ দিবে বলিয়া স্বর্গ হইতে যত্ন করে তুমি আসিলে, তোমার হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করি। তোমার সেই পবিত্র প্রেমের আধার শ্রীচরণ, আমাদের দুঃখী মস্তকের উপর স্থাপন

কর। তাহা হইলে সম্পদে বিপদে, সকল সময়ে, আমাদের হৃদয়ে সুখের পদ্ম প্রস্ফুটিত থাকিবে; এবং তোমার মুখের সৌন্দর্য্য আমাদের মুখে প্রতিভাত থাকিবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসনা সকল রোগের ঔষধ।

বৃহস্পতিবার, ২৯শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক; ১২ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াবান্ ঈশ্বর, আমাদের প্রতি জনের পিতা, আমাদের সকলের পিতা, তোমার কাছে করজোড়ে ভিক্ষা করিতেছি, অদ্যকার অন্ন বিধান কর, অদ্যকার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর কর। সংসারের ঘোর দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, একদিন তুমি অন্ন না দিলে বাঁচি না। তুমি অন্তর্যামী, আমাদের হইতেও আমাদের অন্তরের অবস্থা তুমি ভাল বুঝ। একদিন যদি তোমাকে ভাল করিয়া না দেখি তবে কি আমরা সুখে থাকিতে পারি? একদিন যদি আহার না পাই শরীর শুষ্ক হইয়া যায়। পূর্ব্বে অনেক খাইয়াছি বলিয়া কি অদ্যকার ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলিতে পারি? তেমনই যদি একদিন তোমার কাছে ক্ষুধার অন্ন, এবং পিপাসার জল না পায়, আত্মাও চারিদিক অন্ধকার দেখে এবং সকলই অসুখের কারণ হয়। যে মন পূর্ব্বে তোমাকে অনেকবার দেখিয়াছে, কিন্তু আজ তোমাকে দেখিতে পায় না, সে মন কাঁদিবেই কাঁদিবে। সে জন্য তোমার কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আর একদিনের জন্যেও আমাদের কাহাকেও তোমার দর্শনে বঞ্চিত করিও না। শুষ্ক দেখা চাই না, যে দেখাতে

তৃপ্তি হয় না তাহা চাই না, যে ভাবে তোমাকে দেখিলেই অন্তরে প্রেমোদয় হয় সে ভাবে তোমাকে দেখিতে চাই। ইহা ভিন্ন তোমার কোন সন্তান বাঁচিবে না। তোমাকে দেখিয়া অনেক দিন সুখ পাইয়াছি বলিয়া যদি একদিন তোমার মুখ না দেখি সে দুঃখ কি সহ্য হয়? পিতা, ভাল খাওয়াইয়াছ, প্রতিদিন ভাল খাওয়াইবে, এই গরিব দুঃখীদের আশা। তোমার উপাসনায় সুখ পাইয়াছি, এবং সেই সুখের লোভ হইয়াছে। তোমার সেই যে সুন্দর গম্ভীর সত্তা—যাহা উপাসনার সময় দেখাও প্রতিদিন তাহা আনিতে হইবে। প্রতিদিন ভাই ভগ্নী মিলে তোমার ঐ আবির্ভাব মধ্যে না বসিলে আমাদের গতি নাই। অন্য দুঃখ, অন্য কষ্ট দাও তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই; কিন্তু যদি একদিন উপাসনা করিতে না পারি সে কষ্ট সহ্য হইবে না। সকল দুঃখ সহ্য হয়, কিন্তু তোমার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। প্রাণনাথ, যখনই তোমাকে দয়াল প্রভু বলিয়া ডাকিব, তখনই যেন তোমার মুখ দেখিয়া প্রাণ শীতল হয় এই আশীর্ব্বাদ কর। চিরকাল এই সুখ চাই। যদি মানে মানী করিবে, ধনে ধনী করিবে, তবে এই মান, এই ধন দিও —যেন প্রতিদিন তোমার মুখের সৌন্দর্য্য এই পাপীর হৃদয়ে, এবং এই পাপ মুখে প্রতিভাত হয়। আর কি দিবে? অনেক ধন যে তুমি দিয়াছ। এসেছ যদি গরিবদের ঘরে, ভার যদি লইয়াছ এই আশ্রমের, নাথ, তবে যেন প্রতিদিন ভাল করে তোমাকে দেখিতে পাই, এবং ভাল করে তোমার উপাসনা করিতে পারি। পিতা, তোমাকে যে দেখে, তোমার প্রেমে যাহার প্রাণ মোহিত হয়, তাহার কি আর দুঃখ আছে? দেখিলাম পিতা, পাপ রোগের আর কোন ঔষধ নাই, কেবল উপাসনাই সকল রোগের ঔষধ। সব রোগ দূর হয়, সকল পাপ চলিয়া

যায় যদি তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে পারি। তোমাকে ডাকা, তোমাকে দেখা, তোমার কথা শুনা কি কম সুখের ব্যাপার? আবার ভাই ভগ্নী মিলিয়া এই আশ্রমে বসিয়া তোমার দীননাথ নাম করা কি কম সুখের ব্যাপার? সকল জঞ্জাল মিটিয়া যায়, যদি তোমার উপাসনা মধুময় হয়। এস দীননাথ, তোমার সুখের শান্তিমাখা শ্রীচরণ এই অধম অবিশ্বাসীদিগের মস্তকে স্থাপন কর। ভাল মনে ভক্তির সহিত তোমার ঐ চরণ বুকে বাঁধিয়া লোককে এ কথা শুনাব—এই চরণ আমাদের একমাত্র সুখের কারণ। আমরা উপাসনা করে, কত সুখী হই, এই লোভ দেখাইয়া পৃথিবীর সকলকে আকর্ষণ করিয়া এই ঘরে আনিব, এই আশা করিয়া ভাই ভগ্নী সকলে মিলে তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অগ্নি-সংস্কার।

শুক্রবার, ১লা চৈত্র, ১৭৯৫ শক; ১৩ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময়, হে দয়াসিন্ধু, পরিত্রাণ করিবার জন্য যখন তুমি নিজে নিকটে আসিয়াছ, তখন "তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর" ইহা আর বলিবার প্রয়োজন কি? আমাদের দুঃখ দূর করিবে বলিয়া নিজে স্বর্গ হইতে আসিয়াছ। নিজে দেখিতেছ আমাদের কি দুর্দ্দশা। তুমি জান তোমার সহায়তা ভিন্ন নিশ্চয়ই পাপীরা মরিবে। করুণাসিন্ধু, যখন তুমি নিজে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছ, তখন তোমার করুণা উদ্দীপন করিব এই জন্য কি কাঁদিব? আমাদিগকে বাঁচাইবে বলিয়া

নিজে আগে থেকে বিধান প্রস্তুত করিয়াছ। আগে থেকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আমাদিগকে আনিয়া, তোমার কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতেছিলে। এখন আমাদের পরিত্রাণের জন্য গোপনে বসিয়া কত কার্য্য করিতেছ, যেখানে আমাদের চক্ষু কর্ণ যায় না। গোপনে তুমি আমাদের জন্য কি করিতেছ অল্প বিশ্বাসীরা তাহা দেখিতে পায় না। লোকে কেবল বাহিরের ভাব দেখিয়া আশান্বিত এবং আহ্লাদিত হয়; দয়াময়, আমরা যেন আর বাহিরের চাক্‌চিক্যে ভুলিয়া না যাই। ভিতরে যদি অবিশ্বাস, অপ্রণয়ের গরল থাকে, তাহা যেন আর ঢাকিয়া না রাখি। অনেক মহাপাপের বীজ আমাদের হৃদয়ে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তুমি গোপনে জীবনের মূলে বসিয়া, যদি সেগুলি একেবারে ধৌত করিয়া দাও তবেই বাঁচিব। আর আমাদিগকে বাহিরের পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করিতে দিও না। একদিন বাহিরের অন্ধকার দেখিলেই আমাদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়। যদি ভিতরে প্রাণ ভাল করিয়া দাও, আর আমাদের ভয় থাকিবে না। বাহিরের বিশ্বাস, বাহিরের ভালবাসাতে, আমরা আর বাঁচিতে পারি না; কেন না যে দিন প্রবল বাত্যা আসিবে, তখন বাহিরের প্রেমের ঘর, বাহিরের পুণ্যের ঘর চূর্ণ হইবে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশা ভরসাও চলিয়া যাইবে। পিতা, তাই ডাকিতেছি, ভিতরে আসিয়া বস, তোমার সাহায্যে ভিতরের পাপ সকল তুলিয়া ফেলি। সেই গভীর স্থান হইতে অহঙ্কার স্বার্থের কণ্টকগুলি তুলিয়া ফেলি, তাহা হইলে নিরাপদে তোমার সন্তানদিগের সেবা করিতে পারিব। যত দিন ভিতর ভাল হয় নাই, যত দিন ভিতরে কুটিলতা অশান্তি রহিয়াছে, তত দিন যেন সুখ আছে, সুখ আছে, শান্তি শান্তি না বলি। তুমি সেই অগ্নি লইয়া ভিতরে

এস—যাহা সমুদয় পাপ দগ্ধ করে। তুমি অগ্নি দিয়া আমাদের হৃদয় সংস্কার কর, চরিত্র সংস্কার কর। বহুকাল হৃদয়ের পাপ কলঙ্কে ভুগিতেছি। দেব, তুমি এস প্রাণকে পবিত্র কর। সব ভাই ভগ্নী তোমার অগ্নি-সংস্কারে সংশোধিত এবং নূতন হইয়া সকলকে পরিত্রাণের সংবাদ দিয়া আনন্দিত হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরিবর্ত্তনের মধ্যে আশা।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ২রা চৈত্র, ১৭৯৫ শক ;
১৪ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু, তোমার গরিব দুঃখী সন্তানেরা আবার তোমার শ্রীচরণতলে বসিয়া তোমাকে ডাকিতেছে। তোমার চরণের শোভা চিরকালই আছে, আবার যখন দুঃখীরা ঐ চরণতলে বসে, তাহার সৌন্দর্য্য আরও উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হয়। কাঙ্গালশরণ, যখন কাঙ্গালদের মধ্যে আসিয়া তুমি বস তখন তোমার এই নামের প্রকৃত গৌরব, এবং স্বর্গীয় মহিমা আমরা বুঝিতে পারি। কাঙ্গালদের দুর্গতি তুমি দেখিতেছ। আমরা এক বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে না হইতে আর এক বিপদে পড়িতেছি ; এক শোকের হস্ত হইতে বাহির হইতে না হইতে আর এক শোকের হস্তে পড়িতেছি ; এক শত্রুকে বিনাশ করিতে না করিতে আর এক শত্রু আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। এইরূপে আমাদের জীবনে পরিবর্ত্তনের স্রোত বরাবর চলিয়া আসিতেছে। জগদীশ, অন্তর্যামী হইয়া তুমি সকলই দেখিতেছ।

এই সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে বিশ্বাসীদের কাছে আশার কথা বল। তোমার মুখে আশার কথা না শুনিলে, তোমার সন্তানেরা তবে আর আশা ভরসা কোথায়—এই বলিয়া বিশ্বাস রাজ্য ছাড়িয়া যাইবে। যাহারা তোমার বিশ্বাসী সন্তান, যাহারা যথার্থই তোমার পবিত্র আশ্রমে স্থান পাইয়াছে, তাহারা যে এ সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে অনেক আশা পাইতেছে। তাহারা যে কেবল এই দেখে—এত অন্ধকারের পরে কিরূপে আলোক আসিল, এত কঠোর শুষ্কতার পরে কোথা হইতে এত শান্তি জল আসিল। যখন জীবনের ধর্ম্মগ্রন্থ তোমার বিধান জানিয়া পড়ি, একবারও দেখি না যে তুমি আমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া চলিয়া গেলে। যতবার তোমাকে অবিশ্বাস করিয়া দূর করিয়া দিয়াছি, ততবার তুমি আরও কাছে আসিয়া সন্তান-বাৎসল্য দেখাইয়াছ। দীননাথ, দেখিলাম তোমার যত্নে সকলেই বাঁচিল, কেহই মরিল না। পিতা, যাহাতে সকলের প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, এখন এই আশীর্ব্বাদ কর। আশার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, আশা করিয়া তোমার প্রেমধামে চলিয়া যাইব, এই আশা বৃদ্ধি কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশা।

সায়ংকাল, শনিবার, ২রা চৈত্র, ১৭৯৫ শক ;

১৪ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে করুণাসিন্ধু, দীন হীন বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে আশা দাও। পরীক্ষায় আন, আর বিপদেই ফেল, দেখ নাথ, যেন আমাদের আশাকে কেহ

বিনাশ করিতে না পারে। শেষ দিন পর্য্যন্ত আশায় বুক বাঁধিয়া সকল বিপদ সহ্য করিব। যদি আশা কাড়িয়া লও, তবে আমরা মরিলাম। আশা দাও নাথ, মরিলেও বাঁচিব। যে আশা করে এত দিন তোমার চরণতলে পড়ে আছি, দয়াময়, সেই আশা পূর্ণ কর। পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আসিবে, নর নারীদিগের মধ্যে আর মন্দ ভাব থাকিবে না, সকলের মধ্যে প্রেমরাজ্য আসিবে, এই আশার সহিত আমরা সকলে প্রতিদিন তোমার রাজ্যে চলিতে পারি, আমাদের প্রতিজনের অন্তরে এমন আশা বিধান কর। আশা-রাজ্যের রাজা তুমি, তোমার ঐ চরণতলে থাকিয়া দেখিব আমাদের আশা পূর্ণ হইতেছে, এবং দিন দিন নূতন আশার সঞ্চার হইতেছে। এইরূপে পরস্পরকে আশার কথা বলিয়া তোমার পবিত্র প্রেম এবং শান্তি-রাজ্যে চলিয়া যাইব, এই আশা করিয়া সকল ভাই ভগ্নী মিলে ভক্তির সহিত তোমার চরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিয়োগ পত্র।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৭৯৫ শক ;

১৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় ঈশ্বর, তোমার আবির্ভাবের মধ্য দিয়া, তোমার মন্দির মধ্যে আসিয়া তোমার চরণতলে বসিলাম। প্রার্থনা করিবার জন্য আসিয়াছি তুমি জান। হে মঙ্গলময়, ইহা জীবনে জানিয়াছি তুমি যদি বিশ্বাস দাও, তাহা হইলে আনন্দের সহিত তোমার পবিত্র কার্য্য

করিতে পারি। আর এক দিক দিয়া দেখিয়াছি, তোমার কার্য্য করিলে আবার বাঁচিয়া যাই। এই দুই কথাই যে সত্য ইহা জীবনে বুঝিয়াছি। তোমার দত্ত পবিত্র ব্রত যে আলিঙ্গন করিয়াছে সে বাঁচিবেই বাঁচিবে। আমরা দাসত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই মারা যাইব। সেই জন্য তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, যতদিন এই পৃথিবীতে বাঁচিব, এমন কোন দৃঢ় ব্রতে ব্রতী করিয়া দাও যে, কোন মতেই তাহা ছাড়িতে পরিব না। তোমার কৃপাগুণে এক একটী কাজ লইয়া, অনেক দিন হইতে তোমার চরণতলে পড়িয়া আছি। আমাদের কর্ম্ম-জীবনের ভূত বর্ত্তমান কাল দেখিলে ত মনে বড় আশা হয়; কিন্তু যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখি তাহা হইলে যে প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। কত ঘোর বিপদ হইতে তুমি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ—এজন্য কি তুমি রক্ষা করিলে যে একদিন আমরা তোমাকে ছাড়িয়া, তোমার পুত্র কন্যাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব? সকলই অসার বলিয়া বোধ হয়, প্রাণ কাঁদে, যদি ভবিষ্যতে মেঘ দেখি। পিতা, ভবিষ্যতের আকাশকে পরিষ্কার করিয়া দাও। ত্রিকাল মধ্যে আশা আনন্দ ভোগ করিয়া কৃতার্থ হই। দেখাও ঐ এক এক জন পাপী ব্রত গ্রহণ করিয়া, চির-কালের জন্য তোমার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহা হইলে আর ভবিষ্যৎ দেখিয়া আমরা ভীত হইব না। যদি আশ্রম ভাঙ্গিয়া যায়, যদি আদরের ভাই ভগ্নীরা আবার পাপের পথ অবলম্বন করেন, যদি আমাদের উপাসনার ভাব আবার শুষ্ক হইয়া যায়, তবে আমাদের কি হইবে, কেন আমরা এইরূপ ভয় করি? ভয় না করিয়াই বা কি করি—যদি তুমি অন্তরে বিশ্বাস আশা দিয়া ভবিষ্যৎ পরিষ্কার করিয়া না দাও। এই জন্য বারবার বলিতেছি প্রতিজনকে এক একটী ব্রত

দাও। তোমার আদেশ শুনিয়া তোমার কার্য্যভার গ্রহণ করি। তোমার রাজ্যের কার্য্য যখন আমার জন্য স্থির হইল, তখন আর মরিব না। হে দীন হীনের গতি, হে বিশেষ বিধানের বিধাতা, হে আশ্রমবাসীদের গুরু, আমাদের প্রতিজনকে ডাকিয়া তোমার নিয়োগ পত্রে দাস দাসীর নাম লিখিয়া দাও। আমাদের প্রত্যেকের নাম ধরিয়া তুমি দাস দাসী বলিয়া ডাক, প্রত্যেকের নিকটে তোমার কার্য্যের অনুজ্ঞা প্রচার কর। প্রতিজন চিরদিনের জন্য তোমার হইলেন, আমরা দেখিয়া চিরজীবনের জন্য সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি।

বিধানে বিশেষ ব্রত।

সায়ংকাল, সোমবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৭৯৫ শক;
১৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় জগতের অধিপতি, আমাদের আশ্রমের গুরু, আজ বিশেষরূপে তোমাকে আমরা প্রভু বলিয়া ডাকিতেছি। আমাদের সকলের হাতে এক একটী পবিত্র ব্রত অর্পণ কর। তোমার পবিত্র ব্রতের স্পর্শে মানুষ পাপী থাকিলেও পবিত্র হয়। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে আমরা তোমার কার্য্য করিবার জন্য উদ্যোগী হইতেছি। আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়া দাও, নিরাশ হইতে দিও না। একটী ভাই কিম্বা একটী ভগ্নীও যেন তোমার ব্রত হইতে বিচ্ছিন্ন না থাকেন। তোমার বিধানের মধ্যে নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিজনের জন্য *এক একটী বিশেষ ব্রত আছে। দাস দাসীদিগকে গ্রহণ কর।

বড় আশা করিয়াছি তোমার ঐ চরণতলে একটী দাস দাসীর পরিবার হইয়া, জীবনের সকল দুঃখ দূর করিব। চিরদিন তোমার কার্য্য করিব এই সঙ্কল্প করিয়া ভাই ভগ্নী সকলের হস্ত ধরিয়া তোমার শ্রীচরণপদ্মে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রত্যেকে কি গৃহীত হইয়াছি ?

মঙ্গলবার, ৫ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ; ১৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমসিন্ধু, তুমি কি আমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ? এতদিন তোমার দয়া সম্ভোগ করিলাম, তোমার নামে অনেক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ভাই ভগ্নীর সম্পর্ক হইল, তথাপি ব্যাকুল প্রাণ জিজ্ঞাসা করে তুমি কি আমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ? তুমি আমাদিগকে ডাকিয়াছ, আমরা সকলেই তোমার আশ্রয়ে বাস করিতেছি ইহা স্বীকার করি, কেন না তাহা না হইলে কখনই আমরা এই দস্যুপূর্ণ সংসারে এত শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতাম না। দেব, আমরা তোমার দ্বারা আনীত ইহাতে ভুল নাই ; কিন্তু তথাপি মনের উদ্বেগ দূর হইল না। এই কথাটী বল, আমাদের প্রতি জনকে কি তুমি গ্রহণ করিয়াছ? হে পরিশুদ্ধ ঈশ্বর, ইহা যে বলিতে পারিলাম না তুমি প্রত্যেককে গ্রহণ করিয়াছ। তুমি যে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছ যতক্ষণ এই পাপগুলি না ছাড়িবে ততক্ষণ কেহই গৃহীত হইবে না। কবে বল, যে কারণে এখন আমাদিগকে গ্রহণ করিতেছ না তাহা দূর হইবে? তুমি যে পবিত্র ঈশ্বর, স্বর্গের রাজা, পাপকে

প্রশ্রয় দিবে কিরূপে? আশা করিয়া বসিয়া আছি সেই দিনের জন্য যে দিন বলিবে আজ হইতে তোমাকে গ্রহণ করিলাম। গ্রহণ এখনও হয় নাই। সাধুরা তোমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থান পাইয়াছেন, কিন্তু আমরা এখনও দ্বারে পড়িয়া আছি। কবে আমাদের জীবনের গূঢ়তম পাপগুলি যাইবে যখন সম্পূর্ণরূপে তুমি আমাদিগকে গ্রহণ করিবে। যিনি আমাদের সুখের জন্য এত আয়োজন এবং এত বিধান করিতেছেন, তিনি এখনও আমাদিগকে গ্রহণ করিতেছেন না, এই দুঃখ প্রাণ সহ্য করিতে পারে না। যাহাতে পাপীরা চিরকালের জন্য মুখের দোষ, হৃদয়ের দোষ, কার্য্যের দোষ, সকল কলঙ্ক ছাড়িয়া তোমার প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে পারে, শীঘ্র তাহার উপায় অবলম্বন কর। একে একে সকলে নিষ্কলঙ্ক হইয়া, তোমার স্বর্গরাজ্যে স্থান লাভ করুক, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অগ্নিময় আবির্ভাব।

বুধবার, ৬ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক; ১৮ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

কৃপাসিন্ধু গুণনিধান পরমেশ্বর, তোমার ঘরে আসিয়া বসিয়া বিনীতভাবে তোমার পদতলে পড়িয়া তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আমাদের প্রার্থনা শুনিলেই সকল আশা পূর্ণ হইবে। কত প্রকার রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইল বলিতে পারি না। তোমার দয়াগুণে এক রোগ হইতে রক্ষা পাইলাম, আবার নূতনবিধ রোগ আসিয়া ঘেরিল। এমনই করে কত প্রকার রোগ দেখিলাম, চিনি-

লাম। যত দুরবস্থা মানুষের হইতে পারে, বোধ হয় সকলই আমাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কত অন্ধকার, কত পরীক্ষায় পড়িলাম, আরও কত আসিবে জানি না। একে শরীর মন দুর্ব্বল আবার কোন্ প্রকার বিপাকে পড়িতে হইবে জানি না। সকল অপেক্ষা ভয়ানক রোগ গূঢ়তম পাপব্যাধি। হে দয়াময় ঈশ্বর, তোমার ঔষধ সেবন করিয়া অনেক রোগ হইতে বাঁচিয়াছি; কিন্তু সেই যে বিষম রোগ যাহা প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া থাকে তাহা তোমার সহায়তা ভিন্ন কে দূর করিতে পারে? তুমি কি দেখ নাই, আমরা বারম্বার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া সেই সকল গূঢ় রোগের হাতে মরিতেছি। একবার মনে করি বুঝি বাঁচিলাম আবার দেখি হৃদয় হইতে সেই সাপ উঠিয়া দংশন করিতেছে। একবার দেখি তোমার প্রেমের আলোকে সমুদয় উজ্জ্বল হইল, আবার দেখি ভিতর হইতে অন্ধকার উঠিয়া সব আঁধার করিল। গূঢ় পাপকে বিদায় করিয়া দেওয়া বড় কঠিন ব্রত। প্রেমের ঈশ্বর, তুমি না কি সকল পাপীকে উদ্ধার করিবে বলিয়া এই ঘোর কলিতে, পৃথিবীর এই পাপ রাজ্যে আসিয়াছ, তাই বড় আশা করিয়া দিন দিন তোমার কাছে আসিতেছি। সকলেই জানে সেই গূঢ় পাপ কি যাহা আমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্যে আসিতে দেয় না। শুনিয়াছি সকল রাজ্যের এবং সকল কালের সাধুরা বলিয়াছেন—তোমার সহবাস অগ্নির মত মনের গূঢ়তম অপরাধ দগ্ধ করে। তাই প্রার্থনা করি, জগদ্বন্ধু, আমাদের হৃদয়ের গভীরতম স্থানে যাহাতে তোমার অগ্নি প্রবেশ করে তাহা করে দাও। দয়াময়, অগ্নি হস্তে লইয়া আমাদের হৃদয়ের গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিয়া গুপ্ত পাপ সকল দগ্ধ কর। তুমি অগ্নি লইয়া আমাদের

মধ্যে এস, দেখি ভাই ভগ্নীর ভিতরে কিছুই মলিনতা রহিল না, সব পরিষ্কার হইল। পাপ লুকাইয়া রাখা আমাদের স্বভাব, পরম চিকিৎসক, মনের ভিতরে তুমি অস্ত্র নিক্ষেপ কর, গূঢ় পাপ বিনাশ হইয়া যাক। তোমার অগ্নিময় আবির্ভাব আরও একটু গভীরতর স্থানে যাইতে বল। যত গূঢ় পাপ এবং গভীর ব্যাধি আছে, তোমার অগ্নিতে সমুদয় দগ্ধ হইবে; এই আশা করিয়া সকল ভাই ভগ্নী মিলে ভক্তির সহিত বারবার তোমার চরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানের লীলা।

শুক্রবার, ৮ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক; ২০শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

করুণাসিন্ধু, মনের আকাশে চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া, তুমি যে ভাবে সন্তানদিগকে ডাকিতেছ তোমার প্রেমই বলিয়া দিতেছে ব্যাকুল হইয়া তোমার কাছে যে যাহা চাহিবে, তাহাকে তুমি তাহা দিবে। কৃপা করিয়া তুমি ভিখারীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, অন্ধকার মুষ্টি ভিক্ষা দাও। বিধান যদি অন্ধকারে থাকে তাহা মানা না মানা সমান। প্রাণেশ্বর, আমাদের এবং পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য তুমি এত আয়োজন করিতেছ, আমাদের চক্ষু যদি তাহা না দেখে তবে যে বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় না। দীনবন্ধু, আমাদের জন্য তুমি যাহা করিতেছ তাহা বুঝাইয়া দাও। পিতা প্রাতঃকাল হইতে সন্তানদিগকে লইয়া কত করেন, সমস্ত দিন গোপনে তাহাদিগকে কত সামগ্রী দেন, এ সমুদয় লিখিলেই ধর্ম্ম শাস্ত্র হয়; কিন্তু যে দেখিল সেই ধন্য হইল। দুঃখের বিষয় যিনি আমাদের

জন্য এত করেন তাঁহাকে আমরা দেখিতে চাই না। পিতা, আমাদিগকে তোমার সোণার ঘরের দিকে লইয়া যাইতেছ। এই বর্ত্তমান কালে আশ্রমের ভিতরে বসিয়া, তুমি প্রত্যেক সন্তানের জন্য কত কার্য্য করিতেছ; ইতিহাসে কেহই লিখিয়া শেষ করিতে পারে না, এবং এমন কবি নাই, যে সুন্দররূপে তাহা রচনা করিতে পারে। পিতা, এক একটী সন্তানের জন্য তুমি কত কর, কেহ তাহা ভালরূপে দেখিল না, কোন পুস্তকে তাহা লিখিত হইল না। পিতা, আশ্রমবাসীদের জন্য যে এত করিলে জগৎ বুঝিবে কিরূপে? যদি তোমার এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার কেহই না দেখিল, এবং কেহই লিখিয়া না রাখিল, তবে পরে যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদের কি হইবে? তুমি কতকগুলি নারকীদের উদ্ধার করিবার জন্য কত করিতেছ—যাঁহারা সম্ভোগ করিতেছেন তাঁহারাই যখন দেখিলেন না, তখন জগতের লোক কিরূপে জানিবে? পিতা, আজকাল যে মেঘ আসিয়া তোমার সন্তানদিগের নয়ন ঢাকিয়াছে—যাহা তোমার বিধানকে দেখিতে দিতেছে না—শীঘ্র তাহা দূর করিয়া দাও। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলেরা যাহা বুঝিতে পারে, জ্ঞানীরা তাহা বুঝিতেছেন না; চক্ষে যাহা দেখিবার বস্তু, বুদ্ধি তাহা বুঝিতে গিয়া পরাস্ত হইতেছে। পিতা, এই অন্ধকারের সময়, স্পষ্টরূপে তোমার বিধান বুঝাইয়া দাও। অল্প বিশ্বাসের জন্য যাহারা সম্পূর্ণরূপে তোমার বিধানের অন্তর্গত হইতে পারিতেছে না, আলোক দেখাইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর। যাহারা মনে করে এই বিধানের লোকদিগকে প্রেম দিলে প্রেম পাইব না, তাহাদের দুর্ব্বলতা দূর কর। বিধানের ভাই ভগ্নী বলিলে যে পরস্পরের প্রতি প্রেম মমতা হয়, আমাদের মধ্যে অচিরে তাহা উদ্দীপন কর। স্বর্গের বিধান হাতে

লইয়া কেমন সুন্দররূপে হে প্রেমময় বিধাতা, তুমি আশ্রমে দাঁড়াইয়া আছ, আমাদিগকে দেখিতে দাও। মনের কথা বুঝিয়া লও। তুমি বিধাতা হইয়া আসিয়াছ, বিধানের সামগ্রীগুলি বুঝাইয়া দাও। একবার প্রাণভরে সমুদয় বিধানের মধ্যে তোমাকে দেখে জন্ম সার্থক করি। আমরা পরস্পরকে চিনিতে পারি না, এ যন্ত্রণা কি সহ্য হয়? ইহাঁদের মুখ চিনাইয়া দাও, অন্ধকার পড়িয়াছে আমাদের চক্ষে ইহাঁদিগকে চিনিতে পারিতেছি না। তুমি কে? ইহাঁরা কে? কে বুঝাইয়া দিবে? দাম্ভিক পণ্ডিতের অভিমান চূর্ণ হইল। যাহা ক্ষুদ্র বালক বালিকাদের নিকট অতি সহজ এবং সরল, জ্ঞানীরা তাহা বুঝিল না। প্রেমময় বিধাতা, তুমি নিজে তোমার বিধানের অর্থ বুঝাইয়া দাও। সকলে তোমার বিধান পাইয়াছি বলিয়া আনন্দিত হইব। তোমাকে চিনিয়া এবং সকলকে চিনিয়া কৃতার্থ হইব। এই আশা করিয়া সকল ভাই ভগ্নী মিলে বিনীতভাবে তোমার চরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এখনও অনেক বাকি।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ৯ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক;
২১শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় কৃপাসিন্ধু, চিরকালের পিতা মাতা, আশ্রমবাসী সন্তানগণ আবার তোমার চরণতলে প্রণত হইয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইতেছে। আমাদের কথা তুমি না শুনিলে কে শুনিবে? এত অপরাধ করিয়াছি, তোমার মত আর কে ক্ষমা করিতে

পারে? পিতা, এতদিন গুরু হইয়া মুক্তির পথ দেখাইলে, নিজে বন্ধু হইয়া সেই পথে লইয়া গেলে, হঠাৎ কেন আমরা তোমার হস্ত ছাড়িয়া দিলাম। ভবসাগর কি একটী ক্ষুদ্র সরোবর যে খানিকটা তুমি কাণ্ডারী হইয়া লইয়া গেলে, পরে তোমাকে ছাড়িয়া দিলেও চলে। আমাদের ঘরের ভিতর কি সামান্য কলহ বিবাদ যে তোমাকে ছাড়িয়া আমরা প্রেমের মিলন করিতে পারিব? তোমার শাস্ত্র কি এত ছোট যে পাঁচ দিন পড়িলেই তাহা শেষ হইয়া যায়। তোমার সৌন্দর্য্য কি এতই সামান্য যে দুই এক দিন দেখিলে আর তাহা দেখিতে ইচ্ছা হয় না? হে ঈশ্বর, বল আমরা যে তোমার উপাসনা করি ইহা কি কতকগুলি মুখস্থ বাক্যের ব্যাপার? আমাদের উপাসনার ভিতরে নূতন কিছু কি আবিষ্কার করিবার থাকে না? তোমাকে ছাড়িয়া কেবল উপাসনার কতকগুলি অভ্যস্ত শব্দ বলিয়া কি আমরা বাঁচিতে পারি? ভবসাগরের ঢেউ কিনারা পর্য্যন্ত দেখিতেছি, কেমন করে হে ভব-কাণ্ডারী, তোমার সহায়তা ভিন্ন এই জীর্ণ তরী লইয়া ওপারে যাইব? আমাদের মধ্যে অনেক বিবাদের বীজ আছে, তোমার কৃপা ভিন্ন কিরূপে এখন প্রেমের মিলন হইবে? তোমার প্রেমমুখ দেখিলে কোন বিপদের ভয় থাকে না, তোমার ঐ সুন্দর মুখ দেখিবার জন্য তুমি আমাদের মনে লোভ উদ্দীপন কর যাহাতে শেষ দিন পর্য্যন্ত তোমার দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারি। কোথা হইতে আমাদের মনে এই ভাব আসিল যে, যাহা শিখিবার আমরা শিখিয়াছি, আর তোমার কাছে আমাদের কিছু শিখিবার নাই। যখন জীবনের একটী পাতাও ভাল করিয়া শিখি নাই, এবং পদে পদে নিজের মূর্খতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছি, তখন কি সাহসে তোমাকে ছাড়িয়া এত

বড় তরঙ্গপূর্ণ ভবসাগর পার হইব অহঙ্কার করিতেছি। এতই কি আমাদের বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতা সঞ্চিত হইয়াছে যে গুরুর হস্ত ছাড়িয়া, যেখানে অবিশ্বাস, নিরাশা দৈত্য সকল বেড়ায় সেখানে নির্ভয়ে চলিতে পারি? অল্প বয়সে কেন অধিক বয়স হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করিয়া মরিতেছি। প্রাণ জানে গুপ্ত কথা, তোমার কাছে দুদণ্ড বসিয়া মোহিত হইলাম কৈ? এখনও অনেক বাকি, কিন্তু তোমার সুখময় সহবাসের যে আস্বাদন পাইয়াছি, তাহাতে আশা হয়, আর আমাদের সুখের শেষ হইবে না। তাই বলিতেছি শিষ্য যেমন গুরুর মুখের দিকে তাকাইয়া ক্রমাগত তাঁহার অমৃতপূর্ণ উপদেশ শুনে, এবং গুরুর এক একটী সুধাময় কথা বিন্দু বিন্দু পড়িয়া, শিষ্যের প্রাণ শীতল করে, সেইরূপ পিতা, তুমি গুরু হইয়া আমাদের প্রতি-জনের সঙ্গে কথা কহ। তুমি বলিতে শ্রান্ত হইবে না, আমরাও শুনিতে শ্রান্ত হইব না। তোমাকে ছাড়িয়া আর যেন শৈশবাস্থায় অধিক বয়সের অহঙ্কার করিয়া আপনার প্রাণ বধ না করি। অনেক সহজ সহজ সত্য এখনও আমাদের বুঝিবার বাকি আছে। আমাদের বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া দিয়া তোমার বিধান বুঝাইয়া দাও। প্রেমময়, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমময় গুরু।*

সায়ংকাল, শনিবার, ৯ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ;
২১শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে কৃপাময় পরমেশ্বর, পরীক্ষা আনিয়াছ আমাদিগকে ভাল করিবার জন্য। অহঙ্কার চূর্ণ হইবে। তোমার উপরে চিরকাল গুরু বলিয়া নির্ভর করিতে হইবে। জগদীশ, রক্ষা কর, সংসারে অনেক প্রলোভন, অনেক পরীক্ষা। গুরু ছাড়া একদিনও বাঁচিতে পারি না। বিনীত শিষ্য এবং সরল বালক হইয়া তোমার চরণতলে পড়ে থাকি। পিতা, তুমি গুরু হয়ে ক্রমাগত শিক্ষা দাও। গুরুর কার্য্য তুমি চিরদিন কর, শিষ্যের কার্য্য আমরা চিরদিন করি। পরীক্ষায় দেখিলাম আমাদের মধ্যে যে প্রেমরাজ্য আসিয়াছে তাহা ক্ষণভঙ্গুর। আজ যাহাদিগকে আপনার বলিয়া বোধ হয়, কাল তাহারা পর হয়; অতএব, চিরকালের ভাই কে, ভগ্নী কে, তুমি বুঝাইয়া দাও। পরস্পরকে চিনাইয়া দাও। আর শিখিব না বলিয়া অবাধ্যতা দেখাইয়া, গুরুর বিরুদ্ধে মহা অপরাধ করিয়াছি। পিতা, ক্ষমা কর, চিরকাল তোমার অমৃতপূর্ণ কথা শুনিব, ভাই ভগ্নী সকলে মিলে তোমার কাছে আরও কত শিখিব; হে প্রেমময় গুরু, এই আশা করিয়া ভক্তি বিনয়ের সহিত তোমার চরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসনা ঘরের প্রভাব।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ১১ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক;
২৩শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে কৃপাসিন্ধু পতিতপাবন, ভিখারীর বেশে তোমার কাছে আসিয়াছি, কেন না ভিক্ষা ব্রত দিয়া তুমি আমাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ। ভিক্ষাই আমাদের জীবনের অবলম্বন। আমাদের সমুদয় উপজীবিকা ভিক্ষার উপর নির্ভর করে। তাই আজ আবার তোমার কাছে দীন দুঃখীরা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। যতই নূতন নূতন অভাব দেখি ততই তোমাকে ডাকিতে হয়। তুমি ত বিদায় করিয়া দিবে না, বরং দয়া করিয়া পুত্র কন্যাদের কথা শুনিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছ। নাথ, যখন তোমার কাছে থাকি তোমার পবিত্র প্রেম আসিয়া আমাদের হৃদয় পূর্ণ করে; সেই সময় সমুদয় পাপ অধর্ম্ম চলিয়া যায়। সেই ক্ষমতা এই উপাসনা ঘরে আছে, যাহা স্বার্থপরতা এবং অহঙ্কার একেবারে বিনাশ করে। নাথ, আমাদিগকে লইয়া যাহা করিবে এই ঘরে করিয়া লও। এই ঘরে যদি আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হয়, তবে বাহিরে গেলে যে শত্রুরা আরও প্রশ্রয় পাইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে। তোমার সেই ঘরগুলি পৃথিবীতে অতি উচ্চ এবং পবিত্র যেখানে তুমি দুঃখীদের কথা শুন। যদি অন্ধকে চক্ষু দিয়া থাক, যদি মহাপাতকীকেও তোমার ঐ চরণ স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা তোমার উপাসনা ঘরে। দেখ, এই ঘরে তোমার পুত্র কন্যারা বসিয়া আছেন। প্রেমের আগুন জ্বালিলেই সকলের হৃদয় গলিয়া যাইবে। গলিয়া গেলে তুমি তোমার ইচ্ছামত গড়িতে পারিবে, বাহিরে গেলে

আবার যখন কঠিন হইবে, তখন আর কিছুই হইবে না। এই ঘরে তোমার মুখচন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়িয়া আমাদের মুখের শ্রী হয়। যাই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাই, তখন আবার পরস্পরের মুখে পৃথিবীর মলিনতা দেখিতে হয়; তখন মুখ মলিন, এবং পর বলিয়া বোধ হয়। যে মুখগুলি দেখিলে ভালবাসা হয় সেই মুখগুলি এই ঘরে দেখিতে পাই। কোথাও গেলে জয়ী হইব না, ভাইকে যদি ভালবাসিতে পারি, ভগ্নীকে যদি শ্রদ্ধা করিতে পারি এই ঘরে। স্থানান্তর হইলে ভাবান্তর হইবে। হে ঈশ্বর, কত আশ্চর্য্য কার্য্য তুমি সম্পন্ন কর তোমার উপাসনা ঘরে। তোমার আবির্ভাবে এই ঘরে সকলের প্রাণ বিগলিত হইল। তোমার প্রেমের পূর্ণতা এখানে সকলের মনকে আচ্ছাদন করিল। এই ঘর সেই ঘর, যেখানে মনুষ্য দেবতা হয়, এবং নরকে স্বর্গ হয়। যাহা হবে এ ঘরে হবে, এ ঘরে যাহা না হবে, সভা করে, তর্ক করে, রাত্রি জাগরণ করে তাহা হবে না। তোমাকে ছাড়িয়া কে কখন প্রেম পরিবার স্থাপন করিয়াছে? পিতা, যদি প্রভু হইয়া এই ঘরখানি সাজাইয়াছ, তবে তোমার দাস দাসীদিগকে লইয়া সেই পবিত্র পরিবার স্থাপন কর; আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে তুমি মিলন করিয়া দাও। মনের কথা বুঝিয়া লও মনের ভিতর থাকিয়া। যাহা করিবে এই ঘরে বসিয়া করিয়া লও। প্রাণের মিলন, প্রেমের মিলন করিয়া দাও। পিতা, পরস্পরকে ভালবাসিয়া আমরা সুখী হই। তাহা হইলে তোমার বিধান সম্পন্ন হইবে। হে প্রেমময়, এই কয়জন দুঃখীর হৃদয়ের মধ্যে প্রেমরাজ্য স্থাপন কর। এই তোমার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শান্তি নিকেতন।

সায়ংকাল, সোমবার, ১১ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক;
২৩শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে স্বর্গীয় পিতা, নরকের ভিতর যদি কেহ স্বর্গ স্থাপন করিতে পারে, এই অপ্রেমের শ্মশানের মধ্যে যদি কেহ প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে পারে, সে ব্যক্তি কেবল তুমি। এই বাড়ীতে থাকিয়া, পিতা, সকলকে এক করিয়া এই তপ্ত হৃদয়ের সাধ মিটাও। চারিদিকে মরুভূমি, অন্ধকার দেখিয়া তোমার চরণ ধরিয়াছি। এই ঘর যে তোমার প্রেমের বিদ্যালয়, এই ঘরে যে গুরু শিষ্যের মিলন হয়। তোমার এমন সুন্দর মুখ দেখে কি প্রাণ এখনও গলিল না? প্রেম-সিন্ধু, সকলের হৃদয়ে এসে অবতীর্ণ হও। আর দুঃখের সংসারে কেন পড়িয়া থাকি। বল হে ঈশ্বর, আমরা সকলে মিলিত হইয়াছি, সকলের প্রাণ পরস্পারের সঙ্গে গ্রথিত হইয়াছে। প্রেমময়, এখন তোমার ঘরের দিকে লইয়া যাও। প্রাণের ভাই, প্রাণের ভগ্নীদিগকে ভালবাসিয়া তোমার দিকে লইয়া যাই। যে শ্রীপাদপদ্ম বুকে ধরিলে কঠোরতা থাকে না আমাদের মস্তকের উপর উহা স্থাপন কর। অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া, স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া, আপনার বলে সকলকে গ্রহণ করিব। সুখের পরিবার, শান্তি নিকেতন এইটী হইবে। এই আশা করে ভাই ভগ্নী সকলে মিলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

একান্ত নির্ভর।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১২ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ;
২৪শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু দয়ার সাগর, ধর্ম্মরাজ্যের রাজা হইয়া কত প্রকার বিধান করিতেছ—মনুষ্য সন্তানদিগকে পরিত্রাণ দিবার জন্য। আমরাও পরিত্রাণের জন্য আসিয়াছি, আমাদের জন্যও অবশ্য তোমার বিধান আছে। পিতা, আমাদিগকে খাওয়াও, বিপদ পরীক্ষা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। তুমি আমাদের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছ তাই আমাদের আহ্লাদ হয়। আমাদের ভার কোন মনুষ্যের উপরে নাই। আমাদের সকলের এবং প্রত্যেকের ভার কেবল তোমারই হস্তে। আমরা কেবল তোমার শ্রীচরণতলে পড়িয়া তোমারই মুখের পানে তাকাইয়া থাকিব। তোমার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া পড়িয়া আছি। প্রেমময় বিধাতা, তোমার বিধান পূর্ণ করিবার জন্য তোমার এই দাস কত যত্ন করিল তুমি তাহা দেখিয়াছ ; কিন্তু মনুষ্য দ্বারা কখনও কাহারও পরিত্রাণ হয় নাই, মনুষ্যের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কখনও বাঁচে নাই। পিতা, কেন আর আমরা মনুষ্যের উপর নির্ভর করিব, তুমি যে বিধানের সমস্ত ভার তোমার নিজ হস্তে লইয়াছ। পিতা, এস, প্রত্যেক ভাই ভগ্নীর অন্তরে তুমি নিজে কার্য্য কর, কাহাকেও মধ্যবর্ত্তী হইতে দিও না। কোন পুস্তক কিম্বা কাহারও উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া যেন আমরা জীবনকে বিনাশ না করি, তুমি নিজে গুরু হইয়া আমাদিগকে বাঁচাও। যে তোমার কথা না শুনে, ভাল কথা বলিয়া কিম্বা উপাসনা শুনাইয়া,

কি কেহ তাহাকে ভাল করিতে পারে? তুমি নিজে আমাদের প্রত্যেকের কাছে থাকিয়া, এই বিধানের অন্তর্গত সকলের ভার লইয়াছ, ব্রাহ্ম পরিবারদিগের, এই ক্ষুদ্র বালক, বালিকাদিগের সকলের ভার তোমার হস্তে। এবারকার বিধানের সমস্ত ভার তোমার হস্তে, তবে কেন মনে করিব অন্য স্থান হইতে জ্যোতি, বল আসিবে। পিতা, তোমার বিধান না বুঝিয়াই আমাদের সর্ব্বনাশ হইল। ইহারই জন্য মনুষ্যের কুবুদ্ধি অপ্রেম গেল না। ম্লান মুখ প্রফুল্ল হইল না। তোমারই শ্রীমুখের দিকে তাকাইলে পরিত্রাণ। নিজে প্রত্যেকের হৃদয়ে আসিয়া বস, দেখি তোমার মধুময় আবির্ভাব সকলের প্রাণ অধিকার করিল। ভ্রাতাদের ভগ্নীদের মুখ তখন উজ্জ্বল হইবে যখন দেখিব তুমি তাঁহাদের অন্তরে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমাদের নিজের এবং অন্যের বুদ্ধিতে কিছুই করিতে পারিব না; কিন্তু সকলে মিলে তোমার পানে তাকাইলে সকলই হইবে। তোমার চরণে একান্ত নির্ভর যাহাতে হয়, তাহা কর। নিজে শাস্ত্র, গুরু, এবং সহায় হও। সকলকে তুমি তোমার সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিলে ইহা দেখিয়া জন্ম সফল করি। সকলের অন্তরে তোমারই আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি। সেই শুভদিন আনিয়া আমাদের সকলের মধ্যে আনন্দ প্রফুল্লতা বিস্তার কর এই তোমার নিকট বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তুমি নেতা হও।

সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ১২ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ;
২৪শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে পিতা, প্রেমসিন্ধু, তোমাকে কথায় কেহ ভুলাইতে পারে না। আমাদের মধ্যে সকলেই তোমাকে বিশ্বাস করেন কি না, তোমার বিধান বুঝিতে পারিতেছেন কি না, এ সকল গুপ্ত কথা কেবল তুমি জান। কথা কহিয়া কেহ কাহাকেও বিশ্বাসী করিতে পারিবে না, তুমি যাহাদিগকে ডাকিয়া তোমার বিধান বুঝাইয়া দিবে, তাহারাই বিশ্বাস করিবে, তাই বলিতেছি, পিতা, তুমি গুরু হও। করুণাসিন্ধু, আশীর্ব্বাদ কর, কেহ যেন মানুষের মুখের দিকে না তাকায়। মনুষ্যের ভাল আদেশও মনকে শুকাইয়া দেয়, তুমি যদি নেতা না হও; মনুষ্য নেতা হইলে মৃত্যু। পৃথিবীর গুরু, বন্ধু, সহায়, কেহই বাঁচাইতে পারে না। তুমি সকলকে মন্ত্র দাও। তুমি আগে সকলকে ডাকিয়া আন, পরে তোমার আজ্ঞা শুনিয়া, এ জীবন তাঁহাদের সেবায় নিয়োজিত করিব। আগে তুমি সকলকে উপদেশ দাও, তবে তোমার আদেশ মত আমরা যত চেষ্টা করিব সমুদয় সফল হইবে। তোমার আশ্রম তোমার শ্রীচরণতলে রহিল, আমরা ঐ চরণতলে বসিয়া তোমাকেই দয়াময় দয়াময় বলিয়া ডাকিব। কষ্ট কি জানিব না, কেন না সকলেই ইহা বুঝিয়া আনন্দিত থাকিব যে, একজন আমাদের পিতা, একজন আমাদের প্রভু। সকলেই আমরা তোমার সন্তান, তোমার দাস দাসী; ইহা ভাবিয়া, ইহা বিশ্বাস করিয়া, তোমার শ্রীচরণতলে সুখে জীবন-

যাপন করিব, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া ভক্তির সহিত বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কারও সেই ব্যাকুলতা নাই।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ;
২৫শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর, তোমার ভিখারী সন্তানেরা আবার তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছে। তোমার ভিক্ষা দেওয়াও ফুরাইবে না, আমাদের ভিক্ষা চাওয়াও ফুরাইবে না। "ভিক্ষা দাও—দেব, ভিক্ষা দাও—দেব," চিরকালই তোমাকে আমরা এই কথা বলিব। তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ—যে যাহা চাহিবে, তাহাকে তাহা দিবে, এই জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি। করুণাময়, তুমি যে অনেকবার গুরু হইয়া বুঝাইয়া দিয়াছ, তোমার কাছে না চাহিলে কিছুই পাইব না। যদি ব্যাকুল অন্তরে, প্রাণের সহিত তোমার কাছে সরল প্রার্থনা করিতাম, তবে কি আমাদের মধ্যে এত অবিশ্বাস এবং এত অপ্রেম থাকিত ? যথার্থই কি মনের সহিত আমরা চাই যে আমাদের সকল ভাই ভগ্নীকে ভালবাসিয়া, একটী সুখের পরিবার হইব ? প্রাণ যদি কাঁদিত সকলকে লইয়া স্বর্গধামে যাইতে—তবে কি আশ্রমের এই দুর্দ্দশা থাকিত ? জীবনের ইতিহাস কি নাই, সত্য কি ডুবিয়া গিয়াছে ? সেই তোমার কাছে যতবার চাহিয়াছি ততবার কি তুমি দাও নাই ? এখন এই কথা কি জগৎকে বলিব, "স্বর্গরাজ্য

আনিয়া দাও, স্বর্গরাজ্য আনিয়া দাও," বলিয়া অনেকবার পিতাকে অনুরোধ করিলাম; কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না? হা ঈশ্বর, বল তুমি কি প্রার্থনা শুন না? তুমি কি কথা কও না? এক বিন্দু চক্ষের জল তোমার চরণে পড়িলে তুমি কি রাগ করিয়া মুছিয়া ফেল? দুঃখীদিগকে কি তুমি স্বর্গের সিঁড়ি হইতে ফেলিয়া দাও? যে জিহ্বা এই কথা বলিয়া কলঙ্কিত হয় সেই জিহ্বাকে উৎপাটিত করিয়া ফেল। পিতা, তোমার কাছে চাহিলে তুমি দাও না, এই পাপ কথা কাহারও মুখে আনিতে দিও না। কৈ, এই আশ্রমের ভিতর যে একজনকেও দেখিতে পাই না, যিনি ব্যাকুল অন্তরে তোমাকে এই কথা বলেন, পিতা, আর সহ্য হয় না, এখন সকলকে লইয়া তোমার স্বর্গে যাইতে দাও। আমাদের সেই ব্যাকুলতা নাই। যখন চারিদিকে ঘোর অন্ধকার দেখি, কেহ কাহাকেও ভাই বলে না, তখন বড় দুঃখ পাইয়া এক একবার ইচ্ছা হয়, সকলকে লইয়া তোমার প্রেমধামে যাই; কিন্তু তেমন ইচ্ছা কৈ যে, সমস্ত জীবনে মনের রক্ত দিয়া ভাই ভগ্নীদের চরণ ধৌত করিয়া দি। পরমেশ্বর, ব্যাকুল অন্তরের প্রার্থনা কি, একবার আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। দীননাথ, প্রতিদিন প্রাতঃকালের ব্যাপার দেখাইয়া আমাদিগকে কত সুখী করিতেছ। অন্য সুখে নয়, কিন্তু তোমার নিজের সুখে আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য তুমি কত করিতেছ, আমরা নিতান্ত কঠোর, তোমাকে কৃতজ্ঞতা দিলাম না। আমি বিশ্বাস করিতে চাই, এবং ভাই ভগ্নীদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাই। যে বলে ব্যাকুল অন্তরে তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে পায় নাই, সে মিথ্যাবাদী। পরস্পরকে ভালবাসিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। বাল্যকাল হইতে যত্ন করে স্বার্থপরতা বিষ পুষিয়া রাখিয়াছি, অন্যের

ভাল হয়, অন্যের সুখ হয় ইহা আমরা ইচ্ছা করি না। পিতা, কতবার তোমার প্রেমমুখ দেখাইলে, কিন্তু কিছুতেই দুরন্ত, চতুরদের মন বশীভূত হইল না। এবার এমন বল আনিয়া দাও, এমন মহিমা দেখাও, যাহাতে শীঘ্রই এই আশ্রমটী স্বর্গরাজ্য হইয়া যায়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরস্পরকে চাই না।

সায়ংকাল, বুধবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক;
২৫শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে সর্ব্বসুখদাতা, আনন্দময় সুখসিন্ধু পরমেশ্বর, দেখ আমরা যে অবস্থায় আছি, ইহা দেখিয়া লোকে বলিবে আমরা তোমার কাছে সুখ পাই না। পাঁচ জন মিলে তোমার সেবা করিলে ভয়ানক কষ্ট হয়, এত দিন পরে কি আমাদের ইতিহাসের শেষ পরিচ্ছেদে ইহা লিখিতে হইবে? আমরা কি পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবার সময় তোমার "আনন্দময়" নাম মুছিয়া দিয়া "দুঃখময়" নাম লিখিয়া যাইব? ঈশ্বর, বড় জঘন্য কথা উঠিল, শেষে কি এই কথা শুনিতে হইল যে, এই কয়টী সন্তানকে তুমি সুখী করিতে পার না? সকলে মিলে তোমার সেবা করিতে গিয়া যদি আমরা দুঃখী হইয়া থাকি তবে ইহার গূঢ় কারণ এই যে, এখনও আমাদের পরস্পরকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা আছে। পিতা, তুমি সুখময়, যদি সহস্র লোক এই কথার প্রতিবাদ করে মানিব না। আশ্রমকে সুখধাম করিবে বলিয়া তুমি ব্যস্ত; কিন্তু পাছে তোমার "সুখময়" নাম শুনে জগতের দুঃখীরা তোমার ঘরে এসে

বেঁচে যায়, এবং ইহা দেখিয়া সকল স্থানে এমন এক একটী সুন্দর আশ্রম নির্ম্মিত হয়, ইহা বুঝি ভাই ভগ্নীদের মনে সহ্য হইল না; তাই তোমাকে অপমান করিয়া, এবং আমাকে দুঃসহ যন্ত্রণা দিয়া, তোমার বিধান দগ্ধ করিবার জন্য—সকলে মিলে তোমার এবং তোমার প্রিয় পরিবারের সেবা করিলে, সুখ নাই—তোমার আশ্রমের উপর এই কলঙ্ক দিয়া, ভাই ভগ্নীরা চলিয়া যাইতে উদ্যত। হে সুখস্বরূপ, এস, কত সুখ দিতে পার দাও। আর বলিতে পারি না। দুঃখী মহাপাপী আমরা, আমাদিগকে এত সুখ দিলে? উপাসনাতে এত সুখ, আবার এই দুঃখী ভাই ভগ্নীদিগকে সঙ্গে লয়ে তোমাকে ডাকিলে এত সুখ হয় ইহা ত জানিতাম না। নরাধমের মুখ দিয়া বাহির হইল—আরও সুখ দাও। সুখের ঘর নির্ম্মাণ কর। যাঁহারা বিঘ্ন দিতেছেন তাঁহাদের মন ভাল করিয়া দাও। আর আমাদিগকে দুর্বুদ্ধি পরবশ হইয়া অবিশ্বাসের আগুনে দগ্ধ হইতে দিও না। পরস্পরকে ভালবাসিয়া, পরস্পরের সেবা করিয়া, এবং সকলকে সুখে রাখিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিব, এই আশা করিয়া সমুদয় ভাই ভগ্নী মিলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমে ব্যবধান নাই।

বৃহস্পতিবার, ১৪ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ; ২৬শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমসিন্ধু, চিরকালের দয়াময় পিতা, তোমার প্রেমপূর্ণ সহবাস মধ্যে থাকিয়া কাতর অন্তরে তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি। ভক্তবৎসল তুমি, ভক্তির সহিত তোমার কাছে যাহা চাহিব তাহাই পাইব। তুমি প্রেমসিন্ধু, প্রেমের মিলন কি আশ্চর্য্য, যাঁহাদিগকে তুমি তোমার দাস বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লও, তাঁহাদের মধ্যে আর ভিন্নতা থাকে না, তোমার প্রেমে গলিয়া তাঁহারা এক হইয়া যান। যাঁহারা তোমাকে ভালবাসিতে পারেন তাঁহাদের শরীর, হস্ত, সহস্র সহস্র রহিল ক্ষতি কি, তাঁহারা যে বিশ্বাস প্রেমে এক হইয়া গিয়াছেন। আমাদের এই আশা যে প্রেমের মিলন এতবার ভাবিয়াছি তাহা চক্ষে দেখিব ; কিন্তু স্বর্গ পৃথিবীতে যত প্রভেদ, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে সেই প্রেমরাজ্য তত দূর—অনেক উচ্চ পর্ব্বতের উপর সেই ঘর যেখানে সকলে মিলে এক প্রাণ হইয়া চিরদিনের জন্য তোমার সেবা করিব। পিতা, তুমি জানিতেছ, আমাদের মধ্যে যে কলহ বিবাদ কিছুতেই যাইতেছে না। আমরা আপনারা বলপূর্ব্বক কোন রিপুকেই শীঘ্র জয় করিতে পারি না। এত যত্ন করিলাম তবু এই আশ্রমটী সুখের আলয় হইল না। হৃদয় যে থেকে থেকে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলে, পিতা, যদি নাই যাইতে পারিব সেখানে, তবে দেখাইলে কেন সেই সুন্দর গৃহ ? যদি প্রেম সাধন করিতে বল না দাও, তবে এ মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে তোমাকে বলিয়াছিল কে ? কেন মুখের কাছে অমৃতের পাত্র ধরিলে, যদি তাহা পান করিতে ক্ষমতা না দাও। কেন

সেই সুখের ঘর চক্ষু খুলিয়া দেখাইলে, যদি পা নাই সেখানে যাইতে। পিতা, এই পুত্র কন্যাদিগকে সেই ঘরে লইয়া যাইবে কি না বল। ইহলোক, পরলোক এক হইয়া যায় সেই ঘরে ; স্বদেশ বিদেশের ত কথাই নাই। পিতা, আজ যদি সকলকে তোমার ঐ ঘরে দেখিতাম, তাহা হইলে আর হৃদয়ের গভীরতম স্থানে আঘাত লাগিত না। যে অবস্থায় বিচ্ছেদ অসম্ভব হয় এখনও আমরা সেই অবস্থায় আসিতে পারিলাম না। সেই অবস্থায় সকলের প্রাণ যে এক স্থানে। প্রাণের ভাই ভগ্নী কি বিদেশে যাইতে পারেন, যেখানে থাকুন—তাঁহারা যে আমাদেরই। দেশে দূর হইলেন ক্ষতি কি, সকলের প্রাণ যে এক ঘরে। পিতা, সকলের প্রাণ তোমার চরণতলে বাঁধিয়া বল, তোমরা বাঁচিয়া গেলে, এমন প্রেমের পরিবার পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই। পিতা, তখন সুখেতে পাগল হইয়া যাইব, যখন দেখিব তোমার ঐ ঘরে সকল নর নারী আসিতে লাগিল। পিতা, যেমন আমাদের প্রাণের ভিতরে প্রেম আনিয়া দিবে, তেমনই যাঁহাকে (স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র) সাগরের উপর দিয়া দূর দেশে লইয়া যাইতেছ, তাঁহার সঙ্গেও সর্ব্বদা থেক। তাঁহার বুদ্ধি, বয়সও তেমন নহে যে তিনি নিজে সেই বিদেশে সকল বিপদ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন। তুমি তাঁহার সঙ্গে থেক, এবং ভাল লোকের কাছে তাঁহাকে রেখ, আমাদের ভিতরের লোক তিনি তাহা তুমি জান, তোমাকে আর অধিক কি বলিব ? সেই বিদেশে ভয়ানক অবিশ্বাস হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিও। এখানে তিনি যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং ভালবাসিতেন তাঁহাদের কেহই সঙ্গে যাইতেছেন না, এই জন্য বলিতেছি বিদেশ। পিতা, এইটী তাঁহাকে বিশেষ করিয়া

বুঝাইয়া দাও যে, ভাল মনে প্রার্থনা করিতে না পারিলে বিদেশে নরক দেখিতে হয়। প্রার্থনা না করিলে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হয়, সেই জন্য বলিতেছি তাঁহার মনে অনেক প্রদীপ জ্বেলে রেখ, সর্ব্বদা তোমার মুখ-সূর্য্য প্রকাশিত রেখ। তাঁহার দুঃখিনী স্ত্রীর ভার আমাদের সকলের হস্তে রাখিলে, দেখ, আমরা যেন তোমার অনুগত হইয়া তোমার আদেশ পালন করি। তোমার আদেশে এ সমুদয় ব্যাপার ঘটিতেছে, এ সকল হইতে নিশ্চয়ই মঙ্গল প্রসূত হইবে। যাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছ, আশ্রমের স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, তাঁহার গলার হার হইয়া রহিল, তিনি আশ্রমেই রহিলেন, সেই দূর দেশে থাকিয়াও যাহাতে তিনি আমাদের প্রাণের মধ্যে থাকেন তুমি এই বিশেষ আশীর্ব্বাদ কর। এই বিশেষ ঘটনার দিন, বিনীতভাবে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিলাম।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গরাজ্যের অন্তরায়।

শুক্রবার, ১৫ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ; ২৭শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে কৃপাসিন্ধু, আমাদের চিরকালের ঈশ্বর, তোমার কাছে যখন যাহা চাহিয়াছি তুমি তাহা দিয়াছ, তবে কেন নিরাশ হইব। নিশ্চয়ই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে এই বিশ্বাস করিয়া যেন চিরদিন তোমাকে ডাকি। পিতা, বলিয়া দাও, কি কি কারণে আমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিতেছে না। কেন আলোকের স্থানে অন্ধকার এবং প্রেমের ঘরে অপ্রেম আসিল। যদিও পিতা, আমাদের মন বিকৃত, তথাপি

তোমার দয়ায় আমাদের এই জ্ঞানটুকু আছে যে, তুমি আমাদের মধ্যে ভালবাসা, শান্তভাব, এবং প্রণয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। পৃথিবীতে একটী সুখের পরিবারের উদাহরণ দেখাইব এই জন্য তুমি আমাদিগকে ডাকিয়াছ। আমরা তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই, এবং কতবার এই আশ্রম ছাড়িব মনে করি; কিন্তু যখনই আবার শুনি—ভিতরে কে বলে এ স্থান ছাড়িলে বাঁচিবে না, তখন আরও গূঢ়ভাবে তোমার কৌশল-জালে বদ্ধ হইয়া পড়ি। আমরা নিজের নিজের বিলাসের ইচ্ছা ছাড়িতে চাহি না, এই জন্য বারম্বার তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শক্রতা করি; তাই তোমার প্রেম-চন্দ্র এক একবার আকাশে প্রকাশিত হইয়াও আমাদের স্বার্থপরতা এবং অবিশ্বাসের অন্ধকারে লুকাইয়া যায়। পিতা, এ সকল সত্য কথা, দেখিতেছি যাহা তাহাই বলিতেছি। হে প্রেমসিন্ধু, যদি তোমার এমন ইচ্ছা হইয়া থাকে যে, তোমার সকল পুত্র কন্যাকে তোমার সুখের ঘরে স্থান দিবে, দেখ যেন তোমার কার্য্যে আমরা কেহই বাধা না দি। পিতা, তোমার বিধানের অনুগত হইয়া যদি আমরা পরস্পরের নিকট বিনীত, শান্ত, এবং প্রেমিক হই, তাহাতে আমাদের অকল্যাণ, সর্ব্বনাশ হবে না, হবে না। পিতা, তোমাকে পিতা বলে ডাকিলে, এবং তোমার চিহ্নিত সন্তানদিগকে বিশ্বাস করিলে কখনও দুঃখ হবে না, হবে না। যদি আনিবেই তোমার রাজ্য শীঘ্র আন। শক্রদিগকে একেবারে পরাস্ত কর, আর যেন তোমার কার্য্যে কাহারও বাধা দিবার শক্তি না থাকে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শান্তি-কুশলের রাজ্য।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ;
২৮শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় দীনশরণ পরম পিতা, আশ্রমের দেবতা, করজোড়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাদিগকে পুরাতন শত্রুদের হস্ত হইতে রক্ষা কর। সেই ক্রোধ হিংসা প্রভৃতি পুরাতন শত্রুরা এখনও আমাদের অন্তরে বাস করিতেছে, সে সমুদয় রিপু দমন না করিলে কেমন করে তোমার মঙ্গলরাজ্য বিস্তৃত হইবে। আমরা ভিতরে সে সকল পাপ লুকাইয়া রাখিয়াছি। হে মঙ্গলময়, তুমি আমাদিগকে ভাল করিবার জন্য কত যত্ন করিতেছ। তোমার পরিত্রাণ করিবার কেমন দুর্জ্জয় শক্তি! কিন্তু অন্য দিকে যখন আমাদের দিকে দেখি, তখন আবার ভয়ানক রিপুর উত্তেজনা দেখিয়া ভয় পাই। পিতা, এই যে তোমার সঙ্গে আমাদের মনে সংগ্রাম চলিতেছে, শীঘ্র তুমি ইহার শেষ করিয়া দাও। আর যেন তোমার এবং পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ না করি। সহোদর, সহোদরার ন্যায় যাঁহারা প্রিয়, যাঁহারা আপনার সামগ্রী, প্রাণের বন্ধু, তাঁহাদিগকে বারম্বার আক্রমণ করিলে কি সুখ আছে? শান্তি-কুশলের রাজ্যে যুদ্ধ থাকিবে না। যুদ্ধ করিতে যে আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। পিতা, যাহারা কিছুতেই বশীভূত হইতেছে না, এবার স্বর্গের বল প্রকাশ করে তাহাদের পুরাতন শত্রু সকল বিনাশ কর। সকল অপেক্ষা তুমি আপনার, তোমাকে এবং সকলকে অন্তরের অন্তরে বসাইয়া, আর সংগ্রাম হইবে না, ইহা নিশ্চয় জানিয়া শান্তি-কুশলের গান করি। পিতাপুত্র,

পিতাকন্যা, গুরুশিষ্যের মিলন হইল দেখিয়া সুখী হই। সন্ধির সমুদয় বিঘ্ন দূর করিয়া দাও। সকল ভাই ভগ্নী কুশলের পত্রে স্বাক্ষর করিয়া তোমার প্রেমরাজ্য স্থাপন করি। কবে সেই দিন আসিবে যবে চিরকালের জন্য কুশল পাইয়াছি বলিয়া জগৎকে তোমার শান্তিরাজ্যে ডাকিয়া আনিব। দীননাথ, অচিরে তুমি শান্তি-কুশলরাজ্য বিস্তার কর, তোমার কাছে এই বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নূতন প্রেম।

সায়ংকাল, শনিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক;
২৮শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমময়, অপ্রেমের আগুনে উত্তপ্ত হৃদয়গুলিকে তোমার নূতন পবিত্র প্রেমে সংগঠিত কর। নূতন প্রেমে তোমার মুখ দেখিব, নূতন প্রেমে ভাই ভগ্নীগুলিকে দেখিব। দিন দিন শান্তি-কুশল বৃদ্ধি করিব। আর যুদ্ধ করিব না, এই আশা করিয়া ভক্তির সহিত সমুদয় ভাই ভগ্নী মিলে বারবার তোমার চরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কোন মিলনই হইল না।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৮ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ;
৩০শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

দয়াময় ঈশ্বর, অনাথশরণ, চিরকালের প্রভু, তুমি এই ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছ। আমরা তোমার গতিহীন সন্তান, আমাদের সদ্গতি করিয়া দাও। যদি তুমি আমাদের সকলকে ডাকিয়া থাক, তবে বলিয়া দাও, আমরা তোমার কার্য্য করিতেছি, আমরা তোমার চিহ্নিত দাস দাসী, এবং তোমার ব্রতে ব্রতী। যদি আমাদের সকলকেই তুমি ডাকিয়া থাক তবে কেন আমাদের পরস্পরের মধ্যে সেই মিলন হয় না, যাহা তোমার চিহ্নিতদিগের মধ্যে হওয়া উচিত? আমরা কত কাল হইতে পিতা বলে তোমাকে ডাকিলাম, এত কাল পরে তথাপি আমাদের মধ্যে ভাই ভগ্নীর মিলন হইল না। প্রভু বলিয়া ডাকিলাম, তথাপি দাস দাসীর মিলন হইল না, তবে আর কোন্ সম্পর্কে তোমাকে ডাকিব? তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া মনে করিলাম এক সময়ে আমাদের সকলের মনে পিতৃভক্তি এবং প্রেমোদয় হইবে, পরস্পরকে ভাই ভগ্নী বলিয়া সুখী হইব; কিন্তু তাহা হইল না, সকলে এক সঙ্গে তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিল না। আবার মনে করিলাম প্রভু বলিয়া তোমাকে ডাকিলে আমরা সকলেই তোমার চিহ্নিত দাস দাসী হইয়া সুখী হইব। এইরূপে আমরা ক্রমে ক্রমে তোমার পুত্র কন্যা, এবং দাস দাসীর নাম লইলাম বটে; কিন্তু আমাদের পরস্পরের মধ্যে না ভাই ভগ্নী, না দাস দাসীর কোন মিলনই হইল না। পিতা, এই প্রতিদিন যাঁহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া

তোমার পূজা করি ইহাঁদের সঙ্গেও এখনও প্রাণের মিলন হইল না। পিতা, তবে বুঝি আমরা স্বার্থপর হইয়া সমস্ত দিন নিজের নিজের অভীষ্ট সাধন করি। প্রভু, কে তোমার ভৃত্য হইতে চায়, তোমার ঘরে দাসী হইবার জন্য কাহার প্রাণ কাঁদিল, তুমি সকলই জান। পিতা, ইহা ত জানি কখনও সেই কাজ তোমার নহে, যাহা করিলে আমাদের পরস্পরের প্রাণ বিরোধী হয়। পিতা, বল তোমার কাছে কি এমন কোন মন্ত্র আছে, যাহা শুনিলে আমাদের পরস্পরের প্রাণ নিকট হইবে? হয় প্রেমে, নয় কার্য্যে মিলিত হইতেই হইবে। যদি এক দাসত্ব ব্রতে আমরা সকলেই দাস দাসী হইয়া থাকি, তবে আমাদের পরস্পরের প্রতি ক্রোধ, হিংসা কিরূপে সম্ভব হইবে? তোমার দাস দাসীর পরিবারের কুশল বৃদ্ধি কর, এই তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তোমার কার্য্য করিতে আসিয়াছি।

সায়ংকাল, সোমবার, ১৮ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক;
৩০শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় ঈশ্বর, এখন যে আর কাহারও কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না। তোমার দাসত্ব করা কি আমাদের সামান্য সৌভাগ্য? এই পৃথিবীতে আমরা অন্য কাহারও কার্য্য করিতে আসি নাই। কিন্তু নাথ, যদি আমরা সকলেই তোমার কার্য্য করিতাম, তবে কি পরস্পরের কার্য্য লইয়া শত্রুতা করিতে পারিতাম। পিতা, আমাদের

এই দুর্দ্দশা দূর কর। তোমার যে চরণ সেবা করি বলিয়া লোকের কাছে কপট হইয়া ভাণ করিলাম, যে চরণ উপলক্ষ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে কলহ বিবাদ করিলাম, তাহা আমাদের এই অবাধ্য মস্তকে স্থাপন কর। ঐ চরণ-ছায়াতে চিরদিন সুখী হইব এই আশা করিয়া ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া, ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত বারম্বার তোমার ঐ নির্ম্মল চরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুরাতন পাপের ভার।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৯শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক;
৩১শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে গুণনিধি দয়ার সাগর পিতা, তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে তুমি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, এই অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিয়া আবার আমরা কয় জন তোমার নিকট আসিলাম। দেখ আমরা কে? সেই তোমার পুরাতন সন্তান। অসংখ্যবার তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি, অসংখ্যবার আপনাদের মধ্যে অপ্রণয়, পাপ, জঞ্জাল আনিয়াছি, এখন কেমন করে তোমার সঙ্গে কথা কহিব? পুরাতন পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তোমার কাছে মিনতি করিতেছি। হে ঈশ্বর, যত দিন যাইতেছে ততই বুঝিতেছি, বাল্যকাল হইতে যে পাপ আমাদের কাছে প্রশ্রয় পাইয়াছে তাহা আমাদের অন্তরে নিজের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, এই জন্যই আমাদের এই পরিবার মধ্যে যে যে ব্যক্তি বাল্যকালে যে যে পাপ করিয়াছে, শীঘ্র তাহা ছাড়িতে

পারিতেছে না। পিতা, উন্নতির স্রোত অনেক পাপ ধৌত করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে; কিন্তু জীবনের গভীরতম স্থানে যে পুরাতন পাপ, সেখানে ত সেই স্রোত এবং প্রার্থনার বল পৌঁছিল না। সেই গূঢ়তম পাপ সকল যে এখন আমাদের প্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছে। সকলেই এখন সেই সকল পুরাতন পাপের ভারে পথের মধ্যে বসিয়া পড়িয়াছি, আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এই সময় যদি তোমার বিশেষ দয়া আসিয়া পুরাতন পাপ সকল দূর করিয়া দেয় তবেই আবার যাত্রী হইয়া চলিতে পারি। বারবার আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই সকল পুরাতন, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ইত্যাদি রিপুর হস্তে পড়িয়া মরিতেছি। এক একবার তোমার প্রেমের ঘর প্রস্তুত হয় হয়; কিন্তু আমরা কয় জন লাগিয়া আবার তাহা ভাঙ্গি। কেন ভাঙ্গি তাহা তুমি জান, কেন না তুমি দেখিতে পাও, এই দুরন্ত সন্তানেরা আবার পুরাতন পাপ বাহির করিতেছে। হে ঈশ্বর, রক্ষাকর্ত্তা তুমি, বিপদকালে রক্ষা কর। আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে এই পুরাতন পাপগুলির মূলোৎপাটন কর। আর যেন আমাদের ভিতরে অহঙ্কার স্বার্থপরতা না থাকে। সমুদয় কণ্টক-গুলি বাহির করিয়া ফেল। নিষ্কণ্টক হইয়া আমরা তোমার প্রেম-রাজ্যে চলিয়া যাই। পুরাতন কলঙ্ক, পুরাতন জঞ্জাল কাড়িয়া লইয়া এই ভাই ভগ্নীগুলিকে সংশোধন কর। সকলের হৃদয়কে গুপ্ত পাপ হইতে মুক্ত কর। পুরাতন বিঘ্ন সকল বিদায় করিয়া দাও, পথ পরিষ্কার করিয়া, যাত্রীদের হাত ধরিয়া, তোমার প্রেমমন্দিরে লইয়া যাও, তোমার নিকট এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভ্যস্ত পাপ দূর কর।

সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ১৯শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক ;
৩১শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

পিতা, তোমার বিশেষ করুণার তরঙ্গ পাঠাও একেবারে আমাদের পুরাতন পাপ সকল ধৌত হইয়া যাক্। স্বর্গ হইতে তুমি এমন এক ঢেউ পাঠাও যে, তাহাতে প্রাণের ভিতরের কলঙ্ক চলিয়া যাইবে। দেখিলে ত আমাদের নিজের চেষ্টায় মনের চিরকালের অভ্যস্ত পাপ দূর হয় না। তুমি দয়া কর, তোমার প্রেমের তরঙ্গে আমাদের দুর্জ্জয় পাপাসক্তি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইবে। হে ঈশ্বর, কবে এই আশ্রম যথার্থ স্বর্গধাম হইবে? যদি এ সকল নর নারীর প্রাণের মধ্যে সেই সকল পুরাতন পাপের দুর্গন্ধ রহিল, তবে যে তোমার ইচ্ছা অসম্পন্ন রহিল। পিতা, বল দাও, আর আমরা বাল্যকালের সেই পুরাতন অভ্যস্ত পাপ সকল লুকাইয়া রাখিব না। তোমার অস্ত্রে সেই সমুদয় কাটিয়া ফেলিব। আমরাও সুখী হইব, ভাই ভগ্নীরা দেখিয়াও সুখী হইবেন। এই আনন্দে, এই সুখে, তোমার স্বর্গে পরলোকে চলিয়া যাইব, এই আশা করিয়া সকলে মিলে তোমার নিষ্কলঙ্ক চরণে আমরা বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সময় থাকিতে উপায় কর।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ২০শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক ;
১লা এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু, এই যে তুমি আমাদের ঘরে বসিয়া আছ প্রার্থনা শুনিবার জন্য। হৃদয়ে শুভবুদ্ধি প্রেরণ কর, যেন ভাল মনে তোমার কাছে প্রার্থনা করিয়া আমরা কয়টী ভাই ভগ্নী বাঁচিয়া যাই। হে পিতা, তোমার কাছে প্রার্থনা করা অপেক্ষা মিষ্টতর আর কিছুই নাই। যদি সন্তানদিগকে প্রার্থনা করিবার অধিকার দিলে, তবে অধিক বয়স না হইতে কিসে আমাদের পরিত্রাণ হইবে, তাহা শিখিবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে বল দাও। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠিত হইতে চলিল, দীনবন্ধু, একবার যদি মনের চরিত্র পাথরের মত কঠিন হইয়া গঠিত হয়, তবে কি আর অধিক বয়সে ভাল হইতে পারিব ? হে ঈশ্বর, এই সময়ে আমাদের মনে যথার্থ বিশ্বাস, এবং যথার্থ আশা দাও, নইলে কৃত্রিম বিশ্বাস এবং কল্পিত আশা আমাদের হৃদয়ে চির বাস করিবে। যথার্থ পবিত্র ভালবাসা আমাদের মধ্যে দাও, নইলে সেই মিথ্যা ভালবাসা আমাদের জীবনের অংশ হইয়া যাইবে। প্রাণ মন আরও কঠিন হইলে তোমার নূতন ভাব গ্রহণ করিতে পারিব না, তখন স্বর্গের উত্তম উত্তম সমাচার শুনিলেও মন বিগলিত হইবে না। অল্প বয়সে মন যখন প্রেমে আর্দ্র এবং কোমল ছিল, পিতা, তখন যদি তোমাকে এবং ভাই ভগ্নীদিগকে ভালবাসিতে শিখিতাম, তাহা হইলে আর আমাদের এই দুর্দ্দশা হইত না। এত কাল তোমার সন্তানদিগকে অবজ্ঞা এবং অশ্রদ্ধা

করিয়া আসিয়াছি, তাই এখন এই কঠিনতা দূর করা আমাদের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আবার এখনকার সময়ে যে চরিত্র সংগঠিত হইতে লাগিল, ইহার ফল ত্রিশ চল্লিশ বৎসর অথবা যে যত দিন এই পৃথিবীতে বাঁচিবেন, ভুগিতে হইবে। অতএব দীননাথ, এখন হৃদয়কে কোমল এবং প্রাণকে মধুময় করিয়া দাও। সমুদয় প্রাণের ভাই ভগ্নীদিগকে লইয়া তোমার প্রেমধামে গিয়া সুখী হই। নতুবা বয়োবৃদ্ধি সহকারে প্রাণ কঠিন হইলে বড় দুঃখ পাইব। প্রেমসিন্ধু, যখন দেখিব কাহারও হৃদয়ে তোমার স্বর্গীয় প্রেম আসিল না, তখন যে হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। দুই প্রকার বিশ্বাস আছে আমরা দেখিয়াছি, এক প্রকার বিশ্বাস মনকে তুষ্ট করিতে পারে, তাহা আমাদের আছে; কিন্তু যে বিশ্বাস হইলে মনুষ্য জগতের জন্য জীবন দিতে পারে, সেই যথার্থ বিশ্বাস আমাদের হয় নাই; তাই একটু দুঃখ যন্ত্রণা এবং অপমানের মেঘ দেখিলে আমরা অধীর এবং রাগান্বিত হইয়া উঠি। তেমন যদি বিশ্বাস হইত—আশ্রমের জন্য, ভাই ভগ্নীদের জন্য, প্রফুল্ল মনে প্রাণ দিতাম। এখনও আমরা কৃত্রিম বিশ্বাসে প্রবঞ্চিত হইতেছি। হে সত্যস্বরূপ, পবিত্র প্রেমের আধার ঈশ্বর, ক্রমে ক্রমে আমাদের মনের স্বভাব চরিত্র গঠিত হইতে লাগিল, এই সময়ে সকলের প্রতি তুমি অকৃত্রিম ভালবাসা আনিয়া দাও, নতুবা মন আবার সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং নাস্তিকতার মধ্যে পড়িয়া সংসারী হইয়া উঠিবে। এই যৌবনকালে সম্পূর্ণরূপ স্বর্গীয় প্রেমে বিগলিত হইয়া তোমার দাস দাসী হইলে, পরে আমরা বড় সুখী হইব। অতএব এই সময়ে তোমার যাহা করিবার করিয়া লও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এখনই ভাল কর।

সায়ংকাল, বুধবার, ২০শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক ;
১লা এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

কাল ভাল হইব এই দুর্ব্বুদ্ধি হইতে সকলকে রক্ষা কর। কেন না, কাল যদি শরীর মন প্রতিকূল হয় তবে ত তোমার কার্য্য উদ্ধার হইল না। এখনই এই দুঃখী ভাই এবং দুঃখিনী ভগ্নীদিগকে কৃত্রিম প্রেম ছাড়িয়া যথার্থ ভালবাসা ধারণ করিতে শিক্ষা দাও, তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে পরস্পরকে কত ভালবাসা যায়, এই আশ্রমে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সকলের মন আকর্ষণ করিতে পারিব। এই আশা করিয়া সমুদয় ভাই ভগ্নী মিলে ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র চরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভাঙ্গা ঘরের সংস্কার কর।

শুক্রবার, ২২শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক ; ৩রা এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

করুণাসিন্ধু, দীন হীন পাপী তাপীদিগের গতি, এই দেখ তোমার শ্রীচরণতলে আমরা আসিয়া বসিয়াছি ; সেই তোমার পুরাতন সন্তান-দিগের পুরাতন পাপদগ্ধ মুখ দেখ। আমাদের পরিত্রাণের জন্য তোমাকে আবার ডাকিতেছি। পিতা, আমরা তোমার বিধানের উপযুক্ত হইলাম না, তুমি তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দিলে। আমরা এত দিন যে প্রেমের ভাণ করিতাম তাহা কিছুই নহে—তুমি

বুঝাইয়া দিলে। বালির উপরে আমরা ঘর নির্ম্মাণ করিতেছিলাম, তাই পরীক্ষারূপ ভয়ানক ঝড় আনিয়া মূর্খদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে। আশ্রমে যাহারা যে ভাবে আসিয়াছিল তাহাদের মনের জঞ্জাল দেখাইয়া দিলে, আমাদের প্রচার কার্য্যের কোথায় কি দোষ দুর্ব্বলতা আছে সমুদয় স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিলে। আমরা কল্পনা দ্বারা এত অহঙ্কারী হইয়া পড়িয়াছিলাম, এত সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে, যদি তুমি দেখাইয়া না দিতে মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত আমাদের বিপদ বুঝিতে পারিতাম না। পিতা, ভয়ানক দেখাইলে। ভাই ভগ্নী যাঁহারা এত কাল একত্রে তোমার ঘরে বাস করিলেন, তাঁহারা পরস্পরকে বিশ্বাস করেন না। প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, সংসারের সামান্য সামান্য কার্য্যেও তাঁহারা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। ইহারই নাম আশ্রম, ইহারই নাম ব্রাহ্মসমাজ? যদি তুমি নিজে দেখাইয়া না দিতে আমরা কপট হইয়া আরও পরস্পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতাম। যখন রোগ দেখাইয়া দিয়াছ, তখন অবশ্যই তুমি আমাদিগকে ভাল করিবে। এত অবিশ্বাস আমাদের মধ্যে ছিল। ভগ্নীকে ভাই মানিলেন না, ভাইকেও ভগ্নী বিশ্বাস করিলেন না; তাই পরস্পরকে ছাড়িয়া, আশ্রম ভাঙ্গিয়া, চলিয়া যাইতে লাগিলেন। যদি এই ঘর অবিশ্বাসীদের ঘর বলিয়া শূন্য হইয়া যায় তবে কি তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে? পিতা, তোমার দণ্ড আসিয়া যাহাতে তোমার অবাধ্য সন্তানদিগের হিতকর হয়, তুমি তাহার বিধান কর। সন্তান-দিগের লজ্জিত, অপমানিত মুখ তুমি দেখ। কি প্রকার অপ্রেম, বিয়োগের ভাব তাঁহাদের মধ্যে আসিয়াছে, তোমাকে ডাকিয়া দেখাইতেছি। প্রভু, কবে আমাদের ভাঙ্গা ঘরখানির আবার

সংস্করণ হইবে। নৌকা ভাঙ্গিল, ঘোর বিপদ, তুফানে পড়িলাম, কবে আবার ভাই ভগ্নীদিগকে লইয়া এই বিপদ-সাগরের উপকূলে তোমার ব্রহ্মদেশে পৌঁছিব? তোমার বিধানের শাস্ত্রে সম্পূর্ণ আশার কথা লেখা আছে। দুরন্ত অবিশ্বাসীদিগকে আশার মন্ত্র দিয়া রক্ষা কর। তোমার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস উদ্দীপন কর। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর। দয়াময়, যেন এই পরীক্ষার পর সকলের প্রাণ তোমার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসী এবং প্রেমিক হয় এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৩শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক;
৪ঠা এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

মঙ্গলময় পিতা, তোমার সন্তানগণ তোমার কাছে কাতর অন্তরে মিনতি করিতেছে। সুখময়, দয়াময় তুমি। তুমি দয়া করিলে আমরা সুখী হইব। তোমার কাছে মনের সহিত প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই আমাদের দুঃখ দূর হয়। পিতা, তুমি ত আমাদের কাছে সাধুতা আগে চাও না; তুমি যে আমাদের কাছে বিশ্বাস চাও। তোমাকে যে বিশ্বাস করে না তুমি কিরূপে তাহাকে ভাল করিবে। তোমার হাতে সর্ব্বস্ব দিয়া যে তোমাকে বিশ্বাস করিল না, তুমি কেমন করে তাহাকে তোমার বলিয়া গ্রহণ করিবে? প্রভু, বিশ্বাস যে তোমার রাজ্যের একমাত্র লক্ষণ। সে তোমাকে যৎপরোনাস্তি

অপমান করে, যে প্রাণের সহিত তোমাকে পিতা বলিয়া বিশ্বাস করে না। পৃথিবীতেও কেবল সেই সকল ব্যক্তি আমাদের, যাঁহারা আমাদিগকে বিশ্বাস করেন। পিতা, দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যাঁহাদের লইয়া দশ পনর বৎসর একত্রে তোমার কার্য্য করিলাম এখনও তাঁহাদের বিশ্বাস পাইলাম না। মুখে প্রেম প্রণয় আছে বলিলে কি হইবে, যদি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস না থাকে। এত দিনেও যদি বিশ্বাস না পাইলাম তবে স্থির হইল আমাদের মধ্যে বিশ্বাস-যোগ্য কেহ নাই। কাহাকেও মনের বিশ্বাস দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। এতই কি আমরা অপরিচিত রহিয়াছি যে পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারি না? বিশ্বাস না দিলে, কেবল প্রণয় দিয়া ত কেহ আপনার হয় না। যে যাকে বিশ্বাস করে না উভয়েরই মন সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকে। অনেকের আশ্রমের উপর বিশ্বাস নাই, পরস্পরের উপর বিশ্বাস নাই, পিতা, ইহা তুমি স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছ। সন্দেহের ভূমি হইতে ইহা তুমি এখন প্রমাণের ভূমিতে আনিয়াছ। পিতা, যদি আমরা পরস্পরকে প্রাণের বিশ্বাস না দি, তবে বাহিরের কপট প্রণয় শীঘ্র দূর করিয়া দাও। হে দীনবন্ধু, যদি পরস্পরকে জঘন্য বলিয়া অবিশ্বাস করিলাম, তবে কোথায় তোমার প্রেমরাজ্য, কোথায় আমাদের ভ্রাতৃভাব, কোথায় বা আমাদের ভগ্নীভাব? এস, প্রেমসিন্ধু, বিশ্বাস-সূত্রে আমাদিগকে বাঁধিয়া লও। যাতে ভাই ভগ্নীদিগকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর। যাঁহাদিগকে তুমি আনিয়া দিয়াছ, ইহাঁদিগকে অবিশ্বাস, অগ্রাহ্য কিম্বা অবহেলা করিলে, কিম্বা ইহাঁদের প্রতি অযথা ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই আমরা মরিব। সামান্য লোক ইহাঁরা নন। তোমার লোক

বলিলেই আমাদের লোক বলা হইল। পিতা, যদি তুমি গুরু হয়ে সকলকে বিশ্বাস শিক্ষা দাও, তবেই আমরা তোমার সুখরাজ্য বিস্তার করিতে পারিব। ধন্য দয়াময়!

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশ্বাসের আকর্ষণ।

সায়ংকাল, শনিবার, ২৩শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক;
৪ঠা এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

দয়াময়, তোমার পক্ষে এই আশ্রম অতি প্রিয়, তাই তুমি আমাদের সঙ্গে আসিয়া বাস কর। যাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিয়া তুমি এখানে আনিয়া দাও, কেন আমরা তাঁহাদিগকে ভালবাসি না। কেমন করে আমরা এক পরিবার হব যখন পরস্পরকে আমরা অবিশ্বাস করি। প্রেমসিন্ধু, তাই কাতর প্রাণে তোমার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি যদি স্বর্গ করিবে তবে দীন দুঃখীদের অন্তরে বিশ্বাস পাঠাইয়া দাও। পরস্পরকে চিনিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, কাণা হইয়া রহিয়াছি। হে প্রেমসিন্ধু, অন্ধদিগকে চক্ষু দাও। তোমার পুত্র কন্যা বলিলে কি ভাবে তাঁহাদিগকে দেখিতে হয় দেখিয়া লই। বিশ্বাস ভিন্ন কেহ কখনও কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। সকলকে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসী এবং পরস্পরের প্রতি প্রেমিক করিয়া লও। তোমার ঐ মুক্তিপ্রদ শ্রীচরণ আমাদের অবিশ্বাসী মস্তকের উপর স্থাপন কর। ঐ চরণতলে আমরা সকলে বিশ্বাসসূত্রে বদ্ধ হইয়া বাস করিব। অবিশ্বাসের চিন্তা, অবিশ্বাসের

বাক্য, এবং অবিশ্বাসের কার্য্য আর আমাদের জীবন কলঙ্কিত করিতে পারিবে না। দিন দিন তোমার প্রতি এবং ভাই ভগ্নীদের প্রতি বিশ্বাসের আকর্ষণ, প্রাণের আকর্ষণ, গাঢ়তর এবং মধুময় হইবে। ক্রমে ক্রমে তোমার প্রেমে বিগলিত হইয়া এক একটী করিয়া সকলকে প্রাণের মধ্যে টানিয়া আনিব, এই আশা করিয়া সকল ভাই ভগ্নীর হস্ত ধারণ করিয়া, ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণতলে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কৃতজ্ঞতার অভাব।

সোমবার, ২৫শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক; ৬ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর, আমরা অনেক প্রকারে তোমার উপরে দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিলাম। নির্জ্জনে সজনে আশ্রমে তোমাকে অনেকবার অবিশ্বাস করিলাম। এত পরীক্ষায় তোমাকে আনিয়া আমরা কি তোমার কোন দোষ পাইয়াছি? আমাদের প্রতি কি তোমার যত্নের কোন ক্রটী দেখিয়াছি? তুমি যে সত্যগুলি শিখাইয়া দিয়াছিলে, স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য যে সকল অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তাহা কি লঙ্ঘন করিয়াছ? তোমার আশ্রমবাসীরা তোমাকে যেরূপ কঠোর পরীক্ষা করিল, জগতের কোন ভক্তমণ্ডলী কর্ত্তৃক কি তুমি এমন পরীক্ষিত হইয়াছ? তোমার স্বর্গের এত সৌন্দর্য্য দেখাইলে, তোমার স্বর্গের এত সুমিষ্ট কথা শুনাইলে; কিন্তু কিছুতেই ইহাঁরা তোমার হইলেন না। এমন অকৃতজ্ঞতার উদাহরণ

ত পৃথিবীর আর কোথাও নাই। তুমি যেমন কত আদর করিয়া কাছে আসিলে, আমরা তেমনই নিষ্ঠুর হইয়া তোমাকে তাড়াইয়া দিলাম। তোমার দোষ এই যে তুমি আমাদিগকে অত্যন্ত ভালবাস, এবং এত সুখ সম্মান দাও যে পৃথিবী কখনই দিতে পারে না। দুঃখী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের শরীর মন সুখে রাখিবে বলিয়া, অট্টালিকাতে ভাল বাড়ীতে আনিয়া, স্বর্গে যত অমৃত আছে তাহা কলসে কলসে পূর্ণ করিয়া আনিয়া, তাহাদের শুষ্ক অন্তরে ফেলিয়া দিলে। কিন্তু দীননাথ, এত সুখ কেন দিলে, এত দয়া কেন করিলে? এত দয়া করিলে বলিয়াই বুঝি তোমার দুঃখী সন্তানেরা তোমাকে মানে না। দুঃখীদিগকে একটু সুখ দিলে তাহারা কত ধন্যবাদ করে; কিন্তু আমাদিগকে সুখ-সাগরে ডুবাইয়া রাখিলে তথাপি আমরা কৃতঘ্ন হইলাম। যদি মৃত্যুর সময়—তোমার এই আশ্রম হইয়াছে—কেবল এই শুভ সমাচার শুনিতাম, উল্লাসে হৃদয় পূর্ণ হইত। যদি জন্মের মধ্যে দুই একদিন এই আশ্রমে তোমার পুত্র কন্যাদের সঙ্গে তোমার উপাসনা করিতাম, প্রাণ আনন্দিত হইত, আত্মার গূঢ়তম পাপ চলিয়া যাইত। যদি একাকী কোন শ্মশান মধ্যে পড়িয়া থাকিতাম, আর যদি এই আশ্রমের দুই একটী ভাই ভগ্নীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া ডাকিতাম, কত সুখী হইতাম; কিন্তু আমরা না কি সর্ব্বদাই সকলের সঙ্গে আছি তাই বুঝি ভাই ভগ্নীদিগকে অনাদর করিলাম। এখন না কি প্রতিদিন নূতন নূতন সত্য শুনি তাই বুঝি সত্যের অনাদর হইল। তোমার সত্যের তোমার সুখের অসদ্ব্যবহার করিয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা হইল। এত সুখ এত সম্পদ পেয়ে সকলে এত গর্ব্বিত এবং অহঙ্কারী হইয়াছি। তাই একদিন একটু ভাল আহার করিতে

না পারিলে আমাদের প্রাণান্ত হয়। প্রতিদিন রাজার মত এ পৃথিবীতে থাকিয়া এত সুখ পাইয়াছি তাই বুঝি আমাদের অধোগতি হইল। দুঃখী গরিব ভিখারীর মত ভাল মানুষ হয়ে তোমার চরণতলে পড়ে থাকিব। এই অহঙ্কার এই স্পর্দ্ধা আর দেখা যায় না। আমরা পাপী হইয়া এত সুখী হইলাম কেন? আমাদের জীবনে ধিক্! কোথায় আমরা শেষ দশায় বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখাইব, না সুখ সম্পদ পাইলে মনুষ্য কেমন অহঙ্কারী এবং অকৃতজ্ঞ হয়, আমরা জগৎকে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। পিতা, শীঘ্র ভাই ভগ্নীদিগকে অহঙ্কার অকৃতজ্ঞতা হইতে রক্ষা কর। বিনয়, কৃতজ্ঞতা শিক্ষা দাও। একটী সুখ যে দিন দিবে, সে দিন যেন প্রাণ অধিকতর বিনয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়। দেখ, সুখ, সৌভাগ্য হইয়াছে বলিয়া যেন তোমার আশ্রমবাসী সন্তানেরা অবিনয়ী এবং অকৃতজ্ঞ হইয়া না মরে। পিতা, তোমার আশ্রম তুমি রক্ষা কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরস্পরের সুখে সুখী।

বুধবার, ২৭শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক; ৮ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

কৃপানিধান পরম পিতা, তোমার সন্তান হইয়া তোমার কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। চিরকালই তোমার সন্তানেরা কেবল তোমার কাছে ভিক্ষা করিয়াই সুখী এবং পবিত্র হইয়াছেন। তাই সেই পুরাতন উপায় প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি। আশা করি তোমার কাছে প্রার্থনা করিয়া ভাল হইব।

যদি তোমার প্রেমে মগ্ন না হইতাম, যদি তোমার মিষ্ট কথা না শুনিতাম, তাহা হইলে এ জীবন কেমন ভারবহ হইত। তুমি যেমন আমাদিগকে ভালবাস, তুমি যে প্রকার উপাসনার সময় আমাদের কাছে উপস্থিত হও, তুমি যে ভাবে আমাদিগকে বিপদ, কঠোর পরীক্ষা হইতে সমস্ত দিন রক্ষা কর, সেইরূপ যদি ভাই ভগ্নীরাও আমাদের মুক্তি পথের সহায় হইতেন, তাহা হইলে আরও কত সুখী হইতাম। যাঁহারা তোমার ভক্ত সন্তান, তাঁহারা যে পরস্পরের কাছে সুখ পান। তোমার কাছে বসিয়া যেমন আমরা সুখী হই তেমনই তোমার সন্তানদের কাছে বসিয়া কবে সুখী হইব? তোমাকে যেমন বিশ্বাস হয় যে, তুমি আমাদিগকে সুখে রাখিতে চাও—তাঁহারা যে সর্ব্বদা আমাদিগকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন তাহা ত বুঝি না। তুমি দেব দেব মহাদেব হইয়া আমাদের এত উপকার করিতেছ; কিন্তু আমাদের ভাই ভগ্নীরা সেরূপ করেন না। ঘৃণা করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন। কবে ভাই ভগ্নীরা পরস্পরকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করিবেন? সেই পরিবারে থাকিতে বড় ইচ্ছা হয়, যে পরিবারে সকলেই অন্য সকলকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করেন। যদি কোথাও তোমার সেই সুন্দর পবিত্র পরিবার থাকে, সেখানে আমাদিগকে স্থান দাও। পিতা, আশা করিয়া রহিয়াছি, এই পরিবার সেই আদর্শ পরিবার হইবে। কিন্তু তুমি দেখিতেছ এই পরিবার এখনও তেমন হয় নাই। এখনও ইহার মধ্যে ভয়ানক স্বার্থপরতা রহিয়াছে, এখনও সকলেই আপনার আপনার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে, একজন আর একজনকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করে না। পিতা, এই শ্মশানকে তুমি প্রেম পরিবার কর। এই স্বার্থপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মা-

গুলিকে তুমি পরস্পরের প্রতি প্রেমিক কর। তাহা হইলে যেমন তোমার মুখের কথা শুনিলে বিশ্বাস হয়, তেমনই পরস্পরের কথা শুনিলেও বিশ্বাস হইবে। যেমন উপর হইতে তুমি আশীর্ব্বাদ করিবে, তেমনই নীচে তোমার সন্তানেরা পরস্পরকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। সকলের মন ফিরাইয়া দিয়া আমাদিগকে দুঃখী বলিয়া তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নব বর্ষ।

স্বর্গের সম্পর্ক স্থাপন।

সোমবার, ১লা বৈশাখ, ১৭৯৬ শক ; ১৩ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে কৃপাসিন্ধু পরম পিতা, তোমার সঙ্গে দেখা করিতে, তোমার কাছে ভিক্ষা করিতে আমরা আসিয়াছি। আমাদের একটী কথা যদি তোমার কাণে প্রবেশ করে, আমরা নিশ্চিন্ত হই। কেন না তখন বুঝিলাম যাঁহার শুনিবার তিনি শুনিলেন। তোমার কাছে মনের দুঃখ বলিলেই তাহা ঘুচিয়া যায়। প্রেমসিন্ধু, গত বৎসর যেরূপে কাটাইয়াছি তাহা ত তোমার অবিদিত নাই। এই আশ্রমের ভাই ভগ্নীরা পরস্পরের প্রতি কেমন ব্যবহার করিয়াছেন তোমার তাহা মনে আছে। পুরাতন বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু ইহার মধ্যে যে আমরা পাপ পুণ্য করিয়াছি তাহা রহিয়াছে। পিতা, বল দাও, উৎসাহ দাও, এমন প্রার্থনা করিতে আর ইচ্ছা হয় না, কেন না এই নির্জ্জীব অবস্থায় তোমার কাছে প্রার্থনা করিলে কেবল হৃদয়ের অসাড়তা আরও বৃদ্ধি করিব ; কিন্তু কি করি, জীবনের আশা ভরসা, সুখের আশা ভরসা যে এই আশ্রমের উপর রাখিয়াছি। যদি এখানে সেই স্বর্গের পরিবার না হয় তবে যে জীবনের গভীরতম স্থানে আঘাত লাগিবে। পৃথিবী দেখে নাই যাহা তাহা এই আশ্রমে হইবে। তোমাকে দেখিবার জন্য ভাই ভগ্নীরা একত্র থাকিলে কেমন সুন্দর একটী পবিত্র প্রেম পরিবার হয় এই আশ্রমে তাহা দেখাইবে। যদি

এখানে আমাদের এই আশা পূর্ণ না হয়, তোমার যাহা আজ্ঞা তাহাই পালন করিতে হইবে ; কিন্তু তোমার কথা, স্বর্গরাজ্যের কথা মিথ্যা নহে। আশ্রম নির্ম্মাণ করিবেই তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা ভিন্ন যে আমরা বাঁচিব না। এখন বুঝিয়াছি ঘোর বিপদ এবং ঘোর নিরাশার মধ্যেও তুমি আমাদের প্রাণের বিশ্বাস এবং প্রাণের আশাকে বিনষ্ট হইতে দিবে না। প্রভু, সেই জন্য তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি, বাহিরের অবস্থার উপরে যেন আমাদের প্রাণ নির্ভর না করে। বাহিরের সকলেই প্রতিকূল হইল এই জন্য আমরা পুণ্যবান পুণ্যবতী হইতে পারিলাম না, এই কথা যেন আর আমাদের মুখ হইতে বিনির্গত না হয়। সকলে যদি বাধা দেয়, সমস্ত আশ্রম যদি মন্দ হয় তথাপি আমাকে ভাল হইতে হইবে। কেহ যদি স্বর্গে না গেল আমি কি স্বর্গে যাইব না ? আমরা এই কথা আশ্রমে সিদ্ধান্ত হইতে দিলাম যে আমরা পরস্পরের শত্রু হইলাম। এই সকল শত্রুরা যদি আহার সম্পর্কে এবং সংসারের অন্যান্য ব্যাপার সম্পর্কে বাধা না দিত কখন আমরা স্বর্গে যাইতাম, আশ্রমের কি ভয়ানক কলঙ্ক হইল ? আমরা পরের জন্য স্বর্গে যাইতে পারি না। তুমি প্রেমিক, আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, বল, অন্যের দোষে যথার্থই কি আমাদের শান্তি হইতেছে না। সমস্ত আশ্রম যদি অগ্নিকুণ্ড হয়, আর তুমি যদি প্রাণের মধ্যে শান্তি পুণ্য দিয়া কাহাকেও সুখী কর তিনি স্বর্গে যাইবেনই যাইবেন। পিতা, তবে এই কথা আর শুনিব না যে, পরের জন্য অন্তরে প্রেম শান্তি থাকে না। অন্যে বাধা দেয় এ সব মিথ্যা কথা। এই নব বর্ষের প্রথম দিন হইতে আমরা একান্ত মনে যেন অধিক কথা ছাড়িয়া অন্যের কাছে সাহায্য পাই আর না পাই,

সকলের দাসত্ব করিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে স্বর্গের সম্পর্ক স্থাপন করিব। সকলে যদি আমার শত্রু হন কাহারও প্রতি আমার নিজের প্রাণ মলিন হইতে দিব না। কিছুতেই তোমার প্রতি, এবং ভাই ভগ্নীদের প্রতি আমার প্রেম হ্রাস হইতে দিব না। পরের জন্য আমার মন ভাল হইল না এ কথা মুখে আনিব না। দয়াময়, যেন আমরা সকলেই তোমাকে অন্তরে রাখিয়া সুখী হই এবং শীঘ্র আমাদের দুঃখের পাপের জীবন শেষ হয় এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভালবাসার গভীর আনন্দ।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ৩রা বৈশাখ, ১৭৯৬ শক;
১৫ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

এখনও তোমার বিধানের অনুগত হইলাম না, তবে কি পরলোকে যাইবার সময় এই দেখিয়া যাইব যে, তোমার কার্য্য অসম্পন্ন রহিল? ভাই ভগ্নীরা ভালবাসা পান নাই বলিয়া আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবেন? পিতা, তুমি যে অনেকবার—তোমাকে এবং ভাই ভগ্নীদিগকে ভালবাসিলে কত গভীর আনন্দ হয়—তাহা বুঝাইয়া দিয়াছ। সেই প্রেমের সুখ চিরস্থায়ী করিয়া দাও। যদি কেহ ভাল না বাসে তথাপি সকলকে ভালবাসিলে কত সুখ শান্তি হয়, নাথ, তুমি তাহা আমাকে এবং আমার ভাই ভগ্নীদিগকে শিক্ষা দাও। তুমি যদি মিলন করে দাও তবে সকলের সঙ্গে মিলন হবে। ভালবাসার

গম্ভীর আনন্দ তুমি আমাদের সকলকে আনিয়া দাও। আমরা কয়েকটী ভাই ভগ্নী মিলে সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্মশান হইতেও ভয়ঙ্কর।

সায়ংকাল, বুধবার, ৩রা বৈশাখ, ১৭৯৬ শক ;
১৫ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে মঙ্গলময় পিতা, প্রেমের আধার, তোমার হস্তের সামগ্রী এত অপ্রেমিক হইবে ইহা কি তুমি মনে করিয়াছিলে? আমরা এত সাধন ভজন করিলাম, অবশ্যই তোমার ঘরখানিকে প্রেমের আধার করিয়া তুলিব। কিন্তু প্রেমসিন্ধু, প্রেম যদি তুমি না দাও তবে কি আমরা সুখী হইব? এই যে আমরা কলহ বিবাদ করিতেছি, ইহা এই আশ্রমের প্রাণত্যাগের পূর্ব্বলক্ষণ হইয়া উঠিল। যদি স্বর্গ হইতে জলপ্লাবনের মত প্রেম পাঠাও তবেই আশ্রম বাঁচিবে। প্রতিজনকে ডাকিয়া প্রেমরত্ন দাও, নতুবা শ্মশান হইতেও আশ্রম ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। আমাদের আশ্রমটী প্রেমিক হউক। আশ্রমের সকলে ভালবাসা শিক্ষা করুন। সকলে ভালবাসিয়া সুখী হউন! তোমার প্রসাদে যথার্থ পবিত্র প্রেম কাহাকে বলে শিখিব। প্রত্যেকে এই কথা বলিবেন, আমাকে সেই ভালবাসা কেহ দিক্ আর না দিক্, আমি সকলকে সেই ভালবাসা দিব। তাহা হইলে তোমার ভালবাসার জয়ধ্বনি করিতে করিতে আনন্দ মনে আমরা পরলোকে চলিয়া

যাইব। এই আশা করিয়া ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশার মন্ত্র।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ৮ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক ;
২০শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াল পিতা, তোমার উপাসনা ঘরে বসিয়া বিনীত ভাবে তোমার মুখের পানে তাকাইয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি। হে দেব, প্রসন্ন হইয়া পাতকীদের কথা শ্রবণ কর। হে দীনগতি, পাপীর পরিত্রাতা, সংসার-সাগরের আশা ভরসা কেবল তুমি। আশার দেবতা হইয়া নয়নের কাছে বসিয়া আছ, ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভেই তুমি আশার মন্ত্র দিয়াছ। অন্ধকার মধ্যে যেন এই আশ্রমটী প্রফুল্ল চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হয়, হে ঈশ্বর, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। নাথ, তুমি চিরকালই জ্যোতি দেখাইয়া আসিতেছ, কিন্তু তোমার পুত্র কন্যারা কি কেবলই অন্ধকার দেখাইবেন? তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিলে মন সহজেই প্রসন্ন হয়; কিন্তু তোমার পার্থিব পরিবারের কাছে বসিলে কি চিরকালই দুঃখ শোক যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইবে? তোমার কাছে বসিলে যেমন সুখ হয় তোমার সন্তানদিগের কাছে বসিলেও কবে তেমন সুখ হইবে? স্বর্গে তুমি যেমন চন্দ্র, পৃথিবীতে তোমার পরিবারও কবে সেইরূপ চন্দ্র হইবে? মঙ্গলময়, তোমার প্রদত্ত এত আশা এবং এত তেজের মধ্যে যেন আমাদের মন নিরাশা এবং

নির্জ্জীবতায় মুহ্যমান না হয়। চিরকালই ধর্ম্মরাজ্যে তোমার ভক্তেরা কোটি মুখে আশার কথা বলিয়া আসিয়াছেন। তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছি আরও অনেক উৎসাহ এবং সুখের ব্যাপার দেখিব। পৃথিবীর সহস্র যন্ত্রণার ভিতরেও তোমার আশার কথা শুনিব। সেই আশা পথ অবলম্বন করিয়া আছি। সকল মেঘের মধ্যে তুমি বসিয়া আছ, মৃত্যুর মধ্যেও তুমি থাক। আমাদের ভয় কি? পিতা, শীঘ্র আশ্রমবাসীদের সদ্গতি করিয়া দাও, এই তোমার চরণে প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শান্তি ও কুশলের পরিবার।

সায়ংকাল, সোমবার, ৮ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক;
২০শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমিকদিগের এবং অপ্রেমিকদিগের প্রেমময় ঈশ্বর, যাহারা তোমাকে ভালবাসে তাহাদিগকে তুমি ভালবাস, যাহারা তোমাকে ভালবাসে না তাহাদিগকেও তুমি ভালবাস। কিন্তু দেখ পিতা, আমরা পরস্পরকে ভালবাসিতে পারি না, তাই তোমার এমন সুন্দর আশ্রমকে আমরা ছারখার করিলাম। ভাই যেমন হউক, ভগ্নী যেমন হউক ভালবাসিব। সকলে আশা, প্রেম ও প্রসন্নতা সাধন করিব। এবং এইরূপে একটী শান্তি ও কুশলের পরিবার হইয়া জগৎকে দেখাইব—তোমার নামে কি হইতে পারে। এই আশা করিয়া সকল ভাই ভগ্নী মিলে ভক্তির সহিত তোমার চরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আরও চাই।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ১০ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক ;
২২শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমের আধার, তোমাকে দয়াময় বলিয়া ডাকিতে আমরা শিখিয়াছি। তোমার সেই নামটী অতি মিষ্ট। হে দয়াময়, হৃদয়ের ভিতরে বস, চক্ষের ভিতরে প্রকাশিত হও। কৃপা করিয়া আমাদের কথাগুলি শ্রবণ কর। যতই দিন যাইতেছে ততই বুঝিতেছি, তোমাকে এবং পরস্পরকে আরও অনুরাগ প্রেম না দিলে তোমার পুত্র কন্যাদের সঙ্গে থাকা যায় না। আরও গভীরতর প্রেম ভক্তি না পাইলে আত্মার পুষ্টি হইবে না। তোমার কাছে জীবনের ঘটনার কথা বলিতেছি, এখন যে পরীক্ষায় বিলক্ষণ বুঝিতেছি, এখন আর সেই পূর্ব্বসঞ্চিত দুগ্ধ অন্নে কেহই বাঁচিব না। মন যদি খুব প্রেমিক হইব বলিয়া তোমার চরণ জড়াইয়া ধরে তবেই বাঁচিব। পূর্ব্বের অল্প সম্বলে আর পথ চলিতে পারিব না। এই অবস্থায় যদি স্বর্গ হইতে বিশেষ-রূপে প্রচুর প্রেমবারি বর্ষণ করিয়া আমাদের হৃদয় বিস্ফারিত করিয়া দাও, তাহা হইলেই তোমার চরণতলে পড়িয়া কৃতজ্ঞ হইব। নতুবা এই অবস্থায় কেহই টিকিতে পারিবে না। নাথ, যাদের জন্য এত করিলে তাহাদের যদি আর ব্যাকুলতা না থাকে তাহাদের কি হইবে? এখন আরও ধন ধান্য চাই। এখন হৃদয় ভরিয়া তোমার প্রেমরস পান না করিলে, তোমার চরণতলে বসিয়া তোমার শান্তি, আনন্দ, পবিত্রতা সঞ্চয় না করিলে, নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারিব না। তুমি গুরু হইয়া এই সহজ কথাটী বলিয়া দাও। আমাদের এই ম্লানতা হইতে

কি প্রফুল্লতা আসিবে না? ভাই ভগ্নীগণ আরও দূর হইয়া পড়িবেন যদি তুমি খুব ভালবাসা আনিয়া না দাও। যদি তোমাকে এবং তোমার সন্তানদিগকে আরও ভালবাসিতে না পারি তবে তোমার আশ্রমে কিরূপে প্রাণ রাখিব? পাপ অধর্ম্ম করিতে তোমার আশ্রমে আসি নাই। সকলের দুঃখ ক্লেশ প্রতিদিন দেখিব তার জন্য এখানে আসি নাই। যাহাতে সকলকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া, তোমার প্রেমে উন্মত্ত হইতে পারি এইটী এই যাত্রায় করিয়া দাও। তোমার নাম-রস পান করিয়া সকলে আনন্দিত হইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শান্তি বাচন।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ১০ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক;
২২শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে কৃপাসিন্ধু দীনশরণ, এ ঘরে যত উপাসনা প্রার্থনা হয়, তাহাও তুমি শুন। উপাসনান্তে তোমার কাছে আর কি ভিক্ষা করিব, যাহাতে সকল উপাসনা সফল হয় তাহা করিয়া দাও। কপটের উপাসনা যদি এখানে হয় তবে যে ইহা শ্মশান এবং মৃত্যুর ঘর। এ ঘরের কথা যদি অগ্নির মত সকলের হৃদয়ে কার্য্য না করে, তবে যাহারা বলে, এবং যাহারা শুনে তাহারা সকলেই জঘন্য কপট। যাহারা এত ভাল কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, আর তাহাদিগকে কপট উপাসনা করিতে দিও না। অধিক প্রেম ভক্তি-জল যে হৃদয়-সরোবরে না থাকে সেখানে তোমার চরণ-পদ্ম প্রস্ফুটিত

হয় না, অতএব শীঘ্রই আমাদের অন্তরে প্রেমসিন্ধু উথলিত হউক, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুখের ঘর।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক ;
২৭শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু, এই আশ্রমের দয়াময় দেবতা, আমাদের হৃদয়ের দুঃখ জ্বালা অবিলম্বে দূর কর। বাঁচাও জগদীশ, এ সকল কথা বলিয়া কতবার তোমার কাছে প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু তুমি প্রার্থনার উত্তর দিলেই কি আমরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি? তুমি স্বর্গের রত্ন আনিয়া গরিবদের হস্তে দাও, আমরা ছুড়িয়া ফেলিয়া দি। তোমার পবিত্র প্রেম পরিবার কাছে আনিয়া দিলে, আমরা কি দৌড়িয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিব? যাহাদের হৃদয় প্রস্তুত হয় নাই, যাহারা পবিত্র সুখ চায় না তাহারা কেন তোমার সেই ঘরে যাইবে? এই যে আমরা এখনও তোমার স্বর্গে স্থান পাইতেছি না ইহাতে তোমার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় আছে, কেন না এই অবস্থায় আমরা সেই স্বর্গের তেজ সহ্য করিতে পারিব না। মনে কুপ্রবৃত্তি যতদিন থাকে ততদিন তোমার স্বর্গ কিরূপে গ্রহণ করিব? যখন প্রাণ প্রস্তুত হয় নাই, তখন সুখের ঘরে লইয়া গেলেও বলিব এমন কদাকার স্থানে কেন আনিলে? মন যে স্বর্গ চায় না, মুখ তাহা চাহিলে কি হইবে? যাহারা অহঙ্কার, স্বার্থপরতার উপর আঘাত সহ্য করিতে

পারে না, তাহারা কিরূপে তোমার প্রেম-ঘরে বাস করিবে? পাপের মধ্যে থাকিতে যাদের এখনও আমোদ হয়, প্রাণ যাদের মলিন, তাহারা এত সুখ ভোগ করিবে কিরূপে? যারা চায় না, তুমি কতক্ষণ তাহাদিগকে বাঁধিয়া সুখ-ধামে রাখিতে পার? যেখানে সকল আশা পূর্ণ হবে সেই ঘর ছেড়ে কতবার আমরা পলায়ন করিব? আবার ভাই ভগ্নী সকলকে ছেড়ে কত দিন দুঃখের ভগ্ন ঘরে বাস করিব? আর যাহাতে পলায়ন করিতে না পারি এবার এমন কিছু উপায় করিয়া দাও। স্বর্গের কাছে যাই নাই এমন নহে, কিন্তু এই স্বর্গে যাই, আবার সেখান হইতে পলায়ন করিয়া, দুঃখী মলিন বেশ লইয়া, পৃথিবীর মলিন পথে বেড়াই। যাহাতে চিরদিন তোমার সুখের ঘরে বাস করিতে পারি, প্রেমময়, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গ্রহণ করা।

সায়ংকাল, সোমবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক;
২৭শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে কৃপাসিন্ধু দয়ার ঠাকুর, তোমার কাছে কেবল প্রার্থনা করিলে হইবে না, কিন্তু তুমি যখন দিতে আস তখন গ্রহণ না করিলে যে হয় না। কাঁদিলাম, তোমার পায়ে ধরিলাম; কিন্তু যখন তুমি দিতে আসিলে তখন গ্রহণ করিলাম না। প্রেম দান করিতে আসিলে তোমাকে ফিরাইয়া দিব না। তুমি এস, তুমি আমাদের আশ্রমে এসে বাস কর। পার্থিব সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া, তোমার সুখে

সুখী হইবার উপযুক্ত হইব এই আশা করিয়া সকলে মিলিয়া ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র চরণে বারম্বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কৈ পবিত্র প্রণয় ?

মঙ্গলবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৬ শক ; ১৯শে মে, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে স্নেহময় অধমতারণ পরমেশ্বর, তোমার সন্তানগণ তোমার চরণতলে ভিখারী হইয়া আবার তোমার নিকট উপস্থিত হইলেন। একবার তোমার ঐ স্নেহ চক্ষের জ্যোৎস্না আসিয়া আমাদের জঘন্য মুখের উপর পড়ুক, ঐ দৃষ্টিতে আমাদের মঙ্গল হইবে। আকুল হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি। এত বৎসর গেল, কৈ আমাদের প্রাণের সম্পূর্ণ মঙ্গল হইল ? যাঁহার রাজ্যে আসিয়াছি, কৈ তাঁহার নামে এখনও ত প্রাণ উন্মত্ত হইল না ? জীবনস্রোত বহিয়া যাইতেছে, কৈ শান্তি-নিকেতনের নিকটবর্ত্তী হইলাম ? কৈ পবিত্র প্রণয় ? কত দিন আর এইরূপে দিন গণনা করিব ? নাথ, তুমি বলিয়াছ, অনেক সুখ আমাদের জন্য তোমার স্বর্গধামে লুকাইয়া রাখিয়াছ। ভবিষ্যতে কত সুখ দিবে। সেই সুখ ত পরে পাইব, এখন এই জঘন্য জীবনে তুমি যে সুখ দিয়াছ সেই সুখ যদি চিরস্থায়ী করে দাও, তোমার জয়ধ্বনি করিব। এত পাপী আমরা সেই সুখের উপযুক্ত ছিলাম না। ভাই ভগ্নীদিগকে লইয়া তোমার চরণতলে বসিয়া এত সুখ সম্ভোগ করিব ইহা জানিতাম না। এই জীবন ত পাপের কলঙ্কে নরকতুল্য হইয়াছে, ইহার ভিতরে যে তোমার স্বর্গ

দেখিব ইহা ত স্বপ্নেও জানিতাম না। যদি গরিবদিগকে উদ্ধার করিবে তবে যাহা একবার দেখাইয়াছ তাহা আবার দেখাও। যখন আবার অধিক দিবার সময় হইবে তখন প্রচুর সুখ দিও। যে তোমাতে মত্ত হয়, সেই কেবল ভাই ভগ্নীদিগকে প্রাণের ভিতর রাখিয়া ভালবাসিতে পারে। যে দিন তোমাকে ভালবাসিয়াছি সেই দিন সহজেই সকল কাজ হইয়া গিয়াছে। তোমাকে ভালবাসিতে না পারিলে কি আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারি? ভিতরের উৎস শুকাইলে আর ভালবাসা কোথা হইতে আসিবে? মনে করিয়াছিলাম যে কয় দিন বাঁচিব এই কয়টী ভাই ভগ্নীকে ভালবাসিব। পরস্পরের প্রতি ভালবাসাতে প্রাণকে পরিপূর্ণ করিয়া, পরলোকে স্বর্গে আনন্দে চলিয়া যাইব। যে সুখ বিশুদ্ধ প্রণয় হইলে সম্ভোগ করা যায়, সেই সুখে সুখী হইব। গোপনে তোমার স্নেহমুখের জ্যোৎস্না দেখি না, তাই বুঝি এখনও ভাইকে শত্রু, ভগ্নীকে শত্রু মনে করি। পিতা, আর কি তুমি নর নারীকে ভুলাইতে পার না? তোমার মুখের লাবণ্য কি চলিয়া গিয়াছে? না পিতা, তুমি যেমন তেমনই রহিয়াছ, কেবল আমরাই তোমাকে দেখি না, আমরা নিজে শুষ্ক হইয়া, তোমাকেও শুষ্ক মনে করি। জগদীশ, রক্ষা কর, প্রেম বৃষ্টি কর। ভালবাসার তরঙ্গে আমাদিগকে ভাসাও। তোমাকে প্রাণের মধ্যে দেখিয়া এবং ভাই ভগ্নীদিগকে আমাদের প্রাণের ভাই ভগ্নী বলিয়া জানিয়া প্রাণ শীতল করি। পিতা, মরিবার জন্য ত প্রস্তুত হই না, ভালবাসা না হইলে শুষ্ক প্রাণ লইয়া কেমন করিয়া মরিব? নাথ, গরিবদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কিছুতে ভালবাসা হইল না।

বৃহস্পতিবার, ৩রা পৌষ, ১৭৯৬ শক ;
১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে স্নেহময় পরমেশ্বর, গভীর প্রেমসিন্ধু, অতলস্পর্শ প্রেমসমুদ্র, প্রার্থনার সময় তোমার কাছে অনেক কথা বলিয়া আমাদের মূর্খতা ও অবিশ্বাসের পরিচয় দিয়া থাকি, যথার্থ প্রার্থনা ভুলিয়া যাই। জগদীশ্বর, যদি ঠিক মনের কথা তোমাকে বলিতে পারিতাম আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইত। তুমি যেমন আমাদের মনের অভাব বুঝিতে পার আমরা কি তেমন পারি? আমরা অনেক সময় এই ভাবে প্রার্থনা করি যে, তখন আমাদের প্রাণও বুঝিল না যে প্রার্থনা হইল, এবং তুমিও বুঝিলে যে সন্তানদিগের প্রার্থনা হইল না। নাথ, তবে জানিতে দাও কি আমাদের অভাব। পিতা, তোমা ভিন্ন আপনার লোক আর সংসারে কে আছে? ভালবাসা দিব কাকে? তোমাকে যেমন আপনার বলিলে হৃদয়ে তৃপ্তি হয়, সুখ হয়, এমন করে কি কোন মানুষকে আপনার বলিলে তেমন সুখ হয়? এই যে আশ্রমে বিশেষ বিশেষ বন্ধু বান্ধব, হে জীবনবন্ধু, ইহাঁদের মধ্যে কাহাকে বলিব মনের মত বন্ধু পাইয়াছি। পাইতাম যদি তবে কি মনে খেদ থাকিত? ভালবাসা অতি কঠিন। প্রাণেশ্বর, তুমি আমাদিগকে জান। ভালবাসা শিখা বড় কঠিন ব্যাপার। ব্রাহ্ম হইয়াছি, ব্রাহ্মিকা হইয়াছি। আমরা যাহা দেখিয়াছি, পৃথিবীর অতি অল্প লোক তাহা দেখিয়াছে, আমরা যাহা শুনিয়াছি, পৃথিবীর অতি অল্প লোক তাহা শুনিয়াছে। অনেক ধন তুমি আনিয়া দিলে; কিন্তু একটী সামগ্রী নাই বলিয়া

তোমার সন্তানেরা কষ্ট পাইতেছে। সেই রত্ন আর কিছুই নহে কেবল ভালবাসা। পিতা, এখন বুঝিয়াছি তোমার অনুগ্রহে যদি মানুষ সরল বিনীত অন্তরে সাধন করে, তাহা হইলেই ভালবাসিতে পারে। ভালবাসা তবেই ত অত্যন্ত দুর্ল্লভ সামগ্রী হইল। পিতা, তুমি যদি শিখাইয়া না দাও পর কি কখনও আপনার হয়? এক শত বৎসর একত্র আহার করি, একত্র সাধন ভজন করি, চক্ষু মিলিত হইল, তথাপি হৃদয় পৃথক রহিল। বাহিরের সমুদয় ব্যাপার একত্রে সম্পন্ন হইল; কিন্তু প্রাণের মিলন হইল না। এক ঘরে তুমি আনিলে এক প্রেমবন্ধনে তুমি বাঁধিবে বলিয়া। সেই ভালবাসা কৈ, যাহা তোমার পরিবারের লোকদিগকে বাঁধিয়া রাখে? যদি নাথ, তুমি একটু ভালবাসা না দাও তবে এই যে বাহির হইতে সকল লোক আসিলেন, ইহাঁদিগকে আপনার লোক বলিয়া বরণ করিয়া লয় কে? হে প্রিয় পরমেশ্বর, এই দুঃখ দূর করিতে হইবে। যদি তোমার সন্তান ইহাঁরা হন ইহাঁদিগকে বুঝাইয়া দাও, যতদিন তোমার স্বর্গ হইতে ইহাঁদের হৃদয়ে পবিত্র প্রেম না অবতীর্ণ হয়, ততদিন কাহারও সুখ শান্তি নাই। ভালবাসার ভিখারী হইয়া ভ্রমণ করিতেছি, যদি আশ্রমে ভালবাসার দ্বার বদ্ধ হইয়া যায় (ভয় হইতেছে বুঝি সেই দ্বার বদ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে) তবে আর কোথায় যাইব? দীনেশ্বর, বুঝিয়াছি সুখ আর কিছুতেই নাই কেবল ভালবাসাতে। তুমি আমাকে ভালবাসা যতটুক শিখাইয়াছ, তাহাতে কত সুখী হইয়াছি। সেই ভালবাসা সকলকে শিখাইয়া দাও। তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণ প্রেম দাও। সকলকে আপনার বলিতে পারি যাহাতে, এমন করুণা কর। তোমার অবশ্যই এই প্রার্থনা মনে থাকিবে; কিন্তু যাঁহারা শুনিতেছেন তাঁহারা

যে ইহা মনে রাখিবেন তাহা ত জানি না। ইহাঁরা যে ইচ্ছা করিয়া পরস্পরকে ভালবাসিবেন তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। তোমাকে ভালবাসা এবং তোমার সন্তানদিগকে ভালবাসা বড় শক্ত। প্রাণ না কাঁদিলে কি কেহ কাহাকে ভালবাসিতে পারে? এই কয়েকটী ভাই ভগ্নীকে তোমার চরণে সমর্পণ করিতেছি, যখন অনেক অনুকূল ঘটনায়ও ইহাঁদের মধ্যে ভালবাসা আসিল না তখন আর কাঁদিব কার কাছে? দীনবন্ধু, ভালবাসা আনিয়া আমাদের ঘরে উপস্থিত কর। প্রেম-রাজ্যে স্থান দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর। এই প্রার্থনাটী তুমি মনে রেখ, ইহা তুমি পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিকৃত মন।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ১২ই পৌষ, ১৭৯৬ শক;
২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে গুণনিধি প্রেমের সাগর, মানুষের মনেতে সকলই করে। মন যখন ভাল হয়, তোমার প্রসাদে সকল স্থানে স্বর্গের শোভা দেখি, স্বর্গের শব্দ কর্ণকে প্রফুল্ল করে। সেই মনই যখন মন্দ হইয়া পড়ে, চারিদিকে নিরাশা এবং অন্ধকার দেখি। অবশ্যই তুমি মঙ্গলের জন্য আমাদের মনের এরূপ গঠন দিয়াছ। মনেতেই স্বর্গ, মনেতেই নরক। অপবিত্র, নিরাশ, মৃত নয়নে চারিদিকে কেবলই মৃত্যুর ব্যাপার। আমাদের মন যখন ভাল থাকে তখন মন্দ হইতেও ভাল বাহির করিয়া লই। আবার যখন মন মন্দ হইয়া যায়, চক্ষুও নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, অতি

উৎকৃষ্ট স্থানে বসিলেও জঘন্যতা দেখি। মন যখন ভাল থাকে ঘোর বিপদে প্রাণ যায়, তথাপি বলি কি আমাদের সৌভাগ্য! কিন্তু মন যখন ভাল না থাকে, চারিদিকে ভাল অবস্থা তথাপি বলি এবার বুঝি মরিলাম। এবার বুঝি নর নারী সকলের মৃত্যুকাল উপস্থিত। সেই তোমার আশ্রম, সেই তোমার পুত্র কন্যা, সেই স্বর্গ কোথায় গেল, সেই পবিত্র ভালবাসা কোথায় গেল, সেই আশার কথা কোথায় গেল? বাহিরের সকলই সেই প্রকার রহিয়াছে, বাহিরের সেই ঘর, বাহিরে সেই সকল লোক; কিন্তু তোমার সেই পুরাতন সন্তানদিগের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কেবল যাঁহারা পূর্ব্বের অবস্থা রাখিয়াছেন তাঁহারা এই বাহিরের অন্ধকার মধ্যেও তোমার চরণ ধরিয়া স্বর্গের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। শ্মশানে স্বর্গ দেখায় এই আমাদের মন, স্বর্গে শ্মশান দেখায় এই আমাদের মন। কৃপা করিয়া আমাদের মন ভাল করিয়া দাও, কেবল চক্ষু ভাল করিয়া দাও, যেন এই ঘরে তোমার উচ্চ অভিপ্রায় দেখিতে পাই। তুমি সেই আনন্দময়ী জননী হইয়া তোমার পুত্র কন্যার সম্মুখে আনন্দের পাত্র ধরিতেছ, সেই শোভা যেন তোমার পবিত্র ভারতাশ্রমে দেখিতে পাই। আমাদের হৃদয়ের ধন যে উচ্চ আধ্যাত্মিক আশ্রম, সেই প্রেম-নিকেতন, সেই শান্তি-নিকেতন এই কঠোর মনুষ্যদিগকে দেখাও। আমাদের মন ফিরাইয়া দাও। মন্দ স্থানে বসিয়াও যেন ভাল দেখি। মৃত্যুর অবস্থাতেও যেন জীবন দেখি। তুমি একত্র করিলে, তুমি ভাল করিয়া দিবে। সেই তোমার মুখের আলোক আমাদের সকলের মুখে পড়িয়াছে। হে ঈশ্বর, তোমার পুরাতন পুত্র কন্যাদিগকে উৎসাহে উত্তেজিত কর। চক্ষু যেন আমাদের শত্রু না হয়। ঘোর

নিরাশা বিপদের মধ্যেও যেন পরলোকের সম্বল করিয়া লই। পৃথিবী তোমার আনন্দময় দয়াময় নাম কত কীর্ত্তন করে, এই আশ্রমও যেন বিমুখ না হয়। তুমি যে এই স্থানে কত করুণা করিয়াছ। তোমার পুরাতন করুণা স্মরণ করিয়া যেন চিরকাল তোমার প্রেম-নিকতনের মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধান অসম্পূর্ণ রহিল।

সায়ংকাল, শনিবার, ১২ই পৌষ, ১৭৯৬ শক;
২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় ঈশ্বর, তুমি আমাদের কত উপকার করিয়াছ পৃথিবী ভবিষ্যতে তাহা জানিবে। তোমার উচ্চ কীর্ত্তি এই আশ্রম। এই আশ্রমে তুমি কত দয়া করিয়াছ, কত দয়া করিবে, তাহা লেখা থাকিবে। কিন্তু একটী ফুল ফুটিতেছিল, তাহা ম্লান হইলে যেমন কষ্ট হয়, তেমনই তোমার এই ঘর যাহা সুন্দররূপে উঠিতেছিল, যাহাতে কত ফুল ফুটিতেছিল, যখন দেখিতেছি সেই সকল ফুল ম্লান হইল, তখন দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আবার যদি প্রেমভক্তি তোমার প্রসাদে প্রস্ফুটিত হয়, তাহা হইলেই আশ্রমের দুঃখ দূর হয়। হে ঈশ্বর, অৰ্দ্ধেক কাৰ্য্য হইতে না হইতে কেন আমরা স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম? তোমার উদ্যানের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ হউক! দয়া করিয়া যদি এই পৃথিবীতে অলৌকিক ব্যাপার দেখাইবার জন্য এই ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছ, এই প্রস্রবণ বন্ধ হইবে কেন? আরও যে জলের প্রয়োজন।

তোমার বিধান অসম্পূর্ণ রহিল, এই গভীর কলঙ্ক হইতে পাষণ্ড, মহাপাতকীদিগকে উদ্ধার কর। তোমার বিধানের সম্পূর্ণতা কিরূপে হইবে দেখাইয়া দাও। নর নারীর পরিত্রাণের এক খণ্ড দেখাইয়াছ, আর এক খণ্ড দেখাও। আমাদের অধম মস্তকের উপর তোমার পবিত্র চরণ স্থাপন কর। আর তোমার বিধানের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকিব না। উপাসনা সাধন দ্বারা পরস্পরের শাসন দ্বারা মনকে পবিত্র করিব। যতদিন না তোমার সুখী পরিবারে প্রবেশ করিয়া, তোমার প্রসাদে তোমার প্রেম-নিকতনের শোভা জগৎকে দেখাইব, ততদিন তোমার কার্য্য ছাড়িব না; এই অঙ্গীকার এবং এই আশা করিয়া তোমার পবিত্র মঙ্গল চরণে বারম্বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নূতন বৎসরের আশার কথা।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৯শে পৌষ, ১৭৯৬ শক;
২রা জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

হে আমাদিগের মঙ্গলময় পরমেশ্বর, সকলে মিলিত হইয়া আবার তোমার চরণতলে মস্তক রাখিতেছি। কত সামগ্রী দিয়াছ, কত সামগ্রী তুমি দিবে, এই আশা করিয়া তোমার দিকে তাকাইতেছি। তাহারাই আমাদের শত্রু যাহারা হৃদয়ের আশার প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া দেয়, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেয় না। তাঁহারাই আমাদের বন্ধু, যাঁহারা আশার প্রদীপ জ্বালিয়া দেন, অন্তরের প্রেম শুকাইলে প্রেমের নদী আনিয়া দেন। এবং আমাদিগকে অবসন্ন

মৃতপ্রায় দেখিলে, সজীব করেন। এই যদি শত্রু মিত্রের লক্ষণ হয়, তবে আশ্রমের লোক, পরস্পরের শত্রু কি বন্ধু তুমি বিচার করিয়া দেখ। আমরা পরস্পরের বন্ধুতা করিতেছি কি শত্রুতা করিতেছি তুমি দেখ। ইহা সিদ্ধান্ত না হইলে আমরা একত্র থাকিতে পারিব না। এত দিনের মিলন ছিন্ন হইয়া যাইবে, যদি এই কথার মীমাংসা না হয়। আমাদের হস্তে কি আশার প্রদীপ, না আমাদের হস্তে গুপ্ত নিরাশার অস্ত্র রাখিয়াছি তাহা তুমি জানিতেছ। যে নিরাশকে আশা দেয়, সে জগতের বন্ধু। আমাদের ঘোর অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ে। আমরা পরস্পরকে ভাল কথা বলিয়া কোথায় উৎসাহী করিব, না যেখানে আশা ছিল, সেখানে নিরাশা, যেখানে সরস ছিল সেখানে কঠোর ব্যাপার সকল আনিয়া উপস্থিত করি। নূতন বৎসর, আশার কথা শুনিব, আর শুনাইব, আশার কথায় মাতিব আর মাতাইব। দীনবন্ধু, যাহাদিগকে তুমি চিকিৎসক করিলে যাহারা অন্যের রোগ প্রতীকার করিবার ভার লইল, তাহারাই যদি বলে, রোগ আর যায় না—যাহাদিগকে তুমি ডাকিয়া স্বর্গের সরোবর হইতে অমৃত লইয়া বলিলে "ইহা জগতের লোককে পান করাও," তাহারাই যদি বলে এই অমৃত পান করিলে দুঃখ যায় না—তবে তাহাদের দ্বারা কিরূপে জগতের কল্যাণ হইবে? যাহাদিগকে তোমার পরিবার গঠন করিতে ডাকিলে, তাহারা যদি নিরাশ মনে গালে হাত দিয়া বলে—আর আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব, ভগ্নীভাব হইবে না—তাহারাই যে জগৎকে নিরাশ করিতে চলিল। তোমার নিকট কেবল এই আদেশ প্রার্থনা করি, তুমি বলিয়া দাও, নর নারী সহস্র পাপে বিদ্ধ হইলেও নিরাশার কথা মুখে আনিতে পারিবে না। তুমি যে বলিয়াছ, নিশ্চয়ই

আমরা পরিত্রাণ পাইব, তোমার মুখের মধুর আশা বচন কি আমরা ভুলিয়া যাইব? কেন পৃথিবীর লোকের কথায় প্রবঞ্চিত হইব? প্রেমময়, তুমি কথা কহ। তুমি আমাদের সমস্ত জীবনের শেষে পরিত্রাণ করিবে না দুর্গতি করিবে বলিয়া দাও। তুমি কি বল নাই যে, সমুদয় দুর্গতির পর আমরা নূতন পুণ্যের বস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া যাইব? তুমি ত বলিয়াছ যার ভার লইয়াছি আমি, তার শেষ অমঙ্গল হইবে না। যে পুত্র, যে কন্যা আমার আশ্রয় লইয়াছে, কিছুতেই তাহার মৃত্যু নাই। সহস্র লোক যদি ভয় দেখায় "তুই ত বাঁচবি না, তোর ঘরে কলহ বাড়িয়া উঠিবে" যাহারা এই কথা বলিবে, পিতা, অস্ত্র দাও, বিশ্বাস অস্ত্র দিয়া নিমেষের মধ্যে ঐ সকল কাটিয়া ফেলিব। কাহারও মিথ্যা কথা শুনিব না তিনি যত শ্রদ্ধেয় হউন না কেন। এই কাণ আশার কথা শুনিবে, এই মুখ আশার কথা বলিবে। আশার উত্থান হইবে আমাদের মধ্যে। ভাল হইব, মন্দ হইব না। বাঁচিব—মরিব না, এই আশার কথা বুকে বাঁধিব। হে ঈশ্বর, বুঝিয়াছি তোমার কথা। আর মানুষের কুটিল যুক্তি শুনিব না। আশা সহকারে যেন চিরকাল তোমার পথে চলিতে পারি। আশার গান করিয়া যেন আনন্দে তোমার রাজ্যে চলিয়া যাইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশার কথা শুনাও।

সায়ংকাল, শনিবার, ১৯শে পৌষ, ১৭৯৬ শক ;
২রা জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

হে পতিতপাবন ঈশ্বর, একদিনও কি তুমি আমাদের কাহাকেও বলিয়াছিলে যে, আমি তোমার গতি করিব না, কত দিন মঙ্গল বিধান করিয়া অবশেষে তোমাকে জঙ্গলে ছাড়িয়া দিব? তবে কেন মনুষ্য-সন্তানদিগের মুখে কোন্ দিন নিরাশার কথা বাহির হইল তাহা ভাবিব? তোমার মুখের কথায় আমাদের নিরাশা, ভয়ের কথা লজ্জিত হইল। আর কাহারও কথা শুনিব না। পাপী হইয়াছি বলিয়া ভাল হইব না, অন্ধকার দেখিয়াছি বলিয়া আলোক দেখিব না কে বলিল? যে এ সকল নিরাশার কথা বলে সে মিথ্যাবাদী। হে সত্যবাদী ঈশ্বর, আশার কথা শুনাও। আশার প্রদীপ নিবাইতে অনেকে আছে, প্রাণে বধ করিতে পারে এমন লোক অনেক আছে। আশার কথা কেবল বল তুমি। হে দীনেশ্বর, আমাদের অধম মস্তকের উপর তোমার আশাপ্রদ চরণ স্থাপন কর। দিন রাত আশা সাধন করিব। ঐ আমাদের সুদিন আসিতেছে, ঐ নর নারীর দুঃখের দুর্দ্দিন দূর হইতেছে, এই আশা করিয়া আমরা তোমার দীন দুঃখী পুত্র কন্যা সকলে ভক্তির সহিত তোমার ঐ পবিত্র চরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তোমার মুখের আলোক।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৬শে পৌষ, ১৭৯৬ শক;
৯ই জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু, চিরসুন্দর পরমেশ্বর, স্বর্ণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল সিংহাসনে বসিয়া তুমি। অন্ধকার অপেক্ষাও অন্ধকার আমরা। নিতান্ত কদাকার হইয়া তোমাকে ডাকিতেছি। তোমাকে দেখিয়া সুন্দর হইব, সুন্দর জীবন সঞ্চয় করিব। মনের ভাব, মুখের কথা এবং আলোচনা সুন্দর করিব। পিতা, ইঙ্গিত পাইয়াছি, আভাস পাইয়াছি, তোমার মুখ হইতে যখন সৌন্দর্য্যের প্রভা পড়ে তখন কদাকারও সুন্দর হয়। যখন তোমাকে না দেখিয়া একাকী থাকি তখন সকলই কুৎসিত। যখন ভক্ত হইয়া তোমার চরণতলে এবং তোমার ভক্তদিগের পদতলে বসিয়া তোমার উপাসনা করি, তখন কুৎসিত জীবন সুন্দর হইয়া উঠে। তোমার কাছে বসিলে তোমার মুখের সৌন্দর্য্য পাপীদের মুখের উপর পড়ে। হে নাথ, আজ এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি যে, তোমার মুখের সেই লাবণ্য সকলের মুখে পড়ুক। তোমার উপাসনা ঘরে, এবং সংসারক্ষেত্রে সকল স্থানেই তোমার আলোকে সকলের মুখ সমুজ্জ্বলিত হউক। আমাদের সকলেরই মুখ কদাকার; কিন্তু তোমার দিক হইতে তোমার সম্পর্কে পরস্পরকে দেখিলে সকলেই সুন্দর হন। প্রিয় ভ্রাতা, প্রিয় ভগ্নীদের ত সেই মুখ তুমি করিয়া দিতে পার—যদি তোমার মুখের আলোক তাঁহাদের মুখের উপর ফেলিয়া দাও। অত্যন্ত সাধু ভাই এবং সাধ্বী ভগ্নীরও সৌন্দর্য্য থাকিবে না, যদি তোমার মুখের আলোক তাঁহাদের উপর

না পড়ে। এই বিশেষ প্রার্থনাটী শুন যখন সকলে মিলিয়া তোমার নিকটে বসি তখন যেন তোমার মুখের সৌন্দর্য্য আসিয়া আমাদের মুখে পড়ে, যেন তোমার স্বর্গের আলোকে সকলকে সমুজ্জ্বলিত দেখিতে পারি। তাহা হইলে আর আমাদের জন্য কিছু করিতে হইবে না। ভাইকে ভালবাসা, ভগ্নীকে শ্রদ্ধা করা অপেক্ষা আর কিছুই সহজ হইবে না। তখন তাঁহাদিগকে দেখিলেই বুঝিতে পারিব, ইহাঁরা সামান্য নহেন। দেখিবামাত্র হৃদয়ে ভক্তি এবং প্রণয়ের সঞ্চার হইবে। যে ভাই ভগ্নীকে অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করে কিরূপে তাহার হৃদয় পবিত্র হইবে? তোমার আলোক না দেখিয়া যতদিন অন্ধকার মধ্যে বাস করিব, ততদিন ত পরস্পরের প্রতি কল্পিত ব্যবহার থাকিবেই। তুমি যাহাদের মুখের ভূষণ হও তাহারা কি কদাকার থাকিতে পারে? তোমার সৌন্দর্য্য দিন দিন আশ্রমবাসীদের উপর প্রকাশ কর। পুরাতন অন্ধকার চলিয়া যাক্, নূতন আলোক সকলকে সুন্দর করুক।

পরম সুন্দর পরমেশ্বর, তুমি যাহাদিগকে সুখী কর তাহারা কি কদাকার হইতে পারে? তুমি যাহাদিগকে পবিত্র কর তাহারা কি অপবিত্র হইতে পারে? নূতন মুখ সকলের করিয়া দাও। দেখিব সেই সকল ভাই, সেই সকল ভগ্নী আর নাই। ইহা দেখিয়া জীবনকে পবিত্র করিব। পরস্পরের সম্বন্ধে সুখী হইব। হে ঈশ্বর, গরিব বলিয়া আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্যের জলধি।

শনিবার, ১৬ই মাঘ, ১৭৯৭ শক; ২৯শে জানুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমময় পরমেশ্বর, পুণ্যের জলধি তুমি, এই কথা বলিয়া সাধকেরা তোমার বর্ণনা করিয়াছেন। যদি বল তোমাকে জল বলিলেন কেন, তোমাকে নদী, সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করিলেন কেন? কেবল যে সাগরের ন্যায় অসীম ব্যাপার তুমি তাহা নহে, কিন্তু জলের অনেক গুণ আছে, তাই ভক্ত জগৎ তোমাকে এই নাম দিয়াছে। উত্তাপের পর জল ভাল লাগে, তৃষ্ণার পর জল ভাল লাগে। সমস্ত দিন জলের ভিতর থাকিলে পৃথিবীর উত্তাপ কোলাহল সহ্য করিতে হয় না। কাছে যদি স্থল থাকে, সেখানে যদি অনেক বিভীষিকা, অপবিত্র আমোদ প্রমোদ থাকে, জলে নিমগ্ন থাকিলে চক্ষু কর্ণের শত্রুতা যাহা করে সব ঘুচিল। সংসারের প্রচণ্ড কিরণে এত যে উত্তাপ উপরে রহিয়াছে, জলে ডুব দিলাম আর কেবলই শান্তি। পরমেশ্বর, তাই বুঝি তোমাকে পুণ্যের সমুদ্র বলা হইয়াছে। জলের আরও গুণ আছে, জল জঞ্জাল পরিষ্কার করে, জলে বস্ত্র, মলা ধৌত হয়। কলঙ্করাশি দূর করিবার জন্য তুমি জলরাশি হইয়া আছ। তোমার পুণ্যনীরের ভিতরে বসিয়া স্নানের পর, উপাসনা ধ্যানের পর, মানুষ কেমন পবিত্র, কেমন সুন্দর হয়। উপাসক তোমার পুণ্যনীরে অবগাহন করিল, আর আপনই যেন পাপ সকল খসিয়া পড়িল। করুণাসিন্ধু, তুমিই প্রায়শ্চিত্ত। গঙ্গাসাগরে স্নান করিলে যদি পবিত্র হয়, তবে সমস্ত পাপ কলঙ্ক ধুইয়া যায়—যদি তোমাতে আসিয়া ডুব দিতে পারি। এই যে ডুব দিলাম, দশ বৎসরের পাপ ধৌত হইয়া গেল। তোমার কাছে

প্রার্থনা করি, যখন দেখিবে ছেলে কাদামাখা হয়ে এল, তখন তোমার পুণ্যনীরে ফেলে দিও; দেখিবে তোমার বিশ্রী সন্তান আবার সুশ্রী হইল। যখন দেখিবে শরীরটা কলঙ্কিত হইল, তোমার ভিতরে ফেলিয়া দিও। প্রেমসিন্ধু, আজ তোমার দয়াল শ্রীচরণে পড়িয়া এই প্রার্থনা করি।

শান্তি-বাচন।

দীননাথ, কত ভাবেই দেখা দাও, কত ভাবে মনের লোভের বস্তু হও, কত ভাবে চিত্ত আকর্ষণ কর, কত ভাবে মূঢ় মনকেও ভুলাইয়া লও। যখন নিজের জীবনের কলঙ্ক ধৌত করিবার জন্য অনেক জল চাই তখন দেখি তুমিই নিজে গঙ্গাসাগর হইয়া বসিয়া আছ। জলে ঝুপ করিয়া ডুব দি। জলের ঢেউ আমার গায়ে লাগিয়া আমাকে পরিষ্কার করে। তখন বলি, হে সুন্দর জলরাশি, তোমার ভিতরে যদি একবার দিনান্তে স্নান করা যায়, যোগীর যোগ, তপস্বীর তপস্যা সিদ্ধ হয়। এখন দয়াময়, বুঝাইয়া দাও কি উপায়ে এই জল সাধন হইবে। বায়ু সাধন, অগ্নি সাধনের বিষয় পূর্ব্বে শুনিয়াছি। এই ত্রিবিধ সাধন, এই ত্রিবিধ যোগ, এই ত্রিবিধ সংস্কার—বায়ুসংস্কার, অগ্নিসংস্কার, জলসংস্কার হইলে আর উঠিবার ইচ্ছা থাকিবে না। জলের মকর, জলের কীট, জলের মৎস্য হইয়া প্রকাণ্ড সংসার টংসার সব লইয়া জলের ভিতর পড়িয়া থাকি। পুণ্যজল ভেদ করিয়া পাপ আসিতে পারিবে না। এই জলসংস্কার সাধন যদি করিতে পারি পাপের প্রায়শ্চিত্ত আপনা আপনি হইয়া যাইবে। যদি আবার কাদা মাখি ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দিও, যতক্ষণ না দেহ মন শুদ্ধ হয়।

এই ত সাধন, এই ত যোগ। যাঁহারা তোমার পুণ্যস্রোতে দিন রাত ডুবিয়া থাকেন তাঁহারাই ত সাধক। শরীর মনে জোর দাও, এ সকল অমূল্য সত্য সাধন করি। বাহিরের আড়ম্বর ছাড়িয়া ভিতরে ডুব দিতে যাই। আশা শক্তি দাও, হে কাতরশরণ, এই কলঙ্কিত মস্তকের উপরে তোমার ঐ পুণ্যজলরাশিময় শ্রীচরণ স্থাপন কর, ঐ পুণ্যজলে স্নান করিয়া আমরা সকলে পবিত্র হইব এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যথার্থ উপলব্ধি।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৭ শক ;
১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর, যথার্থতা অতি অল্প এ জীবনে। ঠিক যে তোমাকে দেখি, ঠিক যে তোমার সঙ্গে কথা কই, ঠিক যে তোমাকে স্পর্শ করি, তাহা হয় না। শরীরের মধ্যে আছি, যাহা কিছু বাহিরে দেখি। বাল্যকাল হইতে চৈতন্যের উপাসক ছিলাম না, জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক। এখন ব্রাহ্ম হইয়া শুনিলাম অতীন্দ্রিয় একজন আছেন তিনি বড় প্রিয়। এই অল্প দিন হইতে তোমাকে ডাকিতেছি, এই অল্প কয়েক বৎসর নিরাকার সাধনে নিযুক্ত; কিন্তু তেমন যথার্থ, ঠিক, উজ্জ্বল—যে দর্শন পাইলে জীবন পরিবর্ত্তিত হয়, সেই দর্শন কি হয়? মহাপাপী একবার দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সব পাপ ছাড়িল, ভয়ে জড়সড় হইয়া এক কোণে বসিয়া রহিল, তেমন দর্শন কৈ? সেই

অতিশয় সুন্দর মুখ, সেই আত্মপ্রকাশ জানাইয়া দিলে আর ভক্তেরা সাম্‌লাইতে পারিলেন না, সৌন্দর্য্য তরঙ্গে ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পাগলের প্রায় হইলেন। তেমন দেখা কোথায় পাওয়া যায়? যথার্থ জিনিসটী দেখিলেই শুভ ফল হইবে। সৌন্দর্য্য দর্শনে কি কেহ শুষ্ক থাকিতে পারে? যদি যথার্থ হও, তুমি আমার হৃদয়ের সমক্ষে, ডান্ দিকে, বাঁ দিকে। সেই একজন সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীরভাবে বেড়াইতেছেন। ঠিক খাঁটি জিনিসটী পরিষ্কাররূপে দেখিলাম, মনকে গম্ভীর করিয়া দিলে। কোথা হইতে আসিলে, কেন আসিলে, তাহা কি ভাবিব? যেমন পাঁচটী অন্য বস্তু দেখি, চক্ষু খুলিলে, তেমনই সহজে, দর্শন হইবে। তুমি কাছে আছ বলিয়া স্পর্শ দ্বারা জানিব। ঐ পর্দ্দাখানা চক্ষুর উপর পড়িয়াছে, যদি ঠেলিয়া দাও, যেমন দেবতারা তোমাকে দেখেন তেমনই তোমাকে দেখিব। পরমেশ্বর, গরিব কাঙ্গাল কিছু দেখ্‌তে পেত না। সে তোমাকে দেখিল। হে ঈশ্বর, আরও ভাল করে দেখা দাও। এই সঙ্কেত শিখাইয়া আরও পরিষ্কার দেখা দাও। দেখিব খুব আলোক হইয়াছে, তাহার মধ্যে বসিলাম, আর তোমার মাধুর্য্য, তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার পবিত্রতা, তোমার সর্ব্বসাক্ষী ভাব আসিয়া পড়িবে। আবরণ প্রতিবন্ধক ঘুচাইয়া দাও। পিতার কাছে পুত্র কন্যারা আসুক। এই হবে উপকার—তোমার কাছে দিন রাত থাকিব। বিলক্ষণ একটী ঈশ্বর বসিয়া আছেন সমস্ত দিন সঙ্গে সঙ্গে এই দেখি। গরিবদের ধর্ম্মকে যথার্থ করিয়া দাও। আর কিছু বস্তু চাই না, তোমাকে যথার্থ বস্তু দেখিতে চাই; নইলে কিসের জন্য সংসার ছাড়িয়া আসিলাম? ঠিক তুমি

যেমন তাহাই তোমাকে দেখি, ধরি, গরিবদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যথার্থ জীবন।

সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৭ শক;
১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

দেখ দীনবন্ধু পরমেশ্বর, কেহ কেহ বলে পবিত্র না হইলে তোমাকে দেখা যায় না। তাহা যদি হইত এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হইত না, মুখে তোমার উদ্দেশে পূজা অর্চ্চনা করিতাম। কিন্তু তোমার ঘর—কেমন তুমি—খুব পবিত্র না হইলে তোমার কিছুই দেখা যায় না—তাহা ত নহে। তোমাকে দেখিয়া পবিত্র হব, নিরাশ আশা পাইবে। পাপ থাকিতেও তোমার দেখা পাওয়া যায়; কিন্তু তেমন দেখা পাওয়া যায় না যেমন ভক্তেরা দেখেন। তেমন অধিকার কেন দিবে? সমস্ত দিনের জীবন দেখ দেখি। কি করিয়াছি যাহাতে এত বড় ধন পাব। মুখমুখি, চোখচোখি বসিব। তুমি যখন গায়ে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে, তখন বুঝিব সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিলাম। এবার স্পর্শজনিত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিব। তবে এই অযথার্থ জীবনটা ঘুচিয়া যায়। কল্পনার জালগুলো উড়াইয়া দাও। কাছে গিয়া বসি, একবার পিতা বলিয়া, বন্ধু বলিয়া ডাকি। সমক্ষে প্রাচীর আছে এমন যেন মনে না হয়। সত্যের পূজা করি, সত্যের আরাধনা করি। হে ঈশ্বর, দেখাও সেই পবিত্র মধুর দেখা। সেই মাতামাতি,

সেই গভীর জীবন লাভ করা যায় যে দেখাতে। হে ঈশ্বর, সেই দেখা দেখাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর। পাপ কলঙ্কিত মস্তকের উপর তোমার শ্রীচরণ স্থাপন কর। যথার্থ জীবন লাভ করিব, ইহকাল পরকালের জন্য কেবলই সত্যের ভিতরে থাকিয়া সুখী হইব, পবিত্র হইব। এই আশা করিয়া তোমার পবিত্র শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তোমার কথার দুটী গুণ।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ২০শে মাঘ, ১৭৯৭ শক ;
২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু প্রত্যক্ষ দেবতা, তুমি কথা কও সেই মত আমরা মানি ; কিন্তু তোমার কথার বল, মিষ্টতা বুঝিবার জন্য বিলম্ব আছে। তোমার কথার দুটী গুণ আছে, এক এমন করিয়া কথা কও যে পাপীকে জাগিতে হইবেই ; এবং তাহাতে নিশ্চয়ই পাপীর দুঃখ যায়। যদি তোমার কথা শুনিতে না পাই তবে কেন পাপ ছাড়িব? দশ জন দশ রকম বলে কার কথা শুনিব? তোমাকে বিধাতা জানিয়া তোমার কথা শুনিলে যেমন শান্তি হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। তুমি নিশ্চয় বলিতেছ, পাপ ছাড়। তোমার কথাই যদি শুনা গেল না, তবে বিশ্বাস করিতে দাও, তোমার নিকট হইতে বহুদূরে আছি। সেই যে তুমি চীৎকার করিয়া ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইয়া পাপীকে ধমকাইতেছ, দুই মিনিট যদি তোমার সেই ধমক পাপী শুনিতে পায়, সেই দিনই

পাপ ছাড়িবার জন্য সে বিশেষ চেষ্টা করে। হে ঈশ্বর, সর্ব্বসাক্ষী তুমি। যদি এইরূপ বলিয়া তেমন প্রবল ভাবে ধমক দাও, "তুই পাপ চিন্তাকে মনে স্থান দিস্ না, তুই এখনই নরম হ; বৈরাগী হ, সংসারী হইস্ না" তবে ত পাপ ছাড়িতে পারি! সেই জব্দ করিবার যে শব্দ, যাহা কাঁপাইয়া জাগাইয়া দিবে, তাহাই শুনিতে দাও। ঐ যাঁহারা তোমার নিকটে আছেন তাঁহারা ঐ শব্দ শুনিতেছেন। যার চিত্তে যে যে পাপ প্রবল হইয়াছে, সেই জন্য তাহাকে এমন ধমক দিবে যে, শব্দের চোটে সে পাপ বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইবে। সে যেখানে তোমাকে ছাড়িয়া যাক্ না কেন "ভাল হও, ভাল হও, এখনই ভাল হও, রাগ ছাড়, অহঙ্কার ছাড়," তোমার মুখে যদি এ সকল গম্ভীর কথা শুনিতে পায়, আর কি সে মন্দ থাকিতে পারে? ঐ কতকগুলো ভক্ত তোমার কথা একচেটিয়া করিয়া লইল, আমরা এত দূরে আছি যে ঐ সুখের কথা, অমৃতের কথা আমাদের কাণে আসে না। যদি কাছে গিয়া শুনিতে পাই তোমার কথায় কত আশা, কত আহ্লাদ হয়, ঐ তোমার প্রেমিকেরা ম্লান হইতে না হইতে—কি যে তুমি বলিয়া দিলে, তাঁহারা কেমন হাসিতেছেন। খুব কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও তোমার কথা শুনিতে দাও। "এই নে তোকে সুখ দিতে এসেছি," এমনই করে যদি ঘনিষ্ঠতা না কর তবে যে আর দুঃখের অন্ত নাই। তোমার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে পরিত্রাণ হয়। কাণে আসুক ঐ কথা। কাণের সৃষ্টি হয়েছে কেন? আর কার মুখের মিষ্ট কথা শুন্‌ব? পৃথিবীতে আর কে আছে বন্ধুভাবে কথা বলিয়া সান্ত্বনা দেয়? ঐ একজন বন্ধু তুমি, গুরু তুমি। হে দয়ার সাগর, তোমার শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া তোমাকে প্রণাম করি।

শান্তি-বাচন।

হে গরিবের ঠাকুর, যদি কথা না কহিতে তবে এই প্রার্থনা করিতাম না; কিন্তু তুমি যে কথা কও। তাহারা এক প্রকার আছে ভাল, যাহারা একথা বিশ্বাস করে না। তাহারা বলে তুমি নিরাকার, কথাও কও না, মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদও কর না। কিন্তু আমরা যে বিশ্বাস করি তুমি কথা কও—যে কথায় পাপী বাঁচে, জীবের পরিত্রাণ হয়। এই যে পবিত্র মত কয়েক বৎসর আসিয়াছে, বিশ্বাস ভক্তিবিহীন লোকের হাতে পড়ে যেন ইহা মারা না যায়। তোমার অনুগত পুত্র কন্যাগণ যেন তোমার কথা শুনিয়া বলিতে পারেন—ঈশ্বরের এক এক ধমকে কত অমৃত বর্ষণ, তাহার ভিতরে কত মাধুর্য্য, কত মিষ্টতা! এমন করিয়া যখন কথা কহিতে লাগিলে তখন পাপী পুত্রেরা কিরূপে বলিবে তোমার কথা শুনিতে পাই না? বারবার সুধা বর্ষণ করিয়া মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেছ কেন? এই সকল কথা যখন তোমার ভক্ত সন্তানগণ বলিবেন, তখন বুঝিব এই পবিত্র মত কেন আসিয়াছিল। কাণের কাছে তোমার কথা বল, যদি শুনে অবিশ্বাস করি, জড়ের মত পড়ে থাকি, আবার বল। আর যদি দেখ তোমার কথা শুনে নিরাশা যায় না, আরও কাছে এসে সুধা ঢেলে দিও। প্রাণের ভিতরের গভীর বেদনা দূর হবে। কাছে ডেকে ডেকে তোমার কথা বলিও। তাহা হইলে পাপ শত্রু আর দুঃখ যাবে। সমস্ত দিন যেন ঐ শব্দ কাণের কাছে আছে বুঝিতে পারি। গম্ভীর ধ্বনি তোমার মুখ হইতে বাহির হইবে। দিনের মধ্যে দুই একবার শুনিব প্রাণের মধ্যে ধারণ

করিব। পাপ ছাড়িব আর অমৃত পান করিব। কথা বলিয়া গরিব কাঙ্গালদের উদ্ধার কর। তোমার বেশ বেশ কথাগুলি প্রতিদিন কাণের ভিতরে আসিবে, অজ্ঞান দূর হইবে এবং চৈতন্য জন্মিবে। তোমার ধমকে, তোমার জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ শুনে পাপ ছাড়িব। তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া দুঃখ দূর হইবে, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমরা বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্তের দর্শন।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২১শে মাঘ, ১৭৯৭ শক ;
৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসুন্দর পরমেশ্বর, প্রেমেতে তুমি সুন্দর হইয়া বসিয়া আছ। ভক্তদিগকেই কেন তুমি আকর্ষণ কর, আর আমাদিগকে কেন আকর্ষণ কর না। তাঁহাদেরও হৃদয় প্রাণ আছে, আমাদেরও হৃদয় প্রাণ দিয়াছ। তাঁহারা তোমাকে দেখিয়া ভুলিয়া মোহিত হইয়া বলেন, এই পর্য্যন্ত সংসারাসক্তি, আর না, এই ব্রহ্মরূপ সাগরে ডুবিলাম। আমাদের হৃদয় থাকিয়াও যেন নাই। তোমার এত রূপ এবং এত ভালবাসা আছে যে অনায়াসে তাহা প্রাণ ভুলাইয়া লইতে পারে। একজন তোমাকে দেখিয়া পাপ ছাড়িয়া সুখী হইল। আর একজন তোমাকে দেখিল সকালে, কিন্তু সমস্ত দিন যেন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। একজন তোমাকে দেখিয়া বলিল, এ রূপ ত আর কোথায়ও দেখিব না, এমন ধন পাব না, দূর হউক আর সব, দেখি

ঐ শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য। আমরা বলি এতক্ষণ ত ঐ রূপমাধুরী দেখিলাম এখন পাঁচটা বিষয় কার্য্য করি। ভক্তেরা বলিলেন এমন মুখের মিষ্ট কথা কখনও শুনি নাই। যে কয়টা দিন থাকে এই মিষ্ট কথা শুনি। তবেই ত হে ঈশ্বর, প্রভেদ আছে। সেই এক দেখা, সেই এক উপাসনা, আর আমাদের এই এক দেখা, এই এক উপাসনা। এ রকম কেন হয় বলিতে পার? হে ঈশ্বর, তাঁরাও দেখেন আমরাও দেখি। সেই দেখার ফল এত শীঘ্র হয় কেন? ভক্ত না হইলে তেমন দেখা পাব না। অনুগ্রহ করিয়া ভক্ত করিয়া দাও। ঠিক যেমন ভক্তেরা দেখেন, সৌন্দর্য্যটা খুব মনের ভিতর বসে, তেমন করিয়া দাও। তোমার কথার মিষ্ট স্বরটী কাণে লাগিয়া রহিল। এই প্রভেদ ঘুচাইয়া দাও। আমরা আপনাদিগকে ফাঁকি দি। ভাল করিয়া দেখিতে দাও, ভাল করিয়া কথা শুনিতে দাও। ভক্তদের কাছে যাই, তাঁহাদের কাছে বসিলে আমাদের গায়ে তাঁহাদের বাতাস লাগিবে। আর বিষয়ী কর্ম্মীর মত হয়ে আমাদের কি হবে? তাঁরাও মানুষ, আমরাও মানুষ, কাছে ধন পাইয়াও কেন নেব না? আমরা দুঃখী কাঙ্গাল, ভক্ত যে দিন হব, দুঃখ থাকিবে না। সেই দেখা, দেখি; সেই শুনা, শুনি; এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধন বাকি রহিল।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২২শে মাঘ, ১৭৯৭ শক ;
৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু প্রেমময় পরমেশ্বর, ঘণ্টা বাজিল, সময় চলিল, যাত্রীরা তত দৌড়িতেছে না, পথে নিদ্রা যাইতেছে। সময় যায়, সময় যায়, কাহারও অপেক্ষা করে না, কেহ্ ভাল হইল না বলিয়া সে দাঁড়াইতেছে না। ভজন সাধনের কত বাকি রহিল। এক এক প্রকার সাধনে কত যোগী সাধকেরা সমস্ত জীবন দিয়া গিয়াছেন, তথাপি তোমার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেন নাই। কি করিব, কি করিব, হে ঈশ্বর, বড় বড় সাধন বাকি রহিল। সেই নিগূঢ় ভাবে তোমাকে দর্শন করা, সেই ভাই ভগ্নীদের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করা—কত বাকি! বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়িল। এখন দৌড় দিলেও সে ঘর পাইব না। মুনি ঋষিরা বসিয়া আছেন কথাও কহেন না। একটা দিন ভাল করিয়া কোন সাধন করিতে পারিলাম না। উহাঁদের শরীর জীর্ণ শীর্ণ; কিন্তু ভিতরে কত ধ্যানের গভীর ভাব, শত সহস্র বৎসরে তোমাকে পাইবেন বলিয়া আশা করিয়া আছেন। এমনই করিয়াই যেন সাধন করিতে পারি। ঐ দিকের যত সাধক অতি গম্ভীর প্রকৃতি, একই ব্রত ক্রমাগত পালন করিতেছেন। উন্নত ঋষিদিগের এই দেশ। আগে যোগ নদী, তপস্যা নদীতে স্নান করি। আগে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা করি—আর এ সকল পাপ করিব না—তবে ত তুমি যাইতে দিবে। যদি হৃদয়ের ভিতরে বিশুদ্ধ ইচ্ছা তুমি দিয়াছ তবে তোমার চরণ দাও। আর কে পাপাচারী ঘোর বিষয়ীকে

যোগী তপস্বী করিতে পারে? সাধন ভজনের রীতি নীতি বলিয়া দাও, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কি করিতে হইবে শিক্ষা দাও। আনিলে কেন? এই দিকে মনকে টানিলে কেন? সদ্গুরু বলিয়া তোমার চরণ ধরি। অবশিষ্ট জীবন তোমার সাধন ভজনে কাটাইয়া জীবন কৃতার্থ করিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তি-বাচন।

হে দয়াময় পরমেশ্বর, তোমার চক্ষু মানুষকে পরীক্ষা করে এবং পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারে কে কি প্রকারের লোক। আমি কোন্ শ্রেণীর সাধন করি তুমি বলিতে পার। তোমার অভিপ্রায় মতে কিছু করি। যদি আমি জানি আমি অমুক শ্রেণীর ব্রতধারী এই এই লক্ষণ রাখিতে হইবে, বাহিরের লোকও বুঝিবে আমি কোন্ রাজ্যের লোক। অভিমান চূর্ণ কর, ধর্ম্মের আদি বর্ণমালা আমাদিগকে শিখাও। এস জগদীশ, যোগেশ্বর বলিয়া তোমার চরণ ধরি। উপাসনাতে, প্রেমেতে ভাল যোগ হবে, প্রাণে প্রাণে পরস্পরের সঙ্গে ভাল যোগ হবে। খুব নিষ্ঠুর হইয়া জীবনের অসার অংশ কাটিয়া ফেলে দাও। গুরু, তোমা বই আর কেহ নাই—এই জঘন্য অবাধ্য শিষ্যের। যোগ গুরু, সাধনে সিদ্ধ হইব—যোগ সিদ্ধ হইবে, সাধন ভজন সফল হইবে, এই আশা করিয়া তোমার আশ্রয় লইলাম। সিদ্ধ কর সিদ্ধিদাতা, প্রাণপণে তোমার পবিত্র আদেশগুলি পালন করিব এই আশা করিয়া তোমার পবিত্র শ্রীচরণে, হে দীনেশ্বর, বারবার ভক্তিভরে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গ সাধন।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৩শে মাঘ, ১৭৯৭ শক;
৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু, হে দয়ার সাগর, দর্শন দিতেছ তুমি, সেই তোমাকে বলিতেছি। এই মন্দ জীবনের মধ্যেও স্বর্গলাভ হইতেছে, প্রতি দিনই এক প্রকার স্বর্গ লাভ হয়। তুমি যেখানে—সেখানে স্বর্গ। যেখানে তোমার পাদপদ্ম খুব প্রস্ফুটিত, যেখানে পাপ আসিতে পারে না, সেই গম্ভীর স্থানই ত স্বর্গ। অন্যায় কিছু নাই, যেখানে বসিলে পাপ থাকে না, সংসারে মত্ত হওয়া যায় না, সেই স্থান আছে পৃথিবীর মধ্যেই; কিন্তু পৃথিবী হইতে নির্লিপ্ত। চারিদিকে জঙ্গল, মধ্যে ফসল; চারি-দিকে অন্ধকার, মধ্যে জ্যোতি; চারিদিকে কোলাহল, গোলমাল, মধ্যে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" এই সকল কথা উচ্চারণ হইতেছে। চারিদিকে নাস্তিকতা, ভ্রম, কুতর্ক, কুমত; মধ্যে তোমার বেদ পাঠ হইতেছে। সাধনের অগ্নি দ্বারা তোমার তপস্বীরা সেখানে তপস্যা করিতেছেন। তবে হে ঈশ্বর, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এই স্থান পাইবার জন্য আমরা কি করিয়াছি? এই সোপানে উঠিতে কি বিশ ত্রিশ হাজার টাকা দিতে হইল? কিছুই করিতে হইবে না, চক্ষু বুজিল আর দেখিল। উপাসনা তত্ত্ব সামান্য নয়। শুনিতাম অনেক দূরে স্বর্গ, তার পথ দুর্গম, কত লোক পাহারা দেয়। হে ঈশ্বর, তাহা ভ্রান্তি হইল। তোমার স্বর্গধাম প্রাপ্তি সুলভ। এতে ভুল নাই। এই উপাসনাতে স্বর্গ লাভ হয়, ইহাতে প্রাণ সঞ্জীবিত হয়; কিন্তু কেহ বলে না, ইচ্ছা করে মানুষ এই সুখধাম ছেড়ে, এই তপস্যা,

যোগ সাধনের স্থান ছেড়ে, সংসারে মরিতে যায়। পায়ে করে স্বর্গরাজ্য ফেলে দেয়। যখন দিব্য দেখা শুনা হল, তার পর কেন মানুষ তোমাকে ছাড়ে? যদি উপাসনা-স্বর্গে পাঁচ জন বসে থাকে তবে পৃথিবী দেবলোক হয়। এই যে দুর্ব্বুদ্ধি ইহা আমাদিগকে উপাসনার স্থান হইতে কার্য্যে লইয়া যায়। নামটা কার্য্যের সমুদ্র, কিন্তু বস্তুতঃ পাপের সমুদ্র। কেনই বা কাজ করিব? স্ত্রী পুত্রের ভার ত তোমারই হস্তে। আসিয়াছি বৈরাগী হইবার জন্য, আসিয়াছি কেবল তোমাকে পাইবার জন্য। যে তোমাকে পায় তার স্ত্রী পুত্র সুখে থাকে, যে তোমার ভিতরে থাকে তাহা দ্বারা জগতের যত মঙ্গল হয়, আর কাহারও দ্বারা তত হয় না। অন্যেরা নিজে সংসার করে, স্ত্রী পুত্র নিয়ে দুঃখের সাগরে ঝাঁপ দিয়ে মরে। সংসার কে করে? যে তোমাকে খুব ভালবাসে, প্রাণটা ষোল আনা তোমার ভিতর ফেলে দেয়, সেই যথার্থ স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসে। হে ঈশ্বর, কর কিছু ব্যবস্থা, একই কাজ করি। তুমি সমস্ত দিনের কাজ হও। কাজ তুমি করাইয়া লইবে। দয়ার ঠাকুর, কাঙ্গালের ঠাকুর, তুমি পুরাতন বন্ধু। সমস্ত দিনটীর ভার তুমি আমার হস্ত হইতে কাড়িয়া লও, সমস্ত দিন ভাল থাকি, এমন ব্যবস্থা করিয়া দাও; তোমার চরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করি।

শান্তি-বাচন।

হে দয়াসিন্ধু পরমেশ্বর, কত দয়া করিলে তার কি আমরা হিসাব রাখিয়াছি? দয়া না করিয়া যদি দয়ার ঠাকুর, থাকিতে না পার, যদি স্বর্গ দেখাইলে, তবে দুর্ম্মতি নিবারণ কর। সেই যে কোন

রাজর্ষি সংসারে থাকিয়া তোমার যোগ করিতেন, সেই যে ভক্তেরা জনসমাজের কল্যাণ করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু তোমাকে গলার হার করিয়া রাখিতেন। অনেক দিন হইল তুমি কাজ ছাড়াইয়া আনিয়াছ, সমুদয় দিক ভাল করিয়া দিয়াছ, মন্দ লোকদের কাছে যাইতে হয় না। জীবের উদ্ধারকর্ত্তা, এসেছ বঙ্গদেশ উদ্ধার করিতে। বোঝার উপর শাকের আঁটি যেমন বলে, এত দয়া করিয়াছ আর একটু দাও, আর একটু তোমার কৃপা পাইলে আমাদের কুমতি যায়। এই ভদ্র লোকগুলি উপাসনা স্থান ছাড়িয়া কেহ রাগী কেহ নিরাশ হয়, আবার স্নান করাইয়া দিয়া তুমি স্বর্গের ভিতরে আনিবে। সমস্ত দিনটা কিসে পবিত্রভাবে কাটাতে পারি, হে ঈশ্বর, তুমি সেই সঙ্কেতটী শিক্ষা দাও। তুমি বলে দাও, "সন্তান, তুমি সকালে এই কর, অমুক সময়ে এই করিও, তোমার মনের রিপু আমি নষ্ট করিব।" যে কোন কাজ করি মনটা তোমার চরণে রাখিয়া দিব। তোমার অত্যন্ত মনোহর শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবনের নির্দ্দিষ্ট কাজ।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৫শে মাঘ, ১৭৯৭ শক;
৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমময় মঙ্গলময় বিধাতা, কি বিধি তোমার পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্য শুনিতে দাও। অনেক উত্তাপের পর যদি শীতল বায়ু আসে, তাহা যেমন প্রাণকে শীতল করে, অনেক পাপ তাপের পর

তোমার বিধি সেইরূপ প্রাণের মধ্যে আরাম দেয়। চাতকের ন্যায় তাকাইয়া থাকি কখন স্বর্গ হইতে বিধি-বারি বর্ষণ হইবে। কুসংস্কার পাপের উত্তাপে তোমার সন্তানগণ কোথায় যাইবে? স্বর্গ হইতে বিধি নামিল, তোমার সন্তানগণ অমনই আঃ বলিল। যোগীদের যোগ হইবে, প্রেমিকদিগের প্রেম বাড়িবে, অন্ধ চক্ষু পাইবে, তোমার নাম সংকীর্ত্তনে নিস্তেজ সতেজ হইবে। যখন অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী যায় যায় দেখ, তখন তুমি জল পাঠাইয়া দাও। জল অপেক্ষা কি আত্মার পক্ষে বিধানের প্রয়োজন অধিক নহে? যদি নয়নে দেখা যায়, তুমি আমার কাছে আসিয়া বসিলে, স্বহস্তে লিখিয়া দিলে—কাহার না আহ্লাদ হয়। এই শুনিলাম তোমার মুখ ঢাকা, তাহার মধ্যে সুন্দর হইয়া বসিয়া আছ। তোমার মুখের এক একটী কথা লক্ষ টাকা। এই সময় কি বলেন একবার শুনিই না ছাই! এমন করিয়া বলিতেছেন শুন, লক্ষণ দেখিয়া কি বুঝিতেছ না, এত যত্ন করিয়া আসিতেছেন আর তোমরা চলিয়া যাইতেছ। তুমি বল, যাহাদের শুনিবার তাহারা শুনিবে। ঈশ্বর, কিসে আমাদের প্রাণ তোমার প্রতি স্থির থাকে তাহার কোন কি উপায় আছে? স্বর্গের একজন রাজা আছেন, তিনি নূতন বিধি প্রচার করিয়া বাঁচান। প্রমত্ততার আদি কারণ ঈশ্বর। এক বিধিতে সকল হয় না, দুই বিধিতে হয় না, সহস্রাধিক তোমার বিধি আছে। কখন যোগাসনে বসিয়া তোমার নিকট হইতে আমার নিজের জন্য বিধি শুনিব? কি কাজ আমাদের প্রতি জনের জন্য রাখিয়াছ তাহা বলিয়া দাও। অবশ্যই তোমার ফুলের বাগানে আমাদের প্রতি জনের জন্য কাজ আছে। পরের কাজ করিয়া কিরূপে বাঁচিব? জীবনের বিধি তোমার ঘরে লেখা আছে। হে অন্তরাত্মা,

কথা কহিয়া বল। এ সেবক কি কাজ সমস্ত দিন করিলে তোমার ভালবাসা-প্রসাদ পাইবে। কি কাজ করিলে তুমি আমার, আমি তোমার হইব বলিয়া দাও। একটী কাজ আছে, দুটী নাই। ভৃত্য করে রাখ। তোমার বিধি বলিয়া টানিয়া লও। নিজের নিজের কাজ বুঝিয়া লইব, প্রভু বলিয়া তোমাকে স্বীকার করিব। বল তুমি ভৃত্যদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য কি কি কাজ স্থির করিলে। ভৃত্যের কাজ করিতে করিতে পরমানন্দ উপভোগ করিব। চিরকালের জন্য ঐ ঘরে পুরস্কার রাখিয়াছ গিয়া সম্ভোগ করিব। কি করিব আমি কিসে জগতের পদধূলি লইব, আজ পর্য্যন্ত ঠিক হইল না, তবেই ত সোণার মুকুট পাইতে বিলম্ব। এখনও কাজ জানি না—সেই যে গেলেই তুমি বলিবে একটী একটী ভৃত্যকে, "বেশ করিলে, যাও, এখন পুরস্কার লও।" ভৃত্যের জীবনের ব্যবসায় স্থির হইল, আশীর্ব্বাদ কর বিধি গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত কর। কাজ বুঝাইয়া দিয়া গতি করে দাও, দীননাথ, তোমার চরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করি।

শান্তি-বাচন।

হে দয়াল প্রভু, আমি যে প্রভুত্ব করিতে পৃথিবীতে বাঁচিব ইহা যে অসঙ্গত কথা। চাকর হইয়া জন্মিয়াছি, চাকরের মত অন্ন গ্রহণ করিব। সেবা করিব, তবে দশটা এগারটার সময় তোমার ঘরে অন্ন পাইব। চাকর হইয়া তোমার অন্ন খাইলে প্রাণ শুদ্ধ হয়, কাজের আদায় না দিয়া চুরি করা অন্ন উদর ভরিয়া আহার করিলে পাপ হয়। যত বৎসর বাঁচিব যেন দাসত্ব করি, প্রভুত্ব চেষ্টা না করি। সেই তোমার দেওয়া সুধামাখা অন্ন খাই। পরের অন্ন যেন বিষ বোধ

হয়, চাকরের অন্ন বরাত করিয়া দাও। ভৃত্যের অন্ন যেন ঐ বাড়ী হইতে না উঠে। তোমার যোগী সাধক প্রচারক কয়েক জন চুরি করা টাকাতে যেন প্রাণ ধারণ না করে, পরের অন্ন যেন ধ্বংস না করে। সাধন ভজন করিলাম না, অথচ চুরি করিয়া আহার করিলাম, এইরূপ পাপী চোর ভৃত্য হইতে দিও না। তোমার মতানুসারে সকাল বেলা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিলে যে অন্ন পাওয়া যায় তাহা ছাড়া সংসারের চুরি করা উপজীবিকা যেন বিষবৎ পরিত্যাগ করি। তোমার এবং তোমার সন্তানদিগের সেবা করিয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়া ভৃত্যের ন্যায় বসিয়া শান্তি সম্ভোগ করিব। তোমার হাতের রান্না অন্ন গ্রহণ করিব। ফাঁকি দিয়া যেন অন্ন না খাই। তোমার কাছে থাকিয়া এই এই কার্য্য করিব, এই এই লোকের কাছে যাইব। এইরূপে তোমার অনুগত সেবক হইব, এই আশা করিয়া সকলে মিলিয়া তোমার অতিশয় পবিত্র শান্তিপ্রদ শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

———

বেলঘরিয়া উদ্যান।

তপোবন।

আধখানি নির্ম্মিত হইল।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৬শে মাঘ, ১৭৯৭ শক ;
৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

* * * জব্দ করিব তোদের মধুর হাসিতে, ভালবাসাতে জব্দ করিব, প্রেম-দৃষ্টিতে বধ করিব। তোদের নিয়ে আমার দুঃখী সন্তানদের জ্বালা দূর করিব। তোমার স্নেহ-দৃষ্টি-বাণে পাষণ্ড দলন করিয়াছ, তোমার মুখের কোমল ভাব অভক্তকে পরাস্ত করে। যখন সহরে ভাল লাগিল না, হাত ধরিয়া উদ্যানে আনিলে। কি পাষণ্ড আমরা, এত ভালবাসা ছুড়ে ফেলে দি। হে ঈশ্বর, প্রেমে জব্দ করিবে মনে করিয়াছিলে। চাঁড়ালের হাতে কেন স্বর্গের ধন ? যাদের জন্য এত প্রেমজাল বিস্তার করিলে তারা সব জাল ছিঁড়ে যায়। তুমি যে স্বাধীনতার উপর হাত দিবে না। হে ঈশ্বর, সুখের বাড়াবাড়ি, বিধানের ছড়াছড়ি, তোমার প্রেমনদীর জল আর শুকায় না, তোমার রাজ্যের পদ্মফুল আর শুকায় না, পুষ্প বর্ষণ হচ্ছেই, তোমার দেশের চন্দ্র সূর্য্য অস্ত যায় না। বিধানগুলি পড়িতেছে যেমন গাছ নাড়া দিলে ফল পড়ে। বিধাতাপুরুষ তুমি, মা বাপ তুমি। এই যে ভাবিতেছিলাম সে দিন বাড়ী আধখানি নির্ম্মিত হইল, এখন অবশিষ্ট অংশ তুমিই নির্ম্মাণ কর। তোমার বিধানের পূর্ণতা হউক !

শান্তি বাচন।

আমাদের দেওয়া কখন দিব ?

হে ঈশ্বর, বনবাসী হও তুমি সাধকের জন্য। সাধক বলে গাছের উপর তোমাকে চাই, তুমি বল, আচ্ছা তাই। সাধক বলে চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মধ্যে তোমাকে দেখিতে চাই, তুমি বল আচ্ছা তাই। সাধক বলে চক্ষু মুদিত করিয়া তোমাকে সকলেই দেখে, আমি চক্ষু খুলিয়া আকাশে তোমাকে দেখিতে চাই, তুমি বল আচ্ছা তাই। যে মাসে যে বৎসরে যে বিধান চেয়েছি, তুমি দেরি না করে তখনই তাহা দিয়াছ; কিন্তু আমরা যথার্থই তোমার অপমান করিয়াছি। কয়জন এক ঘরে থেকে তোমার জন্য এই করেছি, তুমি যে বঙ্গদেশে বৈরাগ্যের কথা বলে আবার মনোরঞ্জন করিবে সেই পথ বন্ধ করেছি। এই নূতন রকমের অপমান আর কেহ করে নাই। কিন্তু কোথায় রেগে চটে তুমি চলে যাবে, না এমনই ভাল লোক তুমি যে খাঁটি জিনিস এনে দিলে। তোমার শিষ্য বলে আমরা পরিচয় দিব কি ? ভাল-বাসার কাছ দিয়া যাই না। এত দুর্ব্ব্যবহারের পর এমন তোমার কোমল ব্যবহার! তোমার দেওয়া দিলে, আমাদের দেওয়া কখন দিব ? তোমার শুভক্ষণ প্রতিক্ষণ, আমাদের সোমবার মঙ্গলবার এল না। সেই শুভক্ষণ জীবন পুস্তকে রাখিয়াছ, যে শুভক্ষণে একেবারে তোমার হইব। আর কালনিদ্রায় কতক্ষণ থাকিব ? একটা প্রকাণ্ড বায়ু প্রেরণ করিয়া জাগাইয়া দাও। শুভক্ষণ আসিবে খুব গম্ভীরভাবে যোগ সাধন করিব, সমীরণ আসিবে, নদী বহিবে,

প্রাণের নৌকা খুলিয়া যাইব; এই আশা করিয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভারতাশ্রম।

পরিহাস বিরোধী তুমি।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ১লা ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক;
১২ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

অনন্ত গাম্ভীর্য্য সমুদ্র কি, পামর মানুষ কি জানিবে? পরিহাস প্রিয় আমাদের স্বরূপ, পরিহাস বিরোধী তুমি। তোমার এই এক নূতন স্বরূপ আবিষ্কৃত হইল। আমরা কত পরিহাস করি, কত ঠাট্টা করি, তোমাকে লইয়াও কত ঠাট্টা করি। বলিলাম আমি বড় পাপে ব্যাকুল অথচ মুখটা হাসিতেছে। ইহা যদি পরিহাস নহে তবে পরিহাস কি? জগৎ মরিতেছে। আমি প্রচারক হইলাম, আমি তার দুঃখে দুঃখী হইলাম না, অথচ মুখে বল্‌ছি ধর্ম্মের মঙ্গল ভাব বিস্তার করিতেছি। জগৎ পাপের আগুনে পুড়্‌ছে, শব দাহ হচ্ছে, আমি হাসিতেছি, উপহাস করিতেছি। তার পরে দেখি বাড়ীর ভিতরে এই আপনি পুড়্‌ছি তথাপি ঠাট্টা কচ্ছি। পরিহাসপ্রিয় আমরা, যাতে তাতে পরিহাস করি। উপাসনার সঙ্গে, বিধানের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে, ভাই ভগ্নীর সঙ্গে পরিহাস করি। সমুদয় যে পরিহাস তাহা নহে; কিন্তু এত পরিমাণে পরিহাসপ্রিয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে যে

গাম্ভীর্য্যের মর্য্যাদা আর রাখা যায় না। গম্ভীর ঈশ্বর, আমাদের এই স্বরূপটী দূর করে দাও। পাপীকে পরিত্রাণ করিতে হইবে, এটা খুব শক্ত কাজ; সুতরাং এর ভিতরে ঠাট্টা তামাসা চলে না। যখন তোমার কাছে বসি তখন ভাল থাকি। গম্ভীরের কাছে গম্ভীর হতে হয়। একটী বিষয়েও তামাসা করিনে। উপহাস করে পাঁচটী কথা বল্‌লাম, তাহা কি তুমি শুন্‌বে? ঠাট্টা বিদ্রূপ তোমার স্বরূপের বাহিরে। গম্ভীর ঈশ্বর, পরিহাস বিরোধী তুমি। তোমার পরিহাস বিরোধী চক্ষু আমাদিগের পরিহাসপ্রিয়তাকে ভৎর্সনা করিতেছে। গম্ভীর ঈশ্বর, আমাদিগকে কেন গম্ভীর কর না, আমরা যে তোমার শিষ্য হইলাম। ঠাট্টা করিতে করিতে প্রাণটা যায়। মৃত্যুকে নিয়ে ঠাট্টা। তোমার সঙ্গে কথা কওয়া উপহাস নয়। এঁরা পরকালের যাত্রী ইহাঁদের সঙ্গে ঠাট্টা করা উচিত নহে। গা তবে রোমাঞ্চিত হচ্ছে কেন? চারিদিকে যে গম্ভীর ব্যাপার। অগাধ সমুদ্রের জল পরলোক। পরিহাসের ভাব বিদায় করিয়া দাও। তোমাকে না দেখিলে গম্ভীর হওয়া যায় না। তবে তুমি গম্ভীর হইয়া কাছে বস। অসত্য কল্পনা বিদায় করে দাও। এই জীবনে যেন গম্ভীর ধর্ম্ম ব্রত সাধন করিয়া তোমার গম্ভীর চরণ লাভ করি। গাম্ভীর্য্য সাগরে ডুবি। প্রশান্ত আত্মা পরমেশ্বর, গম্ভীর পুরুষ, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তি বাচন।

দীননাথ, তুমি গম্ভীর, আমি অগম্ভীর, তাই দুই জনে মিলিতেছে না। পরলোকের যাত্রী হয়ে কোথায় সত্য লয়ে আনন্দিত হব, তাহা

না হইয়া সামান্য সামান্য পদার্থ লইয়া বিদ্রূপ করিয়া দিন গেল। পাপ-গুলোর সঙ্গে খেলা করিতেছি। গম্ভীর না হইলে স্বর্গধামে কেহ যাবে না। সত্য পায় নাই—যারা পাপের সঙ্গে উপহাস করে। তোমাকে দেখিলে বলি কে ইনি? ইহাঁর প্রকৃতি এমন কেন? ইহাঁকে ছুইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় কেন? যাই ইহাঁর কাছে উপাসনা করিতে আসিলাম, কোথায় সেই ঠাট্টা করিবার মুখ? মাটীর গুণে বুঝি এমন হয়। এই গম্ভীর ভাব যত উপার্জ্জন করিব ততই বাঁচিব। সকালে একটা কথা বলিলাম, দুই ঘণ্টা না যাইতে তাহা ভুলিলাম। এই যে ঠাট্টা—মরণের ঠাট্টা। গুরুর সঙ্গে তামাসা পরিহাস, বিপদময় সংসারের মধ্যে এ সর্ব্বনাশের ব্যাপার। হে ঈশ্বর, গম্ভীর সহবাস তোমার, এখানে কি ঠাট্টা চলে? পরিহাসরূপ মৃত্যু হইতে উদ্ধার কর। স্থির মতি দাও। তুমি পরিহাসের বস্তু নহ, জগতও পরিহাসের বস্তু নহে। আশীর্ব্বাদ কর, গম্ভীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর প্রকৃতি হই। গম্ভীর হইব, সত্যপ্রিয় হইব; সত্যেতে যোগী হইয়া, সত্যেতে প্রেমিক হইব, এই আশা করিয়া অতি বিনীত হৃদয়ে, অতি গম্ভীর ভাবে তোমার গম্ভীর চরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কিছুই জানি না।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ২রা ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক;
১২ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

এই যে আমি তোমাকে দেখি, তোমার কথা শুনি, অথচ বলিতে পারি না কেমন দেখা হইল, কেমন শুনা হইল, এই মূর্খতাতেই আহ্লাদ। তোমার ইচ্ছা মঙ্গলময়ী। আমার এই যে মূর্খের বিনয় এইটী যেন থাকে। দেখিতে চাই, শুনিতে চাই; দেখা কি, জানিতে চাই না; শুনা কি, জানিতে চাই না। মূর্খ করিয়া চিরকাল রাখিতে হয় রাখিও; কিন্তু যে মূর্খ হাসে সেই মূর্খ করে রেখ। ঈশ্বর, যদি ধন ভোগ হইল, ধন কি—নাই জানিলাম! প্রকার কি, রীতি কি তাহা বুঝাইবার জন্য আসি নাই। অনন্ত রস-সাগরে ডুবিলেই আমি বাঁচিলাম। কেহ যদি বলে এ ব্যক্তি বুঝাইতে পারে না, নাই পারিলাম! কিছুই বুঝিলাম না, কিছুই জানিলাম না, অথচ হতবুদ্ধি হইয়া প্রেমরস পান করিতেছি। ইহার সৌন্দর্য্য এখানে বুঝিতে পারিব না। কাঙ্গাল-চরিত্র তুমি জান, সে যত খাইতে পায়, আরও খাইতে চায়। ফুলের ভিতর যেমন মধুমক্ষিকা আপনার কাজ আপনি করে এবং পাগল হইয়া কিছুই বুঝে না, তেমনই মূর্খ হইয়া তোমার মধ্যে ডুবিয়া থাকি। মূর্খতা বড় দুর্ল্লভ। তোমাকে জানিয়াছি এই যে ভয়ানক অহঙ্কার-মূলক জ্ঞান ইহা হইতে রক্ষা কর। যাই বলিব তোমাকে জানিয়াছি তখনই যে মরণ। আর কিছুই জানি না কেবল এই জানি যে, তাঁর আবির্ভাব একটা কি সৌন্দর্য্য, প্রেমরসের মত আসিয়া সমস্ত হৃদয়কে প্লাবিত করে।

উদ্বোধন কি, আরাধনা কি, ধ্যান কি কিছুই জানি না। উপাসনার ভিতর একটা কি জলপ্লাবন হইয়া যায় প্রতিদিন। মত্ত কর তুমি, মত্ত হই আমি। জগৎ যাহাকে চতুরতা বলে তাহা যেন আমরা না চাই। মূর্খ হইয়া তোমার সৌন্দর্য্য দেখিব, অথচ কি তাহা জানিব না। তোমার কথা শুনিব, অথচ কি তাহা জানিব না। তোমার প্রেম সম্ভোগ করিয়া পরলোকে চলিয়া যাই, গরিব বলিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তি বাচন।

হে ঈশ্বর, জ্ঞানস্পৃহা অন্তরে আছে, তুমি কে জানি, কিন্তু তুমি কতকগুলি বিষয় বুঝাইয়া দিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আর আমি যদি বলি ঐটী বুঝাইয়া দাও, তাহা হইলে অনধিকার চর্চ্চা হইবে। গুরু, আমার হিতার্থে যাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছ, তাহা ঢাকা থাক। তোমার মুখ খানিক দেখি, আর দেখি না; খানিক যাই, আর যাইতে পারি না; তখন আহ্লাদ হয়। তুমি যেখানে যাইতে দিবে না সেখানে যাইতে পারিব না, এ কি কম লাভ? আর ক্রমাগত যাইতে দিতেছ এতেও আহ্লাদ। দেখ জ্ঞানেতেও আহ্লাদ, অজ্ঞানেও আহ্লাদ। যেখানটা বুঝাইলে সেখানে আহ্লাদ, যেখানটা ঢাকিয়া রাখিলে—ভক্ত আহ্লাদ করিয়া বলিলেন, পরমেশ্বর, বেশ করিয়াছ ঢাকিয়া রাখিয়াছ। জ্ঞানী হইয়াও সুখী, অজ্ঞান হইয়াও সুখী। যাহা জানা উচিত, জানাও; যাহা জানা উচিত নয়, জানিতে দিও না। এই দুটী ভিক্ষাই চাই। যাই বলিবে আর যাইও না, তথাস্তু বলিব। আমি কল্পনার উপাসক নই, আমি তোমার উপাসক। আমি যে সদ্গুরুর উপাসক।

আমি তোমাকে যতদূর দেখিলাম—সত্যকে সাক্ষী করিয়া, চীৎকার করিয়া, পৃথিবীকে তাহা বলিয়া যাইব। আর যেখানে না দেখিলাম, সেখানে কখনও কল্পনা শত্রুর হস্তে আপনাকে নিক্ষেপ করিব না। মূর্খ হইয়া থাকি ভাল। নিষিদ্ধ পথে যাব না, অনধিকার চর্চ্চা করিব না। হে সদ্গুরু, এইরূপে জ্ঞান মূর্খতা মিশ্রিত করিয়া দিয়া বাঁচাও। বৃথা কৌতূহল হইতে বাঁচাও। সুখী মূর্খদের পরমেশ্বর, প্রসন্নাত্মা ভক্তদিগের ঈশ্বর, তুমি নিকটে এস, মূর্খতার শাস্ত্র পড়িতে দাও। মূর্খতার সুখ দাও। তোমার পবিত্র শ্রীচরণ আমার অপবিত্র মস্তকে স্থাপন কর। তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকিয়া মূর্খতার ভিতরেও সুখী হইব। অহঙ্কার, কল্পনা-শূন্য হইয়া খাঁটি ঈশ্বর তুমি, খাঁটি তোমাকে দেখিব, এই আশা করিয়া ভক্তির সহিত তোমাকে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ইচ্ছা বিনাশ কর।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ৫ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক;
১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময়, ভালবাসার ঈশ্বর, তোমার ভিতরে প্রেমের কোমলতা এবং পবিত্রতার গাম্ভীর্য্য দুইই মিলিত। পিতার কোমল হৃদয় তুমি ধারণ কর, গুরুর গম্ভীর ভাব তুমি ধারণ কর। তুমি যখন কথা কও, এক দিকে তোমার কথার মিষ্টতা অন্য দিকে তোমার কথার মধ্যে শাসনের ভাব। এক হস্তে প্রহার কর, অন্য হস্তে আশীর্ব্বাদ কর। তোমাকে যে মানে সে ভাল হয়, সুখী হয়। যে সুখী ছেলে

নয়, সে তার বাপের নাম ডুবাইল। পবিত্র চরিত্র দেখাইয়া জগৎকে মোহিত করিব এই জন্য প্রেরিত হইলাম, সেই সনদপত্র যে বৃথা যায়। এই আমরা যাই, পৃথিবী দূর দূর বলিয়া আমাদিগকে ফিরাইয়া দেয়। তাহারা বলে "এরা ঘরে বসে, কল্পনা করে, একটা নিদর্শন পত্র জাল করে এনেছে।" পরমেশ্বর নিদর্শন মারা গেল। শিষ্যবৎসল পরমেশ্বর, ভাল করিয়া লেখা পড়া না শিখিয়া মরিতেছি। যে তোমার শিষ্য হইবে তার আপনার ইচ্ছাটী দিতেই হবে। আগে আত্মবিনাশ তবে ত তোমার কর্তৃক গ্রহণ। হয় আমি প্রভু, নয় তুমি প্রভু। কতবার তোমাকে লিখিয়া পড়িয়া দিলাম ঘর বাড়ী, যাই তুমি প্রভুত্ব করিতে আসিলে, তখনই আবার তোমা হইতে তাহা কাড়িয়া লইলাম, তুমিও বলিলে, "তোর আপনার ইচ্ছা রাখিয়াছিস্. তবে আমি চলিলাম।" "তোর ইচ্ছা ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, নিজে রাজা, নিজে প্রভু হইবার তোর ইচ্ছা আছে, তুই মনে মনে বলিতেছিস, আমি আর দাসত্ব লইতে পারি না।" যে চঞ্চল প্রকৃতি সে চঞ্চল থাকিবে, যে লোভী সে তার ষোল আনা লোভ রাখিবে, যে কামী তার কাম প্রবল রাখিবে; স্বার্থপর স্বার্থপরতা ছাড়িবে না, অন্যের উপকার করিবে না, অথচ তুমি এসে ইহাদের উপর তোমার স্বর্গরাজ্য করিবে, এ যে অসার কথা। আগে দি, তবে ত তোমাকে নিবার জন্য ডাকিব। এই যে আমার জীবন নেও না—এই যে, কৈ যে? এমনই করে কি তোমাকে চিরকাল ঠকাব? আমার ইচ্ছা বিনাশ কর। আমার কাম, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, সংসারের বিলাসটুকু থাকুক, অথচ তুমি গুরুগিরি কর এসে আমার সঙ্গে, এ যে ঠাট্টা। যাহারা এরূপ ঠাট্টা করে পৃথিবীর চারিদিকে বড় বড় মাঠ আছে সেখানে তারা যাক। কামনা পূর্ণ করিবার স্থান ত

এটা নয়। নিষ্কাম হয়ে, ইচ্ছা ছেড়ে দিয়ে তুমি যাহা বলিবে তাহা করিতে হবে। সে সকল লোককে সরাইয়া রাখ। তুমি তবে বিধি খুলো না যতদিন না তারা বল্‌তে পারে—আমার ইচ্ছা রহিল, তোমার ইচ্ছা লইলাম। আগে ব্রহ্মের ইচ্ছা পূজা, তবে ব্রহ্ম-পূজা। গম্ভীর কথাগুলো মনে মুদ্রিত করিয়া দাও। জয় করুণাময়ের ইচ্ছা, জয় গুরুর ইচ্ছা, জয় পতিতপাবনের ইচ্ছা! আমাদের ইচ্ছা কেড়ে লেও। ভক্ত যোগী তিনি হন, যাঁর ইচ্ছা মরিয়াছে। তোমার ইচ্ছা, গুরো, নেতার কার্য্য করুক। আগে তোমার ইচ্ছা স্বীকার, তবে বিধি প্রচার। রাগীর রাগ থাক্‌লে, শুষ্ক হৃদয়ের শুষ্কতা, অবিশ্বাস থাক্‌লে চলিবে না। তোমার ইচ্ছাখানি দাও, তোমার ইচ্ছা পূজা করি। আমার ইচ্ছাটা একেবারে দূর কর।

শান্তি বাচন।

হে দীনশরণ পরমেশ্বর, তুমি যে পরিত্রাণ করিবে ইহা মানিলাম। এখন এই ঝগড়া চলিতেছে—তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে পরিত্রাণ করিবে, না আমার ইচ্ছানুসারে পরিত্রাণ করিবে? এই কলহের মীমাংসা কর। তুমি কি পতিতকে তাহার ইচ্ছা মত পরিত্রাণ কর? আমার বাড়ীতে এসে আমার মত নিয়ে পরিত্রাণ কর, এমন ভয়ানক দুর্ব্বুদ্ধি কেন? ভক্তদের মুখে কখনও ত এমন কথা বেরোয় না। ভক্তেরা, মহর্ষিরা, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক," এই বলিয়াছেন। হে ঈশ্বর, বুঝাইয়া দাও শক্ত কথা। আমার ইচ্ছা, আমার রুচি, আমার অভিপ্রায়, আমার মত সবংশে মরুক। প্রকাণ্ড অগ্নি জ্বালিয়া এ সকল দগ্ধ কর। ভূমি পরিষ্কার না করে তুমি বিধি

দিবে না। পুরাতন শত্রু না গেলে তুমি নূতন মিত্র-বিধি দিবে না। তোমার ইচ্ছাকে যদি না মানি, তোমার শাস্ত্র বিধি নিয়ে কি হইবে? আগে তোমার ইচ্ছা এসে সমুদয় অসুরগুলোকে তাড়াইয়া দিক, পরে সুকৌশলে তোমার প্রেমরাজ্য স্থাপন করিও। ঈশ্বর, আপনার বিপক্ষে আপনার নালিশ করিতে হইল। এই আমার ইচ্ছা, আমার মত; এতেই, না তোমার সঙ্গে, না পরস্পরের সঙ্গে যোগ হইল। এই ইচ্ছা শত্রুর মাথায় এক ঘা মার তোমার ধারাল অস্ত্রে। এই জঘন্য স্বাধীনতার স্পর্দ্ধা দূর হউক। দর্পহারী ঈশ্বর, আমাদের অহংজ্ঞান চূর্ণ করিয়া দিয়া, তোমার স্বর্গীয় ইচ্ছাকে সোণার মুকুট মাথায় দিয়া, এ দেশে রাজা করিয়া দাও। তোমার ইচ্ছা বলবতী হইয়া থাকিবে। তোমার শাস্ত্রানুসারে জীবে দয়া এবং ভ্রাতা ভগ্নীদিগের প্রতি পবিত্র ব্যবহার করিব। তোমার ইচ্ছাকে গুরু বলিয়া মানিয়া তোমার বিধি মানিব। আপনাকে দমন করিবার ক্ষমতা দাও। আনুগত্য স্বীকার করিব, আপনার রুচি, ইচ্ছা ছাড়িয়া তোমার ইচ্ছা নেব, তোমার বিধি অনুসারে চলিব, এই আশা করিয়া, গুরো, তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রায়শ্চিত্ত বিধি।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু দয়াবান্ পরমেশ্বর, কাহারও হাতে ভার রাখিলে এমন নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, যেমন তোমার হাতে ভার রাখিলে। যে একেবারে প্রাণ মন লিখিয়া তোমার হাতে দিল তার আর ভয় কি? এমন লোক কোথায় পাইব? এমন ভালবাসা কোথায় পাইব? কার্য্যের সময়, উপাসনার সময় নিজে কাছে বসিয়া, প্রাণকে শীতল করেন, এমন আর কে আছেন? এমন হাতে যদি ভার সমর্পণ করিয়া রাখি তবে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। আর কোন ভয় ভাবনা থাকিবে না। মূর্খ হইয়া যে স্বর্গে যায়, সে পণ্ডিত হইয়া ফিরিয়া আসে। স্বেচ্ছাচারীর মরণ যেমন তোমার দ্বারে, তেমনই কুতার্কিকদেরও মরণ তোমার দ্বারে। বুঝিতে পারি আর না পারি, যাহা তুমি বলিবে তাহা করিব। খাঁটি শাস্ত্র যাহার উপর তর্ক চলে না, এমন শাস্ত্র না পাইলে আমরা বাঁচিব না। আমরা ভাল ছেলে নই, কুসন্তান। ভাল হইলে তোমার শাস্ত্রখানি বুকে বাঁধিতাম, অনায়াসে ভব-সমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়া যাইতাম। অভ্রান্ত শাস্ত্র স্বর্গ হইতে আসিল, যার বুদ্ধি তোমার উপরে যায় তাকে কি তুমি স্বর্গে রাখিবে? পরস্পরের সঙ্গেও কুতর্ক করিব না, শুনিয়া যাই, বাঁচিব। মাথা হেঁট করিয়া চরণতলে পড়িয়া থাকি, বাঁচিব। সাধনের বিধি মনের সঙ্গে নাই মিলিল! প্রথম তুমি কত কথা বলিতে—গোলমাল, ধাঁধা মনে হইয়াছিল; কিন্তু এখন দেখিতেছি তার ভিতরে কেমন সুখের উদ্যান ছিল। তোমার নামটাই

আগে কেমন কঠোর ছিল। ক্রমে কেমন মধুর হইয়া আসিল। প্রথমে যাহা কাঁটার মত বোধ হয়, পরে দেখি তাহা ফুল। পূর্ণ বিশ্বাসী না হইলে, তুমি বিধি প্রচার কর না। যদি কুতর্ক না মিটিয়া থাকে, তুমি বই খুলিবে না। হে গম্ভীর সদ্গুরু, জ্ঞানীকে তার তর্ক দ্বারা অপমান করিতেছ। যে সরল হৃদয়, তার কাছে সব প্রকাশ করিতেছ। তার শিক্ষার আয়োজন করিবে তোমার বিদ্যালয়ে, তার খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। তুমি প্রবঞ্চিত হইবার ঈশ্বর নও। কত জল চাই মলা প্রক্ষালন করিবার জন্য, কার জন্য কেমন প্রায়শ্চিত্ত বিধি হইবে কে জানে। তুমি যদি বল সাত বৎসর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। হঠাৎ এই হৃদয় বিদারক কথা কেন আসিল? সে কাঁদুক, তাকে কাঁদাইয়া বাঁচাইবে। তুমি যখন সাত বৎসরের প্রায়শ্চিত্ত বিধি দিয়াছ, তখন সেই বিধি কে লঙ্ঘন করিবে? সে যেন শান্ত ভাবে বলে, জয় জগদীশ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আর যদি কাহাকেও বল, তোমাকে যোগী কিম্বা ভক্ত কোন শ্রেণীভুক্ত করিব না, তুমি পাঁচ বৎসর শিক্ষা কর। এই সময় বিধিটী ষোল আনা অতর্কিতভাবে লইতে হইবে। শীঘ্র শীঘ্র ব্যাকুল হইয়া যদি তোমার প্রেমের উদ্যানে যাই, এই ফল হইবে যে অনেক দিন দুঃখ পাইতে হইবে। বার বৎসরের রোগ, পঞ্চাশ বৎসরের রোগ ত একদিনে যাবে না। আমি আর কিছু চাই না, যেমন করে হউক প্রাণটা বাঁচাইয়া দাও। প্রায়শ্চিত্তও বুঝি না, সাধনও বুঝি না। দেরী হল, মনের মত সাধন হল না, এই জন্য রাগ করে যেন চলে না যাই। তোমার উপর রাগ করে যাই কোথায়? তবে কৃপাময়, আর নির্ব্বোধ হতে দিও

না। রাগ শূন্য হয়ে তোমার বিধি মস্তকের উপর লইতে পারি, প্রেমময় ঈশ্বর, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তি বাচন।

হে প্রেমময় ঈশ্বর, গম্ভীর স্তম্ভিত হইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছি। এই নূতন পথে, কে আগে যাবে, কে কি ভাবে যাবে, বুঝিতে পারিতেছি না। পরিত্রাণ দিবেই যদি তবে সমুদয় ভার তুমি লও। দৌড়িতে গেলে যদি হোঁচট খাইয়া মরি, আর যদি পড়িয়া থাকিতে হয়। দৌড়াদৌড়ি ভাল নয়, এমন সময় ব্যস্ত হইলে হবে না। পাঁচ বৎসর নয় প্রস্তুত হইলাম। ব্যস্ত হইলে আপনার পরিত্রাণের ভার আপনি লইলে, যে দুর্দ্দশা হয় তাই আমার হইবে। চিরকাল স্বেচ্ছাচারী হইয়া ধর্ম্ম সাধন করিয়াছি, আপনার ইচ্ছা বজায় রাখিয়াছি, এখন হাত পা বাঁধা হইয়া তোমার স্বর্গপথে চলিব কিরূপে, কিছুই জানি না। একটী প্রার্থনা আছে। যখন কঠোর বিধি দিবে, প্রদাতার হাসি হাসি মুখ যেন ইহার মধ্যে দেখিতে পাই। কে একটা কোথা থেকে শক্ত বিধি দিলে, এতে বুক ভাঙ্গিয়া যায়, এ শক্ত প্রায়শ্চিত্ত কেমন করিয়া করিব, এই প্রকার ভাব যেন মনে না আসে। স্নেহময়ী জননী, তুমি আজ্ঞা করিতেছ—বিধি ভাল হউক, মন্দ হউক, সুখের হউক, আর দুঃখের হউক, কাজ কি আমার জেনে। তোমার প্রসন্ন মুখ দেখে আশা করে যত বিষ দাও, খাব। হাজার বার যদি লাঠি মার, বজ্রাঘাত কর, সহ্য করিব। কেবল এই বিশ্বাস যেন থাকে—তোমার মধুময়, কোমল হাত থেকে বিধি আসিল। সমস্ত দিন কি করিতে হবে বলে দিবে। মা বাপ হয়ে এই কথা বল "আমি

কেবল পাষণ্ডটাকে বাঁচাবার জন্য শক্ত বিধি দিয়াছি। শক্ত ঔষধ না দিলে সে বাঁচ্‌বে কেন?" এতকাল পরে এই ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত করা বড় কঠিন, তার আগে যত আয়োজন করিতে হয় করে লও। দয়াসিন্ধু, তোমার মধুমাখা হাত থেকে দয়ার বিধি, মঙ্গল বিধি জীবকে মারিতে আসিল না, বাঁচাইতে আসিল, এই বিশ্বাস, এই আশা করিয়া, প্রাণের বিধি প্রাণের ভিতরে রাখিব। তোমাকে দয়াময় দয়াময় বলে, গুরু বলে, তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিব। এই আশা করিয়া বিনীতভাবে ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র চরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধন ও শাসন।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক;
১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

মিষ্টতা এবং ঝাল দুটী জিনিস আছে। পিতা এক দিকে, গুরু এক দিকে। কেমন করিয়া এক দুই হইলে এবং দুই এক হইলে বুঝিতে পারি না। সাধন এবং শাসনে প্রভেদ নাই। শাসন এবং সুখ সেবনে প্রভেদ নাই। তুমি হাসাইলে ত হাসিবই, তুমি কাঁদাইলেও হাসিব এই পাগলামি শিখিতে চাই। তোমার শাসনই যে তোমার দয়া। এই দুই নদী, গঙ্গা যমুনার সন্ধি স্থানে প্রয়াগতীর্থে অবগাহন করিয়া, পরীক্ষিত পুণ্য লইয়া বাহির হই, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তি বাচন।

তোমার দৃষ্টিতে মার স্নেহ, বন্ধুর উপদেশ, শাস্তার দণ্ড, প্রাণ তৃপ্ত করিবার মধু এবং পাপ নষ্ট করিবার বিষ এ সকলই আছে। এখন ভাবে বুঝিতেছি, বুদ্ধিতে বুঝিতেছি, হৃদয়ে এখনও বুঝিতে পারি নাই। তুমি কি কেবল পাপ দূর করিতে ভার নিয়াছিলে? তুমি যে বলিতেছ, না। প্রথমে তোমার মুখে শুনিয়াছিলাম "তোমাদের পাপ এবং দুঃখ দুইই মোচন করিব।"

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধন কি?

প্রাতঃকাল, সোমবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক;

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে সাধনের প্রেমরত্ন ঈশ্বর, সাধন কি? শব্দার্থ প্রকাশিকা তুমি বুঝাইয়া দাও। তোমার অভিধানে সাধন শব্দের যে অর্থ লেখা আছে, আমরা কি সেই সাধন করিতেছি? আমাদের জীবন গ্রন্থ যে তোমার গ্রন্থের বিপরীত। আমরা যে পরিশ্রম করি না, আলস্যে জীবন ক্ষয় করি। ইহা করিবই, করিবই—দুই হাজার বার যাঁহারা বলেন তাঁহারাই যে সাধন করেন। তোমার মাটীতে তোমার বীজ পড়িলে কি তাহা নিষ্ফল হইতে পারে? যদি তুমি না থাকিতে, মনুষ্য বীজ বপন করিত আর কিছুকাল পরে তাহা মরিয়া যাইত। সাধন কি এবং কেমন করিয়া সাধন করিব, হে সাধনের ঈশ্বর, পিতা, গুরু, শিক্ষা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধি গ্রহণ।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক;
২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় ঈশ্বর, সেই যে বস বলিয়া চলিয়া গেলে, প্রতীক্ষা করিয়া আছে সাধক, সেই সামগ্রী, সেই বিধি কি আনিলে না? বিলম্ব হইতেছে কেন? চোরের মনে অনেক সন্দেহ, পাপাসক্ত মনে, বিবিধ সন্দেহ। কেনই যে ঠাকুর চলিয়া গেলেন এখনও আসিতেছেন না; বেলা হইল, বুদ্ধি অবসন্ন হইল। হে জগদীশ্বর, গুরুর কার্য্য এখনও আরম্ভ করিলে না কেন? সন্তান আশা করিয়া ঘরে পড়িয়া রহিল। দিলে নিব না, আদেশ করিলে শুনিব না, এই কি কারণ? করিব না বলে কি তুমি দিতেছ না? তুমি স্বর্গের জিনিস হাতে দিলে ফেলিয়া নরকে চলিয়া যাইব। তোমার সাম্‌নে বসে যদি বিধির শ্রাদ্ধ করি তুমি দিবে কেন? বিলম্বেতেই বুঝিয়াছি কিছু গোল হইয়াছে। যে স্নান করিল না এত বেলাতে, যারা জাগিল তারাও গঙ্গাস্নান করিল না, অশুদ্ধভাবে কিরূপে তোমার বিধি শুনিবে? একজনকে যোগীর বেশ পরাইতে হবে, একজনকে ভক্তের কাপড় পরাইতে হবে, তুমিও আমাদের হিতার্থে সে সকল আয়োজন করিতেছ; কিন্তু লোকগুলো প্রস্তুত হইল না। প্রাণকে কি তুমি প্রস্তুত করিবে না? এরূপ শক্ত সাধনে যে অনেক গাত্র-শুদ্ধি চাই। নিজ হস্তে পাপীকে টানিয়া আন। লইয়া গিয়া ঐ পাশের ঘরে বসাও। তোমার ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিতে হবে। এমন জীবন্ত শরীরটা কেমন করিয়া জ্বলন্ত আগুনে ফেলিয়া দিব। প্রথমটাই

কঠিন, এই বিপদটা অতিক্রম করিতে দাও। একবার সাধনের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই। ব্রতদাতা ঈশ্বর তুমি। হে প্রভু, যদি বাঁচিব তোমার বিধির ভিতর গিয়া। দুরন্ত বলিয়া আর বিলম্ব করিলে কি হইবে? পাপী জগতের উদ্ধারকর্ত্তা, একজন কি দুইজন আসিয়া তোমার বিধি গ্রহণ করুক না! কার্য্যের সূত্রপাত হউক। এই পূর্ব্বপাপের জঘন্য প্রাচীর, এই মলিন আমাকে ভেদ করিয়া, তোমার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই, তার পর তোমার কার্য্য তুমিই করিবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অন্ধকারের আবরণ।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক;
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

কেমন মূঢ়তা, জড়তা, তোমাকে চাহি না। সমক্ষে রহিয়াছ, যোগেশ্বর, কিন্তু যোগীর চক্ষু নাই, প্রেমময় পিতার মূর্ত্তি দেখা হইল না। ভক্তবৎসল কাছে রহিলে, তোমার শ্রীপাদপদ্ম সমক্ষে; কিন্তু কার সাধ্য তাহা স্পর্শ করে, সেবা করে। যে চরণ সেবা করিলে মন বিক্ষিপ্ত হয় না, সেই শ্রীচরণ ঠিক হাতের উপর রহিয়াছে; ধরা কেন যায় না? সেই সেবক নাই, ধরিবে কে? প্রার্থী প্রার্থনা করে না, যোগী হয় না বলিয়া যোগেশ্বরকে দেখিতে পায় না; ভক্ত হয় না বলিয়া ভক্তবৎসলের শ্রীপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিতে পারে না; সেবক হয় নাই বলিয়া দয়াল প্রভুর শ্রীচরণ সেবা করিতে পারে না। অথচ তুমি সমস্ত শোভা দেখাইতে প্রস্তুত। সেই সব মূর্ত্তিগুলি তোমার আছে। যদি

একবার আবরণ ছিঁড়িয়া তোমাকে দেখিতে পায় অমনই যোগী ভক্ত সেবক তোমার পূজা আরম্ভ করিয়া দিবে। এই অন্ধকারের কাপড়খানা কে টাঙ্গাইয়া দিল, এটী চলিয়া গেলে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। বিধাতা, যোগেশ্বর প্রভুর খুব কাছে আসিয়াছি ; কিন্তু যদি এই কাপড়খানি পড়িয়া না যায়, দশ বৎসরের সাধনেও কিছু হইবে না। যেমন সেইবার স্বর্গরাজ্যের কাছে গিয়াছিলাম—"এই কি সেই শান্তি-নিকেতন"—আকাশের ইন্দ্রধনুর ন্যায় চলিয়া গেল। জগদীশ্বর, কাছে আসিলে কি হইবে? অবিশ্বাসী আমরা। দয়ালের শ্রীপাদ-পদ্ম ধরি ধরি, আর ধরিতে পারিলাম না ; আমরা এই যোগাসনে বসি বসি, আর কে আসনখানি কাড়িয়া লইল ; মুখের উপর হাতটী রহিল আর পাত্রটী নাই। আরম্ভ করিতে সুমতি দাও। তোমাকে অগ্রাহ্য করা, নাস্তিক হওয়া যেমন পাপ, তেমনই শুভক্ষণ অগ্রাহ্য করা পাপ। হে ঈশ্বর, কাঁপিতে কাঁপিতে প্রার্থনা করি, সেই অন্ধকার, মৃত্যু হইতে রক্ষা কর। জীবনের শেষভাগটা অমাবস্যা হইতে দিও না। এই যে জ্যোৎস্না আরম্ভ হইল ইহা যেন পূর্ণিমাতে শেষ হয়। পরলোকে আলোক দেখিয়া যাই। সতর্ক প্রহরী হইয়া তোমার বিধি অনুসারে সাধন করি, এই সুমতি দাও।

শান্তি বাচন।

এ কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! এদিকে কতকগুলি মানুষের আত্মা, আর ওদিকে কতকগুলি ব্রত, তীর্থস্থান, কতকগুলি স্বর্গ। এদিকে সুখার্থী, ওদিকে ধন, মধ্যে নদী। নিয়তি স্থির আছে, সমুদয় নির্দ্ধারিত। বিশ্বাসী জীবন ঐ স্বর্গ পাইবে। কিন্তু সাম্‌নে সাম্‌নে বসে গালে হাত

দিয়ে বসে আছি, কেন মাঝি তরী আনে নাই। যদি দেখিতে পাইতাম, আমার জন্য কি আছে—সেই সোণার জিনিসটী—আমার জন্য এমন সুন্দর সামগ্রী রাখিয়াছ। আর একটী ভাই বলিত আমার জন্য এমন সামগ্রী রহিয়াছে। আর একটী ভগ্নী বলিত চিরদুঃখিনী আমি আমার জন্য পিতা স্বর্গে এমন সামগ্রী রাখিয়াছেন। আর একটী গৃহ-বিহীন লোক আনন্দধ্বনি করিয়া বলিত আমার জন্য এমন সামগ্রী। অত্যন্ত শুষ্ক-কণ্ঠ বলিত আমার জন্য, হে ঈশ্বর, তুমি শান্তি সরোবর হইয়া বসিয়াছ। কাঙ্গাল একটী পয়সা পায় না, তুমি আমার জন্য এতগুলি টাকা ওপারে রাখিয়াছ। দেখাই ত অর্দ্ধেক পাওয়া। একবার যদি দেখা হয়, ঠিক সময়ে নৌকা আসিবে, জাহাজখানি ঠিক সময়ে খুলিবে। দুটী জিনিসের অভাব রহিল—দর্শন বুঝা, আমার অভাব যাহা, পাইবার বস্তু তাহা। আর চাই, যখন পরিচয় হল, এমনই বেগে লোভে পার হইব, পার হইতে সাধনে যদি কষ্ট হয় তাহা মানিব না। দেখা আর পার হওয়া দুটী বাকি। পাছে সেই নৌকা আসিয়া পড়ে যখন দেখা হয় নাই। প্রেমসিন্ধু, তরীর সমাগম প্রতীক্ষা করিব, যাই নৌকা আসিবে অমনই উঠিব। চক্ষের সমক্ষে নৌকা খুলিয়া চলিয়া গেল। দয়ার বিধি তুমি প্রচার কর, দয়ার বিধানে আমাদিগকে আশ্রয় দাও। হে দয়াল হরি, সেই নৌকাতে বসিয়া নামের সারি গাইতে গাইতে চলিয়া যাইব। এক মিনিট এদিক ওদিক হইলে যদি বিপদ হয়, তবে ভাল করিয়া সংযম করিয়া প্রতীক্ষা করি। তুমি যখন হাত ধরিবে, হাত দিব; চক্ষু ধরিবে, চক্ষু দিব; কাণ ধরিবে, কাণ দিব। ভক্তবৎসল, প্রণতবৎসল, দাও তোমার চরণতরী। ভাই ভগ্নী যিনি যেখানে আছেন সকলকে শুভবুদ্ধি দাও।

হে দয়াময়, তোমার কাছে সাধন করিতে করিতে দিন দিন সুখী হইব, পবিত্র হইব, ভক্তি বিশ্বাস অনুরাগের সহিত এই আশা করিয়া, তোমার পবিত্র শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অসার উড়াইয়া দাও।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

তোমার হাতের পাখা দ্বারা যাহা কৃত্রিম, অসার, লঘু, তাহা উড়াইয়া দাও। যাহা সার তাহা গ্রহণ কর। মনুষ্য ফুঁ দিক্, দেবতা, তুমিও ফুঁ দাও। খাঁটি যোগ, খাঁটি ভক্তি, খাঁটি সেবা আমাদের জীবনের মধ্যে আসুক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বৈরাগী সংসারীর ঈশ্বর।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

দয়াময় ঈশ্বর, তুমিই যথার্থ সংসারী, আমাদের বাসস্থান তুমি। তুমিই কেবল সংসারীকে সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসীকে যথার্থ সংসারী করিতে পার। তোমারই বলেতে মনুষ্য সংসারী বৈরাগী হয়। তোমাকে সকলেই বৈরাগীদিগের ঈশ্বর বলিয়া জানে। কবে আমরা তোমাকে বৈরাগী সংসারীদিগের ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিব ?

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সংসার তুমি কর।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;

২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

সংসারী ঈশ্বর, সংসার টংসার তুমি কর গিয়ে, আমাদের বয়ে গিয়েছে সংসার কর্ত্তে। আমরা কেবল প্রাণমধ্যে তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বভাব জয়।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;

১লা মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমমধুর ঈশ্বর, সেই স্বর্গীয় সাধন প্রেরণ কর, যাহাতে স্বভাব জয় হয়। যাহাতে মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হইয়া তোমার সাধকের সিদ্ধ অবস্থা বা দেবত্ব লাভ হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সিদ্ধি চাই।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;

২রা মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, ভিক্ষার ঝুলি খালি রহিয়াছে, একটী জিনিস চাই, সিদ্ধি চাই। মুখে সাধন সাধন ঢের বলি, কিন্তু জীবনে তাহা নাই। সাধন

বিনা কিরূপে স্বর্গে যাইব? একটী গান করিলাম, একবার উপাসনা করিলাম, কেবল ইহাতেই কি স্বর্গলাভ করিব? সাধনের পত্রখানি দিতে হবে। আমার কামরিপু নাই, ক্রোধ নাই, লোভ নাই, দ্বেষ নাই, অপ্রেম নাই, বিবাদের ইচ্ছা নাই, পাপের প্রতি আসক্তি নাই, সংসারাসক্তি নাই, এই সবগুলো সেই দরোয়ান্‌কে দিলে সে যাইতে দিবে, নতুবা এমনই ধাক্কা দিবে যে কয়েক বৎসর ধাক্কার জ্বালাতে হাড় পর্য্যন্ত চূর্ণ হইবে। ফাঁকি দিয়ে কে স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছে? পঞ্চাশ বৎসর যোগী, প্রধান উপাসক, বড় আচার্য্য হইয়াছি—এ সমুদয় দর্প চূর্ণ হইবে। কিছু বলিবে না একটী কেবল ধাক্কা দিবে আর পাঁচ সাত বৎসর সেই দিকে আস্‌বে না। তোমার লীলা বুঝা ভার! মুখখানি সুন্দর, ব্যবহার কোমল, মন গলে যায়। এমন কোমলতা, আর ভিতরে ভিতরে দরোয়ান্‌কে হুকুম দিয়া রাখিয়াছ—সাধন বিনা যাওয়ার যো নাই। গান কর্‌তে কর্‌তে অন্ধকার ঘুচে গেল, ভক্তি হইল, সেই সময় মনোহর ভাব, ষোল আনা প্রমত্ত ভাব, তবুও আঘাত। ওদিকে কি সূক্ষ্ম বিচার! এদিকে কি ষোল আনা প্রেম! ঐ যে ষোল আনা ন্যায়বান্ ও ষোল আনা প্রেমময়। চন্দ্র সূর্য্য বরং অন্ধকার হতে পারে, কিন্তু সাধন বিফল হয় না। আশীর্ব্বাদ কর, জিতেন্দ্রিয়, শুদ্ধাচার হই, আর অনায়াসে তোমার ঘরে প্রবেশ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নূতন বৈরাগী।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বর, সহস্রবার সংসার ছাড়িতে হইবে বলিলে ইহার অর্থ কি ? তোমার জন্য যে সংসার ছাড়ে, তাহার ভার তুমি গ্রহণ করিয়া পুণ্যধামে তাহাকে লইয়া যাও। একটা সংসার ছাড়া হয়, একবার অসার অপবিত্র পুরাতন জীবনের কাছে বিদায় লওয়া হয় ; আবার কিছুদিন পরে আর এক প্রকার নূতন সংসার আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সাধক বুঝিতে পারে আবার বৈরাগী অনাসক্ত হইতে হইবে। হে ঈশ্বর, চলিলাম কত দূর, আবার সেই সংসারের ময়লা কাপড়। সেই যোগীর বেশ নাই, সেই বৈরাগ্য নাই, সেই ব্রহ্মাসক্তি নাই। আবার মনের মধ্যে পাপের উত্তেজনা, আবার বলি সাজায়ে দাও বৈরাগীর বেশে। দয়াল প্রভু, বৈরাগী কর, উৎকৃষ্টতর বৈরাগ্য দাও। যেমন খোসা ছাড়াইয়া ফেলিতে ফেলিতে তবে শস্য পাওয়া যায়, তেমনই খাঁটি যোগী বৈরাগীর জীবন গূঢ়তম স্থানে রহিয়াছে। আমাদের ভিতর হইতে সমুদয় সংসারাসক্তি, পাপের ইচ্ছা না গেলে পবিত্র হইতে পারিব না। বারম্বার নূতন বৈরাগী হব। এমনই করে বুঝি বারম্বার জন্ম হইবে, শেষে ব্রহ্মধামে, নিত্য-প্রেমধামে যাইব।

শান্তি বাচন।

প্রেম-শৃঙ্খলের এক দিক তোমার হাতে রাখিয়া তুমি আমাদিগকে টানিতেছ। স্বর্গ বুঝি না, এই বলে "তোমার সঙ্গে চলি"। নৌকা

চলিল, কাল কোথায় অন্ন পাইব জানি না। আজ তুমি যে বিধি দিবে তাহা গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া যাই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুষ্ট বুদ্ধি বিনাশ।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

বুদ্ধির দৃষ্টি শনির দৃষ্টির ন্যায় তোমার প্রেরিত প্রেমকে নষ্ট করিল। তোমার কৃপাসুন্দর মুখ, তোমার প্রেমভাবটী না দেখিলে প্রেম হয় না। যে মত্ততা বাড়ে না, যে ভালবাসার বৃদ্ধি নাই, সে ভালবাসার কি কাজ? এক সময় মিষ্টি খেয়েছিলাম তাতে চলিবে কেন? তোমার প্রেম নেওয়ার সময় অনন্ত সাগরের ঢেউ চাই, আর দেওয়ার সময় আমরা তোমাকে কিছুই দিব না। রূপের ডালি ঈশ্বর, বিমোহিত কর তোমার ভক্তদিগকে। এই এদের জন্য এত বড় রাজা হইয়া, পৃথিবীতে আসা যাওয়া করিতেছ; গরিব পাঁচটাকে বাঁচাবে বলিয়া রূপে গুণে সুন্দর হইয়া কত নীচতা স্বীকার করিলে। তুমি বল, এদের জন্য এত বৎসর আমি কত করিলাম, এরা আমাকে ভালবাসে না কেন? কোন্ পাপ ইহাদের হৃদয়কে কঠোর করিয়াছে? তোমার সন্তান যখন তোমাকে ভালবাসিবে তখন দেখিতে কেমন হইবে। পিতা, এস তোমাকে কাছে বসাই, কাছে বসাইলে কত সুখ হইবে। তোমার সন্তানের কেমন কুবুদ্ধি, সময়ে সময়ে সে কঠোর তপস্যা করে, দুই এক দিন ভাল গান করে, কিন্তু যখন তুমি তার প্রাণ টান্‌তে থাক তখন তার প্রাণকে টান্‌তে দেয় না। যখন প্রেমের শুভ যোগ

আসে তখন কি এমন কর্‌তে হয়? সুবুদ্ধি হলে বলে—দাও টান্, এবার তোমার জালে গিয়া পড়ি। তুমি যে ভাল ঈশ্বর তাহা বুঝিতে পারি নাই। এখনও যেন কাল ঈশ্বর। এই যে কাল ঈশ্বরের পূজা এই ত সর্ব্বনাশকর। দুরন্ত বুদ্ধি বলে ঐ ঈশ্বর এত ভাল নন্ তুই যেমন মনে করিস্, ঐ দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে। সুবুদ্ধি কে দিবে? কুবুদ্ধি তোমাকে কাল করিয়া দেয়। দাও ঐ শত্রুকে বিদায় করে দাও। হে কৃপাসুন্দর ঈশ্বর, কোদাল দিয়া মাটী কেটে দাও, প্রেমজল ঢাল। হে ঈশ্বর, সোণার মুখটী দেখ্‌তে দিও, সেই মুখ দেখিলে প্রেমাবেশে পঙ্গুর মত পড়িয়া থাকিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্য ভিক্ষা।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক;
৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

কাল প্রেম ভিক্ষা করিয়াছি, আজ সত্য ভিক্ষা করিতেছি, ঝুলি ভরিয়া সত্যান্ন দাও। মনের মধ্যে অনেক মিথ্যা প্রজা বসাইয়া তাহাদের খাজানায় জীবন ধারণ করিতেছি। এখন তাহাদিগকে দূর করিয়া নূতন সত্য প্রজাদিগকে (সত্য আরাধনা, সত্য ধ্যান, সত্য প্রার্থনা, সত্য যোগ, সত্য ভক্তি) প্রতিষ্ঠিত করি। তোমাকে যেন ঘুম পাড়াইয়া চলিয়া না যাই। তোমার জ্ঞানপ্রদ শ্রীচরণ আমাদের ভ্রান্ত মস্তকের উপর স্থাপন কর; ঐ চরণপ্রসাদে মিথ্যা খেলা, মিথ্যা স্বপ্ন দূর করিয়া, সত্যরাজ্যে প্রবেশ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্যে প্রতিষ্ঠা।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৬শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক;
৮ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

সারাৎসার সত্য ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে সত্যের রাজ্যে লইয়া যাইতেছ। সত্য এবং সুখের বিবাহ দিয়া দাও। কল্পনায় ভ্রমের মিথ্যা সুখও চাই না, এবং দুঃখের সত্যও চাই না, তোমার সত্য যে সুখের সত্য, তোমার সত্য দেখিলে যে চিত্ত প্রসন্ন হয়। যোগ সমাধি, সত্যপর হইলে প্রেম ভক্তি থাকে না, ইহাও ত সাধন নহে। তোমাকে সত্যভাবে দেখিলেই আহ্লাদে মন প্রমত্ত হয়, প্রমত্ততার মধ্যে থাকাই আমাদের বাঁচিবার উপায়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দেখা দিয়ে দায় ঘটালে।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৭৯৭ শক;
১৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমসুন্দর ঈশ্বর, দেখা দিয়ে দায় ঘটালে। নিরাকারের ভিতরে আবার রূপ ফাঁদ্‌লে, আকাশে এত বর্ণ, আকাশ কথা বলে, বুঝি মূর্ত্তি পূজা কর্‌তে হল। আকাশ মূর্ত্তি, শূন্য মূর্ত্তি, কিছু-নয় মূর্ত্তি। যাহা বলাও, তাই বলি, দাসের দোষ নাই, কিছু নাই যখন তাকেও মূর্ত্তি বল্‌লে। আরও পরে কি কর্‌বে তোমার হৃদয়ে আছে। বুঝি বিপদ ঘট্‌ল। তোমাকে দেখা নয়—একেবারে সর্ব্বনাশের ব্যাপার। যারা

দেখ্‌ল, মত্ত হয়ে চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে। কাঙ্গালের ঠাকুর, ভাল একখানি রূপ বের কর এবার, কাণার যেন গতি হয়। বুকের উপর তোমার পা জড়িয়ে ধরে মিনতি করি কাণা যেন রূপ দেখে, যে রূপে নাস্তানাবুদ্‌ হয়। সেই প্রেমরূপ, তোমার মঙ্গলময় রূপ; কেমন ধারা জানি না। হয় ত দেখিনি, হয় ত একবার দেখেছি। যদি দেখেই থাক্‌ব তবে বল্‌তে পার্‌ছি না কেন? হয় ত দেখেছি, তোমার উপর ভার রইল মীমাংসা কর্‌বার। কিন্তু ভাল করে দেখি নাই, ছায়া টায়া দেখেছি। তুমি না হয় বল্‌লে যে তুই দেখিস্‌ নাই, তাতে আমার ক্ষতি কি? কাণার চোখ ফুট্‌বে, আর তাকাইয়া থাক্‌ব তোমার পানে। তোমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেশ বুঝ্‌ব, আমার ঈশ্বর রূপবান্‌। তবে কি না নিতান্ত বাঁদরের মত হয়েছি, দেখি নাই, পাপ করেছি। যখন কাণাগুলো নাচ্‌বে তোমার জগৎ তখনই তরে যাবে। স্থির শান্ত গম্ভীর আধ্যাত্মিক প্রতিমা পরকাল অনন্তকাল পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে, স্বচ্ছ। দিও দেখা, অধম বলে এখন নাই দিলে, যখন সময় বুঝ্‌বে তখন দিও, তোমার হাতে ভার রইল। এ-ও দেখা, আমি বল্‌ছি ও-ও দেখা তাঁহাদের ঘরে যাহা হয়, যে দেখা হলে পাপ করে না। কেবল আলোক, লাবণ্যচ্ছটা, কেবল হাসিহাসি মুখ, ওতেই ত যোগীজন মজে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিত্তের স্থৈর্য্য।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ৮ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক ;
২০শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় ঈশ্বর, এসেছ যদি—যে জীবন স্থির করিবে, তারই হৃদয়ে তোমার প্রতিভা প্রকাশ হবে। তুমি যে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছ। এই সময়ে যদি আমরা স্থির হই, আমাদের হৃদয়-নদীতে তোমার জ্যোৎস্না পড়িবে। অস্থির হইয়াছি বলিয়া, দেনা পরিশোধ করি না বলিয়া, তোমাকে দেখিতেছি না। সংসার কাঠী দিয়ে মনের জল ঘুটাইয়া দেয়। আশা করে বসে আছ কখন সন্তানগুলির জীবন স্থির হবে, আর তুমি দেখা দিবে। তুমি বলিতেছ সন্তানগুলো না হল যোগী, না হল ভক্ত, না হল ইহাদের পরিবারের সঙ্গে মিল, না হল ইহাদের পৃথিবীর সঙ্গে মিল। মনের সরোবর কবে কাচের মত স্থির হবে, একটুও নড়্‌বে না। স্থির না হলে ভাঙ্গাচোরা ব্রহ্ম-মুখ। ঐ মুখ দেখি দেখি, আর সংসারের দেনা পাওনার কাঠী এসে জল ঘেঁটে দেয়। জীবনের অস্থিরতার কারণ দূর করে দাও। ঠাকুরের বাড়ীতে আছি তাতে কি? স্থির শান্ত না হলে ত আর প্রশান্ত ঠাকুরের দর্শন পাইব না। বেশ স্থির নদীর উপর প্রেমচন্দ্রের মুখ প্রকাশিত হইবে, মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া সুখী হইব। এই আশা করিয়া তোমার শান্তিপ্রদ শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক ;
২৫শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

ধ্যানের উদ্বোধন।

পৈতৃক ভূমি, পৈতৃক বাড়ী ঘর ছাড়িয়া মূঢ়েরা বিদেশে অভদ্র হাড়ী মুচিদের গ্রামে বাসা করিয়া আছে। যে বাড়ী পিতা স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহাতে অনন্তকাল বাস করিতে হইবে, তাহার প্রতি নির্ব্বোধদিগের অনুরাগ নাই। পৈতৃক ঘরের এক পার্শ্বে বসে মা বাপের নাম করা, মা বাপের গুণ কীর্ত্তন করা, কত পুণ্যের ব্যাপার। সেই নিগূঢ় পৈতৃক প্রাণ-গৃহে বসিয়া পিতা মাতাকে দর্শন করিলে কত পুণ্য সঞ্চয় হয়।

আঁখির মিলন।

হে প্রেমময়, গোটাকত স্ক্রূপ চাই। কয়েকটা স্ক্রূপ দিয়া আমাদের ছুটী চক্ষুকে তোমার চক্ষুর সঙ্গে আঁটিয়া না দিলে, আমাদের আর সদ্গতি নাই। তোমার চক্ষু স্বর্গীয় জাতি, আমাদের পানে তাকাইয়াই আছে, আমাদিগকে ছাড়িয়া যায় না; কিন্তু আমাদের চক্ষু নীচ চামার জাতি, সংসারের অসার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অত্যন্ত কঠোর এবং শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। চক্ষু সংস্কার কর। তুমি তুলি দিয়া এই অন্ধ চক্ষে রঙ্গ দিয়া দাও, মৃত চক্ষে প্রাণ দাও, খুব প্রাণভরে তোমার সোণার বরণ দেখি। তোমার ঐ রূপ দেখাই ত, প্রভু, আমাদের একমাত্র কার্য্য।

শান্তি বাচন।

হে সুন্দর পরমেশ্বর, প্রেমে সুন্দর, পুণ্যে সুন্দর, তোমাকে দেখ্‌লে মানুষ স্বর্গে চলে যায়। এমন যে ঈশ্বর, তুমি আমাদের কাছে একজোড়া চক্ষু চাহিতেছ। তুমি জান তোমার রূপ সংসারকে জিতিবেই জিতিবে। তোমার প্রেম-নয়নের পানে তাকাইয়া থাকিলে, আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশ্ব, প্রাণ গলে যাবে, তখন যোগাসনে বসিয়া কেবল তোমাকে দেখিবে। তাই কাছে ঘনিয়ে ঘনিয়ে আস্‌ছ। প্রাণের ভিতর যাই, সেখানে সুন্দর হয়ে বসে আছ। এমন করে সর্ব্বব্যাপী হয়েছ, যে দিকে মানুষ তাকায় সেই দিকেই তোমার স্নেহ-দৃষ্টি। পাষণ্ডের আর পথ নাই যে বলিবে তোমার চক্ষু দেখা গেল না। ক্রমাগত তোমার পানে তাকাইয়া থাকৃতে পার্‌লে তুমি জান আমাদের আর পাপ তাপ থাকে না। সকলেই চলিয়া যায়, তুমি চলিয়া যাও না কেন? কাঙ্গালের মত আমাদের দ্বারে বসেই আছ, যেন আমরা একটু অনুগ্রহ না কর্‌লে তোমার দিন চলে না, যেন আর কোথাও তুমি খেতে পাও না। একবার পাপী তোমাকে দেখ্‌বে তাতেই তুমি বর্ত্তে যাবে, তোমার প্রাণ কৃতার্থ হবে। পুত্রের কাছে আর কি চাও? হে প্রেমসুন্দর সোণার ঈশ্বর, বলে দাও, তাকাইয়া কি থাকৃতে পারব? খুব কাঙ্গাল হয়ে, সুখ বিলাস ছেড়ে, তোমার মুখের পানে তাকাব। সর্ব্বস্ব দিলেও কি পাওয়া যায়? হে ঈশ্বর, ঐরূপ দেখিব। ঐ রূপসাগরে ডুবিব, রূপের নদীতে একবার চিৎসাঁতার, একবার ডুবসাঁতার। কেবল দেখা, দেখা, দেখা। দেখা যেখানে নাই সেখানে কি আর তুমি আছ?

তোমার রূপের গূঢ় কথা, তোমার দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব বল। আসল জিনিস দেখাও। সেই লোকগুলোকে যাহা করেছিলে আমাদিগকে তাই কর। সেই সঙ্কেত শিখাও যেভাবে তোমাকে দেখ্‌লে আর চক্ষু নড়ে না। শুদ্ধ নয়নে শুদ্ধ পুরুষকে দেখ্‌ব। প্রেম নয়নে প্রেমময়কে দেখ্‌ব। এই আশা করে তোমার নিগূঢ় অত্যন্ত সুন্দর শ্রীচরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ছবি আর বস্তু।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৫ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক;
২৭শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

এই ব্রহ্মাণ্ড অসীম শ্মশানের ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে, তুমিই একমাত্র জীবন্ত প্রাণস্বরূপ দেবতা হইয়া বাস করিতেছ।

তুমি আপনার জন্য নহ, আমরাই কেবল আমাদের জন্য, তোমার প্রাণ পরের জন্য, তোমার ছেলেদের জন্য।

হে ঈশ্বর, পৃথিবীতে ছবি আর বস্তু স্বতন্ত্র; কিন্তু তোমার সম্বন্ধে ইহার বিপরীত হইল। তুমি যাহা, তাহাই তোমার প্রেমমুখচ্ছবি। আকাশময় একখানি আশ্চর্য্য ব্রহ্মপট। ছবিই ব্রহ্ম তুমি। হৃদয়রাজ্যে ছবি আর বস্তু স্বতন্ত্র নহে। ছবি-প্রাণ হই। অন্তরে বাহিরে এই ছবি দেখি এবং বলি বাঃ আকাশে কি আশ্চর্য্য রঙ্গ ফলিয়েছ! পুণ্যের মানুষ কি কেবল প্রেমিক, কি কেবল জ্ঞানী যে তোমাকে একরঙ্গা করে আঁকে, সেই ছবি চাই না; কিন্তু ঠিক তুমি যেমন

সমুদয় গুণে সুন্দর হয়ে আছ, তোমার নিজের সেই রঙ্গ দেখাও। আমাদের ঘরে ভাল রঙ্গের ছবি টাঙ্গাইয়া দাও, তুমিই ছবি হয়ে বস মন হরণ কর্‌তে। ঐ যেন কাঙ্গালের ঠাকুর হাত বাড়াইয়া আশীর্ব্বাদ কর্‌ছেন, ঐ যেন চক্ষের জল মোচন করিলেন। জগদীশ্বর, ঐ যেন কি? "ঐ যেন" চেয়ে যে, তোমার ছবি সহস্র গুণ সত্য। দয়াল প্রভু, তোমার অপমান করে—যাহারা ঐ যেন বলে। ঐ যেন বলে, কল্পনা করে, রঙ্গ করে। আমরা পুরাণ গল্প মানি না। তোমাকে ছাড়া ছবি চাই না, তুমি যাহা তাই ছবি। যেন ছবিখানির মত হয়ে থাক, সে ত দোষ হল, তাহা নহে, তুমি যেমন আছ তাই ত একখানি সুন্দর ছবি। তোমার সত্তা, তোমার রূপের ডালি, ঘন লাবণ্য, একখানি চেহারা, একখানি সৌন্দর্য্য, একখানি মুখ যাহা, তাহাকেই ছবি বলি। মানুষের হাতে আঁকা ছবি নহে। ফ্রেমে বাঁধা ছবি নহে। তোমাকে যাহারা দেখেনি তাহাদের প্রাণ দেখে শীতল হউক, যাহারা দেখেছে তাহারা আরও দেখুক। প্রেমের ছবি সকল সন্তানকে দাও, বাড়ী নিয়ে রাখুক, আর বলুক, ওরে আমাদের বাপের ছবি দেখ্।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্থির প্রশান্ত ভাব।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৬ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক;

২৮শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময়, তুমি জ্যোতির্ম্ময়, তোমাকে আলোকের মধ্যে দেখিতে ভাল। ছেলে কান্না ছেড়ে হাসে আলো দেখ্‌লে। কিন্তু

আলো ভাল, কালও ভাল। তোমার কাছে আলোই হল আর অন্ধকারই হল, তোমার বয়ে গেল। তুমি দ্বিপ্রহর দিবস এবং দ্বিপ্রহরা রজনী কিছুই বিচার কর না, দিনের আলোর মধ্যেও দেখা দাও, রাত্রের ঘোরান্ধকার মধ্যেও দেখা দাও। কোন ভক্ত আলো, কোন ভক্ত অন্ধকারের পক্ষপাতী হয়, আমরা কিন্তু পক্ষপাতী হই না। পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা আমাদের দুই সমান হউক! হে দয়াঘন, অন্ধকার যদি ঘন হয় তবে দয়াঘন তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইবে। কিন্তু অন্ধকারে যে তোমাকে দেখা—বড় স্থির, ধীর হয়ে দেখ্‌তে হয়। তুমি আজ কাল বল্‌ছ, যার প্রাণ স্থির না হয় আমি তার কাছে যাব না, স্থির, প্রশান্ত ভাবের প্রশংসা কর্‌বে। তুমি বলিতেছ যে স্থির নহে সে পাপী। বাসনা, কল্পনা ছেড়ে স্থির হওয়া সহজ নহে। অস্থিরদের পালাবার সময় হল। অস্থির আপনার পূজা আপনি করুক! সে ঘন ঘটা করে আপনার স্বেচ্ছাচার দেবতার পূজা করে। তুমি তার হইও না, তাহা হইলে স্বেচ্ছাচারের মান বাড়িবে। খুব অন্ধকার মধ্যে যে তোমাকে চায় তাহার হইও। যার প্রাণ দৌড়চ্ছে সুখের দিকে, স্ত্রীর দিকে, সেখানে হল না। এক প্রাণ চাই। তুমিও একটী, আমিও একটী, তবে গোল মিটে গেল। আমাদের স্থির করে, স্থির মূর্ত্তি দেখাইয়া সেবকদিগকে কৃতার্থ কর।

শান্তি বাচন।

প্রাণপতি, সেই দেখা দেখাও, যাতে অন্ধকার অন্ধকার থাকে না, আলো আলো থাকে না। অন্ধকার—কেহ কোথাও নাই, সেখানেই ত তুমি হাত বাড়াইয়া চোরের অধিপতি, প্রাণ চুরি কর। হৃদয়চোর,

তুমি। তোমার এই খাসা নামের মহিমা আমরা আমাদের পাপের জন্য বুঝিলাম না। জগদীশ্বর, মন্ত্র পড়ে আমাদের অস্থির চিন্তা, কার্য্য-গুলি দূর করে দাও। আগে সত্যকে বাঁচাও, তোমার বিধি ঠিক করে দাও। "ওরে স্থির না হলে আস্‌ব না তোর কাছে, কেন জ্বালাতন করিস্‌, স্থির হয়ে আয় না।" স্থির হৃদয়ের পুতুল তুমি, স্থির হৃদয়ের ভূষণ তুমি। স্থির মুখের গান শুন্‌তে ভালবাস তুমি। স্থির হউক, স্থির হউক, স্থির হ্‌উক, শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ এই সংস্কৃত শব্দটাকে প্রাণ দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুন্দর অভয় গৃহ।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ২১শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক;
২রা এপ্রেল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে পিতা, তোমার স্বধাম আছে, আমাদের পিত্রালয় আছে। সেই পবিত্র প্রেম-ঘর যাহা মানুষের চক্ষু দেখে নাই, মানুষের প্রাণ সম্ভোগ করে নাই। ঐ বাড়ীর কথা কর্ণ শুনিল; কিন্তু চক্ষু দেখিল না। কবে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিব? পৃথিবীতে সেই দৃশ্য নাই। স্বর্গের ঘর, সেই তোমার প্রেমধাম, শান্তিধাম, এ জায়গায় হবে কেন? ঈশ্বর, যেমন তোমার দর্শন জন্য যদি ব্যাকুল হই, তুমি দর্শন দিবেই দিবে; সেইরূপ তোমার ঐ ঘরে যাইবার জন্য যদি ব্যাকুল হই, তুমি ঐ ঘরে অবশ্যই লইয়া যাইবে। আগে ব্যাকুলতা হউক, প্রেম হউক, তবে ত তুমি তোমার ঘরে স্থান দিবে। টান প্রাণকে, দিন রাত্রি

খুব আকর্ষণ কর, দূর হইতে তোমার ঐ সুন্দর ঘর দেখাইয়া প্রাণকে আকৃষ্ট কর। ঐ সুখের ঘর কেমন সুখের ঘর, এই ভাবিতে ভাবিতে যখন পাগল হইব, তখন দেখিব ভিতরে তোমার সেই ঘর আসিয়াছে। যখন ঐ শান্তিধামের ভিতরে প্রবেশ করিব তখন আর তাহা ছাড়িতে পারিব না। ক্রমে দিন যায়, বৎসর যায়, ঘরখানি কেন পড়িয়া থাকে? তোমার ত ইচ্ছা যে তোমার সন্তানেরা তোমার ঐ ঘরে যায়। দেখ পিতা, এ সকল নিরাশ্রয় যেন বনবাসী না হয়। পিতা, ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছ, আমরা কি সম্ভোগ করিব না? আগে অনুরাগ জন্মাইয়া দাও। "কেন অসার চিন্তা করিস্, এই দেখ্ তোদের জন্য সুন্দর ঘর আছে" এইরূপে উপদেশ দিতে দিতে ব্যাকুল করিয়া লও। যেমন তোমার নামের আকর্ষণ আছে, তেমনই তোমার ঘরের আকর্ষণ আছে। দেবলোক, ব্রহ্মধাম, শান্তি-নিকেতন বলিতে বলিতে তাহা পাওয়া যায়। এখন কি আদেশ বল। প্রসন্নমূর্ত্তি পিতা, আজকার প্রার্থনা এই নহে যে আমাদিগকে এখনই ঐ ঘরে লইয়া যাও, ঐ ঘরে স্থান দাও। আজকার প্রার্থনা এই, ঐ স্বর্গের ঘরের কথা শুনাও, মিষ্ট মিষ্ট করে, মিষ্ট মুখে শুনাও, আপনার ঘরের প্রশংসা আপনই কর। আমরা এমনই কি পাষণ্ড হইয়াছি যে তোমার মুখে এত প্রশংসা শুনিয়াও ঐ ঘরের প্রতি আকৃষ্ট হইব না? কেমন সুখের ঘর, কেমন সুখের ঘর, এই বলিয়া তোমার ঘরের হাজার বার প্রশংসা কর। দয়াল প্রভু, ঐ ঘরের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া প্রাণকে মোহিত কর, তোমার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা। সেই সুন্দর স্বর্গধামের বিষয় ভাবিব, আর ভাবিতে ভাবিতে পাগলের ন্যায় মোহিত হইব, ঐ ঘর ভিন্ন আর কিছু ভাল লাগিবে না। ঐ ঘরের সুখ ভাবিতে

ভাবিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইব। যাহাতে যথাসময়ে বিঘ্ন বাধা, এবং পৃথিবীর সমুদয় জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া তোমার ঐ সুন্দর অভয় গৃহে স্থান পাই এই আশীর্ব্বাদ কর। হে দেবলোকের অধিপতি, তোমার প্রসাদে তোমার ঘরে স্থান পাইব, এই আশা করিয়া সকলে মিলিয়া, ভক্তিভাবে তোমার শ্রীচরণে বারম্বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কলুটোলা।

সহবাসরূপ বসন। *

হে ঈশ্বর, একখানি আলোক দাও, যা সমস্ত দিন সঙ্গে থাকিবে। হে ঈশ্বর একখানি খুব ভাল সাদা বিছানার চাদর দাও; একখানি খুব ভাল সাদা কাপড় দাও; একখানি খুব ভাল সাদা সাবান দাও; একটু খুব ভাল সাদা জল দাও, যাহাতে অঙ্গ পরিষ্কার করিব; একটী খুব ভাল সাদা বন্ধু দাও, যার সঙ্গে সমস্ত দিন থাকিব। তোমার এই মধুর সহবাস হইতে ফিরিয়া গিয়া কি সংসারে এই চ্যাংড়া ছোঁড়াদের সঙ্গে সময় কাটাইতে আর রুচি হয়? এই দুই ঘণ্টা তোমাকে ছাড়িয়া কার সঙ্গে বাইস ঘণ্টা কাল কাটাইব। তুমি এই সকল কথা শুনিয়া সরকারকে বলিয়া দিলে এই গরিব ভক্ত যা চাহে ইহাকে তাই দাও। আমি সাদা কাপড়, সাদা চাদর, ভাল জল সব পাইলাম।

---

* এই প্রার্থনায় কোন তারিখ ছিল না।

এই দুই ঘণ্টা কালের মধুর সহবাসের পরে ভাবি, কতবার ভাবি, এখান হইতে আর উঠিয়া যাইব না। এখান হইতে উঠিয়া কোথায় যাইব কার কাছে যাইব? কিন্তু যাই উঠিয়া যাই অতি অল্প কাল পরেই সংসার আমার ভাল চাদর কাড়িয়া লয়। আমার যে ময়লা দুর্গন্ধ কাপড় আগে ছিল তাই পরে রহিল। গরিবের ছেলে কত বছর কেঁদে কেঁদে দুর্গা পূজার সময় একখানি ভাল চাদর পাইল, পাইয়া কত সুখী হইল; কিন্তু দুদিন পরে সে তাহা হারাইল। তার যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশা! হে ঈশ্বর, এই মধুর সহবাসে তোমার সন্তান যে চাদর লাভ করে, দু ঘণ্টা পরে সে তাহা এক পয়সার জন্য বিক্রয় করিয়া, গাঁজা গুলি খায়। আর কত দৌরাত্ম্য করে। হে পিতা, হে প্রভু, মার মার, খুব মার, এমন অত্যাচারীকে খুব কষ্ট দাও। এই ভাইয়েরা বলেন সকালের উপাসনা বড় মিষ্ট হয়। মিষ্ট হয় ত মুখ হইতে তাহা ফেলিয়া দাও কেন? ভক্ত খুব মধুর সহবাস করিল। এখান হইতে যখন উঠিয়া যায় যেন তার সঙ্গে রাস্তার দুই ধার দিয়া আগুনের হল্কা চলিতেছে। তারা যাই ১৩ নং বাটীতে (১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট্, ভারতাশ্রম) গেল দুই ঘণ্টার মধ্যে সব শীতল বরফের জল হইয়া গেল। এ সব বিট্‌লিমির কথা। তোমার সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা নাই এই ঠিক কথা। যার তোমার সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা নাই, তুমি তার কাছে থাকিবে কেন? হে ঈশ্বর, এমন কি কিছু করিতে পার না যাতে এই কয় জন লোক চিরস্থায়ীরূপে তোমার সঙ্গে থাকে? একটী উজ্জ্বল আলো হইয়া প্রতিজনের চক্ষের ভিতরে বাস করিবে। যাই ভাইয়ের চখের তারার দিকে তাকাইব অমনই দেখিব স্বর্গ-রাজ্যের জ্যোতি ও শোভা। একখানি শুদ্ধ উজ্জ্বল বস্ত্র

হইয়া এমনই করিয়া শরীর মনকে ঢাকিয়া থাকিবে যে ঠিক যেন ঘেরা-টোপ; বাহিরের কোন শত্রুর সাধ্য নাই যে অঙ্গ স্পর্শ করে; পোকা মাকড় সব বাহিরে বেড়াইতে লাগিল, আমি ভিতরে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত রহিলাম। এই কয়জনের কি তাহা হয় না, যে সকল কারণের জন্য ইহা হয় না তাহা একেবারে বিনাশ কর। এই মধুর সহবাস যাহাতে সমস্ত দিন ভোগ করিতে পারি তাহাই কর, এই তোমার নিকট প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধন কানন।

তপোবন।

অবিশ্রান্ত দান।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক;
২৯শে এপ্রেল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে পরমেশ্বর দয়াবান্, নিশ্চয়ই তুমি ধরা পড়িয়াছ। তুমি হাজার চতুরের ন্যায় লুকাইয়া লুকাইয়া উপকার করিয়া যাও না কেন, তুমি এক একবার এমন করিয়া ধরা পড় যে, তাহাতেই সাধকের প্রাণ মোহিত হয়। কেন তুমি ধরা পড়? তোমার পৃথিবীতে যে সকল বস্তু রাখিয়াছ—যে প্রচুর অন্নের আয়োজন, ফল মূলের আয়োজন—পরিশ্রম করিয়া যাহা পাওয়া যায়, এ সকল সাধারণ নিয়মে কি তোমার ভালবাসা প্রকাশ পায় না? সন্তানের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে সেই বুঝিতে পারে। বিপদ কালে কাছে বসে এমনই একটা বড় বড় দান নিজের হাতে এনে দাও, ঠিক যে নিজে করে দাও তাহা যে-সে বুঝ্‌তে পারে না। প্রেম জালটী পেতে বসে থাক, জালে পড়ে আর অমনই টানিয়া লও। হাত তোমার দেখা যায় না। এত বছর থেকে এ সমুদয় করিয়াছ একটা লোককে তরাইবার জন্য। কেমন সুন্দর উদ্যান দিলে, যদি এখানে বসিয়া দুদিনও সাধন ভজন করি তোমার প্রেম গুণ গাই। কেমন তুমি আদর করে "ওরে ছেলে, আয়

কাছে, তোর জন্য বাগান করেছি” এই বলিলে। প্রেমময় পিতা, স্নেহের জলে তোমার নয়ন ভাসিতেছে। তোমার স্বর্গে কত উদ্যান আছে, তাই ভালবাসিয়া একটী দিলে। সন্তানকে ভাল না বাসিলে কেহ এমন দান করে না। সেই তপোবনে পরের উদ্যানে তোমার পদ চুম্বন করিয়া সুখী হইতাম। মানুষকে ভক্তিই দাও তুমি। বন্ধুহীনকে বন্ধু দাও, তুমি যে বাহিরে জড় বস্তু দাও তাহা কে দেখে? আমাদের বড় শুভ অদৃষ্ট, আমাদের সম্পর্কে দেখ্‌তে পাই যেন তোমার একটু পক্ষপাত। আমাদের চারিদিকের ভাই ভগ্নীদের অবস্থা দেখিতেছি তাহারা কত বিষয়ের সেবা করে; কিন্তু না পায় তাহারা সংসার, না পায় তাহারা ধর্ম্ম। আর এই ছোট লোক যারা—কিবা আছে আমাদের, আমাদের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে বল, কাহাকেও বলিস্ না, তোর হৃদয়ে এইটী দিলাম। সেটা সিন্দুকে রাখিতে না রাখিতে আর একটী—শ্রান্তি নাই। অবিশ্রান্ত দান। এমন দানও কেহ দেখে নাই বাপের জন্মে। হে ঈশ্বর, এমন যে সুন্দর সোণার বাগান হাতে দিলে, ইহার ফুলও পাড়িতে জানি না, ইহার ফলও পাড়িতে জানি না, গাছের জিনিস গাছে রহিল, তোমার সন্তান কাঁদিতে লাগিল। হস্ত দাও ফুল ফল পাড়িয়া সম্ভোগ করি। সাধন ভূমিতে বীজ বপন করি। এ মাটীতে অনেক ফলে, তেমন সাধনের সার যদি পড়ে তবে ঢের ধন পাব। এই বাগানের মাটীতে শরীর যেন শুদ্ধ হয়। বাগান ভালবাসিব আর যিনি বাগান দিয়াছেন তাঁহাকে ভালবাসিব। বাহিরের ফল ফুল পাড়িব আর ভিতরের প্রেম ভক্তি দিব। যেন সব গাছগুলি তোমার গাছ হয়। ক্ষুদ্র ঘাস থেকে প্রকাণ্ড বৃক্ষ, সমুদয় যেন তোমার কথা বলে। এখান হইতে

সংসার, অশান্তি তাড়াইয়া দাও। বৈরাগী হইয়া কাতর অন্তরে দেব দেব মহাদেব বলিয়া তোমাকে ডাকিব। এবার দয়াময় তোমার পা ছাড়িব না, পরলোক পর্য্যন্ত বাঁধা থাক্‌বে। তোমার এই উদ্যানের ভিতরে একটী মনের উদ্যান করিয়া লই। দয়াল হরি, তাই তোমাকে ডাকি। দয়াময়, এই গ্রামের যে বন্ধুর অনুগ্রহে, যাঁহার উৎসাহে এই বাগান পাইলাম, যাঁহার যত্ন দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম, তাঁহাকে তুমি এই ঘটনা দ্বারা শুদ্ধ কর। এখানে পাঁচজন অপবিত্র যদি পবিত্র হয় টাকা দেওয়া সার্থক হইবে। বড় চাপা মন তোমার, চাপা মনে অভিপ্রায় চাপা দিয়া রাখ। কোন্ জালে কাকে জড়াইবে মানুষ জানে না। প্রাণেশ্বর, যেন শুনিতে পাই, এ তোমারই বাগান। বল তুমি ইহার অধিকারী। তুমিই কিনিলে ভক্তদিগের উপকারের জন্য, ব্রাহ্মদিগের কল্যাণের জন্য। এস দয়াময়, এই শুভানুষ্ঠান সময়ে। এই স্থানে, আলোকময় দেবতা, তুমি আলো করে বসে আছ। এখানে সকলে মিলে স্বর্গে যাইবার উপায় করিব, এই আশা করিয়া বারবার তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি। *

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

---

* মোড়পুকুরে প্রাচীনবন্ধু প্রসন্ন কুমার ঘোষের যত্নে এই উদ্যান ক্রীত হয়। আচার্য্যদেব এই উদ্যানের "সাধন কানন" নামকরণ করেন। ২০শে মে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ, ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হয়। গঃ—

ভারতাশ্রম।

—•••—

ব্রাহ্মিকাসমাজ।

———

ব্রাহ্মিকার আদর্শ। *

হে কৃপাসিন্ধু, জনক জননী তুমি। তুমি কৃপা করিয়া তোমার কন্যাদিগের কিরূপ হওয়া উচিত দেখাইয়া দাও। এই যে তোমার কন্যাগণ তোমার কাছে আসিয়াছেন এখনও ইহাঁরা প্রাণের সহিত তোমাকে ভালবাসিতে পারিলেন না। হে জগদীশ, সময় কি এখনও হয় নাই? আর আশা করিয়া কত দিন থাকিব? তুমি ইহাঁদিগকে কত ভালবাস, ইহাঁদের ঘরে কতবার আসিতেছ, কিন্তু ইহাঁরা তোমার কাছে কতবার যান? তুমি ইহাঁদের কাছে বসিয়া থাকিতে কত ভালবাস। তুমি একদিন ইহাঁদিগকে না দেখিলে থাকিতে পার না, কিন্তু ইহাঁরা পৃথিবীর সুখের মদে মত্ত হইয়া তোমাকে ভুলিয়া যান; জগদীশ, তখন তুমি যে ইহাঁদের পিতা, তাহা আর ইহাঁদের মনে থাকে না। পিতা, যথার্থ ব্রাহ্মিকার আদর্শ কি তাহা ইহাঁদিগকে শিক্ষা দাও। তোমার প্রসন্ন মুখ ইহাঁদের হৃদয়ের ভিতরে দিন রাত্রি প্রকাশিত রাখ। তুমি যেমন ইহাঁদিগকে ছাড় না, ইহাঁরাও যেন তেমনই তোমাকে ছাড়িতে না পারেন শীঘ্র এমন উপায় বিধান কর। যখন দেখিব তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমার কন্যারা সদানন্দ হইয়াছেন

* এই প্রার্থনায় কোন তারিখ ছিল না।

তখন আমরা কত সুখী হইব। পিতা, ভগ্নীদের এই ম্লান মুখ মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকিবে, দুঃখিনীদের দুঃখ চিরকাল থাকিবে, যদি তুমি ইহাঁদিগকে নিস্তার না কর। নাও তোমার কন্যাদিগকে বুকে বাঁধিয়া রাখ। আর কেহ তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারিবে না। গরিব মেয়েগুলিকে লোকে দুঃখিনী বলে যেন তোমার আশ্রমের অপমান না করে। কেহ যেন এ কথা বলিতে না পারে এদের বুঝি পিতা মাতা নাই, এদের মুখ কেন প্রসন্ন হইতে দেখিলাম না। হে প্রেমময়, তুমি তোমার মেয়েদের উদ্ধার কর। তুমি ইহাঁদের হৃদয়কে স্বর্গীয় সুখের আলয় কর এবং ইহাঁদের মুখে সর্ব্বদা স্বর্গীয় তেজ বিকীর্ণ কর। ইহাঁরা তোমার কন্যা, তোমার বাড়ীতে থাকেন, দুবেলা তোমার কাছে বসিয়া আহার করেন, কাহারও ধন ধান্যের অভাব নাই, তথাপি কেন ইহাঁদের মুখ ম্লান থাকে? পিতা, দয়া করিয়া তোমার দুঃখিনী মেয়েদিগকে তোমার কাছে বসাইয়া, কেবল তোমার ঐ চির-সুপ্রসন্ন মুখের পানে খানিকক্ষণ তাকাইতে শিক্ষা দাও; তাহা হইলে আর ইহাঁদের জড়তা, ম্লানতা, ও কোন প্রকার দুঃখ থাকিবে না। তখন তোমার কন্যারা বলিবেন, ঐ মুখের প্রসন্নতার কথা কেবল ভক্তের মুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এখন নিজে দেখিয়া চিরজীবনের জন্য সুখী হইলাম। তোমার ঐ প্রেমমুখ দেখিলে দুঃখিনী ব্রাহ্মিকা আর কেহ থাকিতে পারিবে না। দীনবন্ধু, দুঃখিনীদিগকে দেখা দাও। তোমার ইচ্ছা এই পৃথিবীতে পূর্ণ হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তপস্যার অগ্নি। *

হে প্রেমসিন্ধু পরমেশ্বর, তোমার নিকটে বসিয়া তোমার যোগী সন্তানগণ সর্ব্বদা তপস্যা প্রভাবে পাপ তাপ তাড়াইয়া দিতেছেন। যেমন তুমি তেজোময় পুরুষ, প্রকাণ্ড জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়, তেমনই তোমার এক একজন সাধকও এক একটী ক্ষুদ্র অগ্নির ন্যায়। পাপ সেই অগ্নির নিকটে যাইতে পারে না। যদি কেহ তপস্যায় বাধা দিতে আসে সাধকের তেজে সে পুড়িয়া যায়। সংসারাসক্তি, বিষয়-বিলাস, রাশি রাশি প্রলোভন সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থা আমাদের প্রার্থনীয় হইয়াছে। আমাদের মনের ভিতরে ব্রহ্মাগ্নি, পুণ্যতেজ নাই। যে তেজে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—সেই মানবের মানবত্ব আমাদের হইতে বহু দূরে। কেবল সেই অগ্নি, সেই তেজেতেই ব্রহ্ম-সন্তানকে জানা যায়। পাপ প্রলোভন আসিতেছে, আর মারিতেছে, একটু সংসারের সুখ বিলাস আসিল, আর মন ভুলিয়া গেল, যাহাদের এমন দুর্দ্দশা, তারা কেমন করিয়া তোমার সন্তান নামের উপযুক্ত হইবে? তোমার সন্তানেরা যে ব্রহ্মচারী। তাঁহাদের শরীর মন হইতে এমনই তেজ বাহির হয় যে কোন পাপ তাঁহাদের নিকটে আসিতে সাহস করে না। তুমি স্বয়ং সেই অগ্নি, সেই তেজ হইয়া, তোমার ব্রহ্মচারী সন্তানদিগকে এমনই পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছ, যে তোমার স্ফুলিঙ্গ দেখিয়া পাপ কোথায় পলায়ন করে, তাহার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। যদি তাই হয় তবে আমাদের এই যে অহঙ্কার, ইহাতে মনে হয়, আমাদের অনেক বিলম্ব আছে যথার্থ সদাচারী, ব্রহ্মচারী হইবার।

* এই প্রার্থনায় কোন তারিখ ছিল না।

তপস্যা শুনিয়াছি অগ্নি, তেজের কারণ। আমাদের মন শীতল, অনায়াসে ছোট ছোট পাপ নিকটে আসিলেও আমাদের মন ঘুরাইয়া দেয়, অতি সামান্য কারণে আমাদের মন ভুলিয়া যায়। অনায়াসে অলস হইলাম, অনায়াসে মিথ্যা কহিলাম। কিন্তু ব্রহ্মচারী যেখানে বসিবেন সেই স্থানের কাছে যাইতে আমাদের গা কাঁপে। ঐ উচ্চ ব্রহ্মচারীর অবস্থা কবে আমরা লাভ করিব? আমরা তপস্যা করিব, আর ব্রহ্মতেজ আমাদিগকে রক্ষা করিবে। পাপকে আসিতে দিব না সেই ব্রহ্মাগ্নি কৈ? হে দীনবন্ধু, কেমন করে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হবে? বাহিরের আড়ম্বর লইয়া আমরা কি করিব, পাঁচ জনের অনুরোধে বৃথা কাজ করিলে আমাদের কি হইবে? সাগর সমান তোমার প্রেম রত্নরাশি, কেমন করিয়া সে সকল সঞ্চয় করিব শিক্ষা দাও। আমাদের প্রাণের মধ্যে একটী অগ্নিখণ্ড রাখ যার উত্তাপে পাপ দগ্ধ হইবে। হে ঈশ্বর, তুমি কেন চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড হইয়া থাক না, আমরা তোমার মধ্যে বসে ঘোর ঘটা করে তপস্যা করি। তোমার অগ্নির তেজে পাপ দগ্ধ হইবে; কিন্তু আমরা মরিব না। যেমন শুনিয়াছি প্রেম-সাগরে ডুবিলে মানুষ মরে না, তেমনই তোমার অগ্নির মধ্যে বসিলে মরিব না। ঐ অগ্নির মধ্যে বসিয়া ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিব আর শুদ্ধাচার হইব। অপবিত্র কামনা দগ্ধ করিব। মঙ্গলময়, তোমার দীপ্তি, তোমার অগ্নিময় আবির্ভাব কাহাকে বলে বুঝাইয়া দাও। তাহা হইলে জীবন সার্থক হইবে। ঐ হোমকুণ্ডে বসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করি আর শুদ্ধ হই। হে সদ্গুরু, এইরূপে যোগমন্ত্র শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে সাধন ভজনে নিযুক্ত কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দলের রাজা।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১০ই ভাদ্র, ১৭৯৮ শক ;
২৫শে আগষ্ট, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনদয়াল, এক এক করিয়া কত লোক চলিয়া গেল, তাই বলে কি তোমার ধর্ম্মবিধান দুর্ব্বল হইল? লোক কমিল বলিয়া তোমার ধর্ম্ম খাট হইল না। কত লোক চলিয়া গেল তার পর দেখি, তোমার ধর্ম্ম সাধনের তেমনই জমাট, ক্রমশঃ আরও জমাট। তোমার প্রেম প্রকাশ চিরকালই উজ্জ্বল। যাহারা গেল তাহাদেরই দুর্ভাগ্য। তোমার উপদেশ কমিল না, তোমার রূপ প্রদর্শন কমিল না। যারা যায় তারাই দুঃখী সন্তান। কত লোক গেল, আরও কত লোক যাইবে কে জানে। দয়াল, যদি আশীর্ব্বাদ কর, আমরা কয়জন চিরকাল পড়িয়া থাকিতে পারি। তোমার বড় সাধ আমরা তোমাকে এই দলের রাজা, পিতা বলি। অধম সন্তানের হাত হইতে হাত পাতিয়া পূজার উপহার লইলে, মাথায় হাত দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে, গুপ্ত সাধকের কথা শুনিলে; কিন্তু পাঁচজন সাধক একত্র হইয়া তোমাকে দলপতি বলিয়া এখনও তোমার পূজা করিল না। এক একটী লোককে বৈরাগ্য বেশ পরাইয়া তুমি গাছতলায় বসাইয়াছ, এ সকল তুমি ঢের করিয়াছ। কিন্তু ঠাকুর, ইহাতে ত তোমার সাধ মিটে নাই, তোমার ইচ্ছা যে কতকগুলি লোক এক প্রাণ হইয়া সত্য-প্রদীপ, এবং প্রেম-ফুল ইত্যাদি লইয়া তোমার শ্রীচরণে বিস্তৃত করুক। দলের রাজা হওয়া তোমার চিরকালের ইচ্ছা; কিন্তু তোমার এই সাধ মিটিতেছে না। তুমি মানুষকে স্বাধীন করে দিয়েছ এই

জন্য এক সময়ে তোমার পাঁচটী সন্তান প্রেমে মত্ত হইয়া একখানি মুখে তোমার একটী স্তব করে না। তোমার অনুজ্ঞা শুনিয়া যদি তোমাকে আমাদের দলের অধিপতি করিতাম তোমার কত সাধ মিটিত। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইত, এই পৃথিবীরও সদ্গতি হইত। তোমার প্রেমামৃত পান করিতে আমাদের যেমন অধিকার তোমার অন্যান্য সন্তানদিগেরও তেমনই অধিকার। সকলেই এক সময়ে তোমার শ্রীচরণছায়াতে উপবিষ্ট হইবেন, তোমার ত আশীর্ব্বাদে ত্রুটি নাই। ইহাঁদের সঙ্গে আমাদেরই মনের মিল হয় না। কবে তোমার মধুর দয়াল নামে গলিয়া এক হইয়া স্বার্থপরতার মাথায় কুঠার মারিব। কবে ভেদাভেদ, আত্মপর জ্ঞান চলিয়া যাইবে? দলপতি ঈশ্বর, কবে প্রেমিক সম্প্রদায় হইব? সেই দিন শীঘ্র এনে দাও তোমার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বর চিন্তা।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক;
২৮শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, আমাদিগকে তোমার অচঞ্চল ভাবুক করিয়া লও, তোমার বিষয় ভাবাও। তোমার সম্পর্কে অনেক ভাবিবার আছে। মুক্তি পথে অনেক যাত্রী চলিতেছে; কিন্তু সকলেই প্রায় দৌড়িতেছে, কেবল দুই পাঁচটী এখানে ওখানে গাছতলায় বসিয়া গালে হাত দিয়া তোমার বিষয় ভাবিতেছে। যে তোমাকে ভাবে, তাকে তুমি আরও

ভাবাও। যে তোমাকে ভাবে তাহার কাছে বসিয়া তুমি তাহাকে তোমার নিরাকার রূপের রঙ্গ দেখাও, তোমার ভিতরের পরিপাটী ভাব দেখাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসনায় মন বশীভূত হয়।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক;
২৯শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় দেবতা, উপাসনা কি? তুমি বলিবে না। আচ্ছা, যদি না বল তবে উপাসনা দাও। তুমি বলিতেছ, এই যে দিচ্ছি। উপাসনা কি জানি না, কিন্তু বন্য মহিষের গায়ে হাত বুলাইলে যেমন তাহা শান্ত হয়, সেইরূপ দেখিতেছি তোমার ঘোরাল পবিত্র উপাসনায় এই দুর্দ্দান্ত মন বশীভূত হয়। আমাদিগকে প্রতিদিন তোমার ঐ পবিত্র উপাসনার ঘূর্ণা জলের ভিতরে মগ্ন করিয়া রেখ, যে জলে মন নির্ম্মল হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কথা কওয়া ঈশ্বর।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক;
৩০শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে দেব, কথা কওয়া ঈশ্বর তোমার নাম। তোমার কথা জ্ঞানপূর্ণ এবং অতি সুমধুর। আব্‌দার করে বড্ড ঠেস্ দিয়ে কথা

বল্‌ছ। মার কথা বড় মিষ্ট। পৃথিবীর ঠুক্ ঠাক্ কর্কশ শব্দ শুন্‌ছি, যে কথা প্রলোভন আনে সেই কথা শুন্‌তে চাই। সন্তানকে খারাপ পথে যেতে দেখ্‌লেই তুমি কথা কও। তোমার এক একটা কথা এসে প্রাণটাকে চম্‌কে দেয়—খবর্‌দার, ও কি কর্‌ছিস্? মূর্খ শুনে না। কালা, পাষণ্ড, নাস্তিক শুনে না, আর সকলে শুনে। হাড়ভাঙ্গা শব্দ, গম্ গম্ কর্‌ছে। কেন কু ইচ্ছা, অহঙ্কার পোষণ করিতেছ? কেন মন শুষ্ক, হৃদয় অপ্রেমিক রাখিয়াছ? তুমি এমন করিয়া কথা কহিতেছ, কিন্তু পাপীর আর কাল নিদ্রা ভাঙ্গে না। পাপীকে ভয়ানক ধমক দাও। সাধক ভক্তেরা বলেন, কাণে সেই কথা শুনিতেছ না যে কথায় কাণ ফেটে যায়। যখন ধমক দাও, যেন বাজ পড়ে। খবর্‌দার, খবর্‌দার, এই কথাগুলি আস্‌ছেই। বাপ্‌রে বাপ্, কে শুনে এই কথা। কালা তোমার ভাল কথাও শুনে না, উপদেশও শুনে না। কালা আর থাক্‌ব না, কাণ দাও, তোমার শ্রীমুখের কথা শুনি, তোমার কথা মিষ্ট। বাঁচাবার জন্য যাহা বল সব কথাগুলি যেন শুন্‌তে পাই। মঙ্গলময়, আশীর্ব্বাদ কর, কাণকে তোমার কথা শুনিতে ক্ষমতা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চির দীনতা।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক;
৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে কাঙ্গালশরণ ঈশ্বর, যখন প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন একবার তোমার জন্য দীনাত্মা এবং ব্যাকুল হইয়াছিলাম; এখন মনে করিতেছি সেই ব্যাকুলতা দ্বারাই তোমাকে ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি; এখন আর তোমার জন্য, ব্যাকুল এবং দীনাত্মা হইয়া থাকা আবশ্যক মনে হয় না। এই ভ্রান্তি হইতে তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবন্ত বিশ্বাস।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক;
৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি আছ, এই অচেতন মন তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারে না। তোমার প্রতি এখনও যথার্থ বিশ্বাস হইল না। এখন যে তোমাকে দেখি, তাহা জীবন্ত দর্শন বলিতে পারি না। এই জন্য প্রার্থনা করি, তুমি উজ্জ্বলতররূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। "ঈশ্বর আছেন" এই কথা বলিবামাত্র যেন আত্মা সঞ্জীবিত হইয়া উঠে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রচারক সর্ব্বত্যাগী।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক;
৬ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, যাহারা একবার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তোমার শরণাগত হইয়াছে, তাহাদের মনে যদি আবার সংসারাসক্তি, বিলাস, স্বার্থপরতা স্থান পায়, তাহারা যে মরিবে। যাহারা প্রচার ক্ষেত্রে তোমার প্রদত্ত লাঙ্গল হাতে ধরিয়াছে, তাহারা যদি আবার সংসারের দিকে ফিরিয়া চায়, তাহাদের যে মৃত্যু হইবে। অতএব প্রার্থনা করি, প্রচারকদিগকে রক্ষা কর। স্বার্থপরতা, সুখের লালসা উন্মূলন কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হৃদয়ের পুতুল।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক;
৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে নিরাকার ঈশ্বর, আমরা তোমাকে আকার প্রকার দিই নাই, তোমার শরীর বা অবয়ব ভাবি না। অথচ তোমাকে হৃদয়ের পুতুল বলি। তুমি পুণ্যের পুতুল, প্রেমের পুতুল হইয়া সমস্ত দিন আমার কাছে বসিয়া থাক, আমার পরিবার মধ্যে বসিয়া থাক। পৌত্তলিকেরা যেমন তাঁহাদের পুতুলকে দেখিয়া সুখী হন, তেমনই তোমাকে আমার আশপাশে দেখিয়া আমি নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত হই। তুমি পুতুল হইয়া আমার গলায় দোল, আমার বক্ষে বাস কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্যমাখা ভালবাসা।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ;
৮ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি কিসে ভক্তদিগের নিকটে এত সুন্দর হইলে? তোমার মধ্যে এমন কি মনোহর গুণ আছে যাহা দেখিয়া জগৎ মুগ্ধ হয়? তোমার ঐ পুণ্যমাখা ভালবাসাই তোমাকে এমন সুন্দর করিয়াছে। তুমি স্বয়ং প্রেম, পবিত্র ভালবাসার আধার তুমি। আবার তোমার ইচ্ছা যে তোমার সকল সন্তানগুলিও প্রেমিক হয়। সকলেই জ্ঞানী অথবা কর্ম্মী হইতে পারে না, কেন না সকলের হস্তের এবং মনের বল সমান নহে ; কিন্তু সকলেই প্রাণের মধ্যে গভীর প্রেম পোষণ করিতে পারে। যাহারা এই প্রেমকে ধারণ না করিয়া, স্বার্থপর, রুক্ষ নির্দ্দয় চক্ষে নর নারীকে দর্শন করে, তাহারা অতি অপবিত্র, কদাকার এবং বিবর্ণ হয়। অতএব প্রার্থনা করি, আমাদিগকে সেই প্রেম দাও, যাহাতে তিন এক হইব। তোমাকে খুব ভালবাসিব, তোমার মধ্যে ভাই বন্ধুকে খুব ভালবাসিব, তুমি আমার সঙ্গে থাকিবে, আমি তোমার সঙ্গে বসিয়া থাকিব, এবং ভাই বন্ধুকেও সঙ্গে লইয়া তোমার সঙ্গে থাকিব। এইরূপে তুমি আমি এবং ভাই বন্ধু বিশুদ্ধ প্রেমযোগে এক হইয়া যাইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শুদ্ধতা-প্রদ দর্শন।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক;
৯ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, এখন তুমি আমাদিগকে যে দেখা দিতেছ ইহাতে বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়, প্রত্যয় সবল হয়; ঘোর বিপদের মধ্যে অবলম্বন পাওয়া যায়, অন্ধকার মধ্যে সাদা সাদা একটী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়; স্রোতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে এমন সময় একটী খুঁটি, বা বয়া, কিম্বা একখানি প্রকাণ্ড কাঠ ধরিয়া বাঁচিয়া যাওয়া যায়; কিন্তু যে দর্শনে মন পবিত্র হয়, নবজীবন লাভ করা যায়—একজোড়া নূতন চক্ষু, এবং একজোড়া নূতন কর্ণ, এবং একটী নূতন দেহ পাওয়া যায়; সেই উচ্চতর দর্শন এখনও আমরা পাই নাই। তুমি বলিতেছ আমরা সে দর্শনের উপযুক্ত নহি। কিন্তু পিতা, আমাদিগকে উপযুক্ত করিবার ভারও তোমারই হস্তে। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই শুদ্ধতা-প্রদ দর্শন লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্তির গুরুত্ব।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক;
১১ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, ভাসিলাম, খাইলাম; কিন্তু ডুবিলাম না। তোমার প্রেম-সাগরের উপরে ভাসিলাম, সময়ে সময়ে প্রেম-জল পান করিলাম,

কিন্তু ঐ সাগরে ডুবিতে পারিলাম না, তুমি এক একবার ডুবাইয়া দাও; কিন্তু শোলার মত কেমন হাল্‌কা মন, আবার ভাসিয়া উঠে, মন হাঁস্ ফাঁস্ করে। এই জন্য প্রার্থনা করি, প্রেমের জমাট, ভক্তির গুরুত্ব দাও, যাহাতে একেবারে তোমার প্রেম-সমুদ্রের গভীর জলে তলাইয়া যাইব, আর উঠিতে পারিব না।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রভুভক্তি।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক;
১২ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

পিতা প্রেমময়, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি কি করিব? তুমি বল, বলিলে তুই যে করিস্‌নে। পিতা, ঢের কাজ বাকি রহিল, লোকের মঙ্গলের জন্য যত ভাবা উচিত ছিল, লোকের যত ভাল করা উচিত ছিল তাহা করি নাই। তুমি যাহা করিতে বলিয়াছ তাহা করি নাই। তোমার আদেশ শুনি নাই। পিতা, কৃপা করিয়া আমাদের অন্তরে প্রভুভক্তি দাও, আনুগত্য দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যুগধর্ম্ম বিধান।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ;
১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

পিতা, তুমি যুগে যুগে বিধান প্রেরণ করিতেছ। বিধানের অণ্ড ফুটিল, ভক্ত-পাখী নির্গত হইল, খাইল, উড়িল ; আবার উৎকৃষ্টতর বিধানের অণ্ড ফুটিল, উৎকৃষ্টতর ভক্ত-পাখী বাহির হইল, খাইল, খেলা করিল উড়িল। পিতা, এই বর্ত্তমান বিধানে তোমার বৈরাগী ভক্তেরা কি কি লক্ষণাক্রান্ত হইবে বলিয়া দাও। সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া তোমাকে ভালবাসিতে হইবে, স্বার্থশূন্য হইয়া লোকের প্রতি কোমল ব্যবহার করিতে হইবে। বৈরাগীদের গাছতলায় বসিয়া তোমার প্রসঙ্গ করিয়া আমোদ করিতে হইবে, সকল প্রকার নীচাসক্তি দূর করিতে হইবে এবং আর কি কি করিতে হইবে তুমি বলিয়া দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রশান্ত ঈশ্বর।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ;
১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে কৃপাসিন্ধু ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র, চন্দ্র তোমার প্রতিবিম্ব। তুমি সমুদয় জ্যোৎস্নার আকর। তোমার ভক্তের হৃদয় সুস্থির, গম্ভীর, প্রশান্ত সরোবর, সেই সরোবরে, হে প্রশান্ত ঈশ্বর, তুমি প্রতিভাত হও। চঞ্চল অশান্ত হৃদয়ে তোমার ছায়া পড়ে না। আমাদিগকে তুমি শান্ত করিয়া লও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রকৃত বিনয়।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১লা পৌষ, ১৭৯৮ শক;
১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, আমরা আমাদিগকে নরাধম, নীচাশয় বলি; কিন্তু এ সকল কথা আমাদের দুর্ব্বলতা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়। অতএব প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে যথার্থ বিনয় দাও, যাহা আমাদের নিজের নীচতা দেখাইয়া দিবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে, পতিতপাবন পিতা, তোমার কৃপার বল বুঝাইয়া দিয়া, আমাদিগকে সবল এবং তেজস্বী করিবে—যে বিনয় জলের মত আমাদিগকে কোমল করিবে এবং অগ্নির মত আমাদিগকে তেজস্বী করিবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবন্ত দর্শন।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ২রা পৌষ, ১৭৯৮ শক;
১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমসিন্ধু জীবন্ত ঈশ্বর, জীবন্ত জাগ্রৎভাবে তোমাকে ডাকা এবং দেখা এক, আর নিদ্রিতভাবে তোমাকে অধমতারণ, পতিতপাবন, ইত্যাদি নাম লইয়া ডাকা এক। তোমার ভক্তেরা যে তোমাকে ডাকেন এবং দেখেন, তাহা এক, আর আমরা যে তোমাকে দেখি তাহা এক। তোমার ভক্ত যখন তোমাকে ডাকেন, তখন তুমি অ্যাঁ বলিয়া উত্তর দিয়া যে তাঁহার নিকটে এস, তাহাতে প্রাণ মন কাঁপিয়া

যায়, মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চারিত হয়। হে ঈশ্বর, আমাদিগকে সেই প্রকার জীবন্ত দর্শন দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কলুটোলা।

উৎসাহ।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৩রা পৌষ, ১৭৯৮ শক;
১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

আমাদিগকে একত্র করিয়াছ এই জন্য যে পরস্পরের উৎসাহে উৎসাহী হইব। সকলের উৎসাহ-অগ্নি দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবে। কে তোমার কাছে আগে যাইতে পারে এই বলিয়া সকলে উৎসাহে যাত্রা করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শান্তি।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ৪ঠা পৌষ ১৭৯৮ শক;
১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

প্রশান্ত ঈশ্বর, তোমার শ্রীচরণতলে আমাদিগকে এক একখানি ধ্যানপরায়ণ যোগী ঋষির ছবি করিয়া রাখ। কিছুতেই মন অস্থির হইবে না। সংযত হৃদয় এবং অচঞ্চল মন হইয়া তোমার পাদপদ্মে মগ্ন থাকিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অস্তিত্বে বিশ্বাস।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৫ই পৌষ, ১৭৯৮ শক ;
১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি যে একটী জমাট সত্য হইয়া নিকটে বসিয়া আছ। তোমাকে তেমন উজ্জ্বলরূপে দেখি না, যেমন জল, গাছ প্রভৃতিকে এক একটী জমাট সত্য মনে করি। এই নাস্তিকতা অবিশ্বাস হইতে তুমি আমাদিগকে মুক্ত কর। তুমি যে অটল হইয়া আমাদের নিকটে স্থিতি করিতেছ। তোমাকে যাহাতে দেখিতে পাই আমাদিগের হৃদয়ে এমন বিশ্বাস চৈতন্য দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আকাশ-জোড়া চক্ষু।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ৬ই পৌষ, ১৭৯৮ শক ;
২০শে ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

ত্রিলোচন, সহস্রলোচন, তোমার নাম রাখা হইয়াছে, অনন্ত নয়ন তোমার। তোমার ভক্ত যে দিকে তাকান, কি অন্তরে কি বাহিরে তোমাকে একখানি আকাশ-জোড়া প্রকাণ্ড চক্ষু দেখিতে পান। তোমার চক্ষু দেখিলে কি কেহ পাপ করিতে পারে? পাপীর পক্ষে তোমার চক্ষু ভয়ঙ্কর, অত্যন্ত তীব্র তেজপূর্ণ, অগ্নিময় ; কিন্তু ভক্তের নিকটে তোমার চক্ষু জ্যোৎস্নাময়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অনুতাপ এবং ভক্তি জল।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৭ই পৌষ, ১৭৯৮ শক;
২১শে ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমময়, অনেক থলি বীজ তুমি আনিয়াছ, কিন্তু আমাদের মন যে পাষাণের মত কঠিন, অনুতাপ এবং ভক্তি জলে এই পাষাণ কোমল না হইলে ত ঐ সকল বীজ অঙ্কুরিত হইবে না।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত কাঙ্গালীর মত।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৬শে পৌষ, ১৭৯৮ শক;
৯ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিরা যেমন ক্ষুধায় পাগল হইয়া, যাহা পায় তাহাই খায়; তেমনই তোমার ভক্তেরা অনেক দিন ক্ষুধায় কাতর হইয়া দেখিবামাত্র তোমার শ্রীচরণ খাইয়া ফেলে। তোমাকে দর্শন করিবার জন্য, তোমার পুণ্য সুধা, প্রেম সুধা পান করিবার জন্য, আমাদিগকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত কাঙ্গালীদিগের ন্যায় ক্ষুধিত তৃষিত কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরিপক্ক অবস্থা।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৭শে পৌষ, ১৭৯৮ শক ;
১০ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

ফল যেমন শেষাবস্থায় পরিপক্ক হয়, সেইরূপ আমাদের প্রাণগুলি যাহাতে হে ঈশ্বর, তোমার প্রেম রস পান করিয়া ঘোরাল, বৈরাগী এবং প্রেমিক হয় এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

একত্রে পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২৮শে পৌষ, ১৭৯৮ শক ;
১১ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

সকলে একত্রে তোমার পাদপদ্ম বুকে ধরিলে যে কত সুখ কত আহ্লাদ তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। হে সর্ব্বসুখদাতা, এই ভুল, এই চুক্, দূর করিয়া দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভারতাশ্রম।

গভীর উপাসনা।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৯শে পৌষ, ১৭৯৮ শক ;
১২ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

যে ভাবে তোমার উপাসনা করিলে মনের মধ্যে তোমার ঘোরাল পুণ্য রং, এবং প্রেম রং বসে, হে ঈশ্বর, সেই ভাবে আমাদিগকে তোমার উপাসনা করিতে শিক্ষা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরনূতন।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ১লা মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
১৩ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি অতি পুরাতন হইয়াও চিরনূতন। প্রতিদিন তুমি নূতন পুণ্য প্রেমের পোষাক পরিধান করিয়া তোমার ভক্তের নিকট প্রকাশিত হও। তোমার ভক্ত জানেন যে তোমার পোষাকের সংখ্যা নাই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যজ্ঞের অগ্নি।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ৩রা মাঘ, ১৭৯৮ শক;
১৫ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর, তোমার ভক্তেরা তোমার অভিমুখে বসিয়া আছেন, আর তোমার মুখ হইতে তাঁহাদের মুখে আগুন তেজ আসিয়া তাঁহাদিগকে তেজস্বী করিতেছে। অগ্নি না হইলে কি তোমার যজ্ঞ হইতে পারে? হে ঈশ্বর, তোমার পুণ্যাগ্নি, তোমার পুণ্যতেজে আমাদিগকে তেজস্বী কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৪ঠা মাঘ, ১৭৯৮ শক;
১৬ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি এত সুলভ হইয়াছ যে, তোমার নামের প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করিবার আগে আসিয়া তুমি বসিয়া আছ। নিজে আসিয়া আমাদের মলিন হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তোমার ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছ। আমরা বড় বড় পাপ করিলেও, তুমি ছাড়িয়া যাইবে না, কেহ তোমাকে অনুরোধ করে নাই, তুমি নিজে আসিয়া আমাদের প্রাণের জমীদার হইয়া বসিয়া আছ। তোমার এই বিশেষ করুণার মূল্য আমরা বুঝিলাম না।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরিই স্বর্ব্বস্ব।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ৫ই মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
১৭ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমিই একমাত্র এই প্রাণ মনের অধিকারী হও। দিবা রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা যেন তোমারই কাছে পড়িয়া থাকি। তুমি ভিন্ন ত আর কেহ নাই যে প্রাণকে টানিতে পারে। আর কেহ নাই যাঁহার জন্য প্রাণ ছন্ করিয়া উঠে। তোমার কাছে থাকিলে সকলই হইবে ইহা বিশ্বাস করিতে দাও। হরি সুখ, হরি শান্তি, হরিই আমার সর্ব্বস্ব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুই রেখা এক হইয়া যাইবে।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৬ই মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
১৮ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বর, তুমি বলিয়াছ একমাত্র তোমাতে মগ্ন না হইলে জীবের শান্তি নাই, কিন্তু ইহাও আবার তোমার আদেশ যে এই সংসারের মধ্যে থাকিয়া তোমার মধ্যে প্রাণকে রাখিতে হইবে, তোমার সঙ্গে যোগানন্দ রস পান করিতে হইবে। দুই রেখা এক হইয়া যাইবে, দুই পথ থাকিবে না। ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় ঘড়ীর দুটো কাঁটা যেমন এক হয় অথচ পদার্থ স্বতন্ত্র থাকে; তেমনই সম্পূর্ণরূপে তোমার ইচ্ছাধীন হইয়া এই জীবন ধারণ করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দাও।

সংসারের সকল প্রলোভন রোগের মধ্যে থাকিব অথচ ব্রহ্মবলে বলী হইয়া রোগী হইব না, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রূপ দেখিয়া মোহিত।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৭ই মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
১৯শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর, ধন মান এবং বিলাস কাঁধে লইয়া দৌড়িতেছিলাম, এমন সময় পথের মধ্যে একটী লোক আসিয়া বলিল, রাজার বড় শক্ত হুকুম, এ সকল লইয়া কেহ তাঁহার নিকট যাইতে পারে না। দীনবন্ধু, তোমার নিকট যে অনেক ধন সম্পদ এবং রূপলাবণ্য আছে তাহা দেখিলাম না। তোমার সৌন্দর্য্য-রসে ঝাঁপ দিতে শিক্ষা দাও, স্ক্রু দিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া দাও। তোমার নিজের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া পড়িয়া থাকি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঘন সত্তা।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ১০ই মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
২২শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমময় পিতা, তুমি ঘন, তুমি ঘনতর, ঘনতম হইয়া আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। তোমার ঘন সত্তার মধ্যে আমাদিগকে রাখ।

পিতা, এই তোমার সহবাসরূপ সুধা খাওয়াতে খাওয়াতে আবার বন্ধ করিলে কেন? তুমি ত নিষ্ঠুর কৃপণ নহ। তুমি এই চাও যে তোমার সন্তান খুব ব্যাকুল হইয়া আব্‌দার করে তোমার কাছে। পিতা, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার সংসারে যেন এক মুষ্টি অন্ন পাই। তোমার সংসারের অন্ন যেন বন্ধ না হয়। তুমি যে আদুরে পিতা, সন্তান আব্‌দার করিয়া তোমার কাছে তোমার চরণতলে বসিয়া, তোমার পুণ্য সুধা, তোমার প্রেম সুধা পান করুক তোমার এই ইচ্ছা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গভীর বৈরাগ্য সাধন।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ১২ই মাঘ, ১৭৯৮ শক;
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় ঈশ্বর, প্রাণের মধ্যে গভীর ঘন বৈরাগ্য, সাধন করিতে আমাদিগকে সামর্থ্য দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মাঘোৎসবের বিশেষ ভিক্ষা।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১৪ই মাঘ, ১৭৯৮ শক;
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, সম্বৎসরের জন্য আজ কি দিবে তুমি দাও, এ বৎসর কিরূপ সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিব তাহা বলিয়া দাও, কিরূপে

তোমার ধ্যান করিব, কিরূপে তোমার উপাসনা করিব, কিরূপে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিব, তাহা এক একটী করিয়া পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দাও। কেবল মিষ্টে হবে না, অম্লমিষ্ট চাই, সাধন এবং শাসন চাই। এবার একত্র থাকিব কি পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইব, তোমার কি আজ্ঞা বল। অনেক বৎসর একত্র থাকিয়া দেখিলাম পরস্পরের মধ্যে প্রণয় এবং মিলন হইল না। অতএব বুঝিতেছি তোমার এই ইচ্ছা আমরা কিছুকাল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকি। কাহাকে কোন স্থানে গিয়া প্রচার করিতে হইবে তাহা তুমি বলিয়া দাও।

প্রচারকদিগের কাহাকে কোথায় পাঠাইবে* বলিয়া দাও। যখন খাওয়া পরার অনাটন ছিল তখন খুব উৎসাহ এবং আশার সহিত কাজ করিয়াছি। সেই অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিয়াছি এখন সেই অভাব চলিয়া গিয়াছে আর সেই অন্ধকার নাই কিন্তু আলোকে আসিয়া অন্ধকারে পড়িলাম। যেই অন্ন বস্ত্রের অভাব গেল আর শিথিলতা আসিল। জানিলাম প্রথম হইতে অর্থ এবং বিলাস ধর্ম্মের বিরোধী। যদি বর্ত্তমান প্রচারকদিগকে রাখিতে হয় তবে রাখ, তাঁহারা আপনি আপনার কাণ মলিয়া কাজ করুন, আর যদি না রাখিতে চাও তবে দূর কর, নূতন প্রচারক আনিয়া লও। প্রচার ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ—ধূ ধূ করিতেছে। চারিদিক হইতে যে সাহায্য আসিতেছে এক ধারে খাল কাটিয়া তাহা আনিয়া দাও। সম্মুখের দিকে স্থলটুকু যেন বৈরাগ্য-জলে ধৌত থাকে। আমাদের সম্মুখের স্থানটুকু যেন বৈরাগ্য রঙ্গের জলে ধৌত রাখিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অনন্তকালের জন্য ব্রত।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৫ই মাঘ ১৭৯৮ শক;
২৭শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে স্থৈর্য্য-সমুদ্র প্রশান্ত ঈশ্বর, আমাদিগের অস্থির প্রাণকে তুমি শান্ত কর। একবার যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি চিরকাল তাহা সাধন করিতে সুমতি দাও। যখন বলিয়াছি তোমার ধ্যান করিব, তোমার পুণ্যতেজে সতেজ হইব, তোমার প্রেমে ডুবিব, তখন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বলি নাই; কিন্তু সময়ের অতীত অনন্তকালের জন্য বলিয়াছি। তোমার সাধন-সাগরে ডুবিয়া থাকি, ষাট হাজার বৎসর কি অনন্তকাল আমাদের জ্ঞান থাকিবে না। তোমার চরণতলে আমাদিগের চঞ্চল প্রাণগুলিকে সুস্থির করিয়া লও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বর্ত্তমানতাই বৈরাগীর সম্পদ।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৬ই মাঘ, ১৭৯৮ শক;
২৮শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

তোমার বর্ত্তমানতাই বৈরাগীর টাকা কড়ি। যখনই বৈরাগী ভাবিতে যায় কি খাইব, কি পরিব, তখনই তোমার প্রেম হস্ত আসিয়া বলে, চুপ্, এমন কথা বলিতে নাই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দলের শাসন।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৭ই মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
২৯শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তদলপতি, তুমি মঙ্গলের জন্য দল সৃজন কর, দলে থাকিলে চিত্ত শুদ্ধি, পরিত্রাণ হয়। দলের মধ্যে তোমার পবিত্র আবির্ভাব। দলের মধ্যে থাকিয়া তোমার শাসনে অনুশাসিত হইব। তুমি আমাদিগকে তোমার দলস্থ করিয়া লও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভগবান এবং ভক্তগণের সহবাস।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৮ই মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
৩০শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, আমাদিগকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও, তোমার এবং তোমার ভক্ত মহাত্মাদিগের সহবাসে থাকিয়া যাহাতে সর্ব্বদা নিষ্পাপ পবিত্র এবং সুখী থাকি তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উৎকৃষ্ট আমি।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
৩১শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তোমার কি আদেশ বল, আত্ম-নিগ্রহ না আত্ম-প্রশ্রয় ? মন যাহা চায় তাহাকে কি তাহাই দেওয়া উচিত না তাহাকে সংযত

করা তোমার আজ্ঞা? এত দিন সাধন ভজনের পর এই লাভ হইয়াছে যে, দুই আমি হইয়াছি, এক আমি তোমাকে চায়, আর এক আমি পৃথিবীর সুখ চায়। যে আমি তোমাকে চায় না এই নিকৃষ্ট আমিকে তুমি মেরে ফেল, এই আশীর্ব্বাদ কর যেন উৎকৃষ্ট আমি জয় লাভ করে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরপ্রেমে সরস।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২০শে মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

শুদ্ধ হইবার কত পথ আছে, তন্মধ্যে প্রেমের ঢলাঢলি একটী। প্রেম ভিন্ন উপাসনা, প্রেম ভিন্ন নাম সাধনে কি হইবে? প্রাণ যদি শুষ্ক হয় তবে কিরূপে পবিত্রতা লাভ করিব। প্রাণ চিরপ্রেমে সরস না হইলে আর প্রকৃত সুখ শান্তি নাই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরস্পরকে ভালবাসা।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২১শে মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

ক্ষুদ্র বালক বালিকার ন্যায় কাহারও দোষ গুণ বিচার না করিয়া যেন পরস্পরকে ভালবাসিতে পারি, এবং শিশুদিগের সঙ্গে মিলিয়া যেন ঈশ্বরের পদতলে বসিয়া আমোদ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ কর।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ২২শে মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

তুমি পুরাতন প্রেমময় ঈশ্বর, প্রায় এই বিশ বৎসর আমাদিগের কয়েক জনের প্রতি কত প্রকার করুণা প্রকাশ করিলে, সেই পুরাতন তুমি তোমার প্রতি যেমন বিশ্বাস এবং ভক্তি হয়, হঠাৎ নূতন কোন ব্যক্তিকে দেখিলে তেমন হইতে পারে না ; কিন্তু পিতা, তুমি যে অভিপ্রায়ে আমাদিগকে একত্র করিয়াছ আমাদিগের দোষে এখন পর্য্যন্তও তোমার সেই অভিপ্রায় পূর্ণ হইল না। আমরা একটী পবিত্র পরিবার হইতে পারিলাম না, তোমাকে দুঃখী উদাসীনের ন্যায় আমাদের ঘরের বাহিরে রাখিলাম। এস, পিতা, তুমি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অশরীরী আত্মাগণের পন্থা।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৩শে মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

যেখানে অশরীরী নিরাকার আত্মা পরমাত্মাকে আস্বাদ করিতেছেন আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাও। সেখানে গিয়া বলি, হে পরমাত্মন্, কিরূপে তোমার কাছে অনন্তকাল বাস করিব শিক্ষা দাও। বেদ পাঠ কর, আর বেদ পাঠ করি। এবার শুনিলাম শরীর হইতে পাপের উৎপত্তি হয়, অতএব শরীর কি খাইবে, কি পরিবে এই দুর্ভাবনা ত্যাগ করিয়া তোমার প্রেমে মগ্ন হইতে সমর্থ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তুমিই আমার বর।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৫শে মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

তোমার কাছে বসিয়া থাকিতে পারি এমন বল দাও, তোমার কাছে আর কি প্রার্থনা করিব? তোমার কাছে আর অন্য বর চাহিব না, তোমাকে—আর এইটী দাও, ঐটী দাও বলিব না, তুমিই আমার বর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেম-সরোবর।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক;
৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমময়, তোমার ভক্ত সেয়ানা, জলের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি, তাহার প্রাণের মধ্যে সর্ব্বদা প্রেম জল থৈ থৈ করিতেছে। ব্রহ্ম-মৎস্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আগে থাকিতেই তিনি তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রেম-সরোবর প্রস্তুত করিয়া রাখেন, কেন না তিনি জানেন জল না থাকিলে, ব্রহ্ম-মৎস্য তাঁহার মধ্যে সজীব থাকেন না, এবং ব্রহ্ম-মৎস্য জীবিত না থাকিলেই তাঁহার অশৌচ হয়। এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রেম-জলের মধ্যে বাস করেন।

আমার প্রাণের ভিতরে যদি প্রেম-জল না থাকে, আমার প্রাণ যদি কাহারও জন্য না কাঁদে তবে সকলের জন্য যে ঈশ্বরের প্রাণ কাঁদে আমি কিরূপে তাহা বুঝিব?

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধনের চাপ।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক;
৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

আমাদিগের কাঁধে জম্‌জমাট সাধনের চাপ দাও। সাধনের বাঁক্ বহিতে বহিতে কাঁধে দাগ পড়ুক। স্বেচ্ছাচার দূর করিয়া দাও। বাবুয়ানা চেহারা আর ভাল লাগে না। তোমার কার্য্য

করিতে করিতে প্রাণ যায় যাক্। সমস্ত পৃথিবী প্রভুময় হউক। তোমার সন্তানদিগের পা আমাদের মস্তকে স্থাপিত হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সার সত্য।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক;
৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, খুব সত্য হও, খুব সত্য হও, তোমার সাধক দুই হাত তুলিয়া বলিতেছে। সত্যের আগুন জ্বালিয়া দাও, অসারতাগুলি পুড়িয়া যাক্। আশ্রম আদিতে যতটুকু সার সত্য আছে তাহাই থাক্। সর্ষপতুল্য সত্য লইয়া থাকিব তাহাও ভাল। তৃণ, খড় পুড়িয়া যাক্, লোহা পাথর পড়িয়া থাকিবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্ম-ফুল।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক;
৯ই মার্চ্চ, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

ভক্তেরাই সব মজা লুটিতেছেন তাঁহাদের নিকট সমস্ত আকাশে একটী প্রকাণ্ড ব্রহ্ম-ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। সেই ফুল প্রাতঃকালে এক প্রকার, দ্বিপ্রহরে আর এক প্রকার এবং সন্ধ্যার সময় আর এক প্রকার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া তাঁহাদের প্রাণ মন বিমোহিত করিতেছে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তুমিই চিকিৎসক।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১লা চৈত্র, ১৭৯৮ শক;

১৩ই মার্চ্চ, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমিই পরীক্ষক, তুমিই চিকিৎসক। যেমন তীক্ষ্ণ পরীক্ষা দ্বারা পাপ-রোগ জানিতেছ তেমনই যত্নের সহিত তুমি আমাদের রোগ চিকিৎসা কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরস্পরের অধীন।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৩রা চৈত্র, ১৭৯৮ শক;

১৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে রাখাল, হে গোপাল, তোমার হাতের দড়ী দিয়া এই কয়টী গরুকে তোমার গোয়ালে বাঁধ। গো-জীবন ধারণ করি। আর অহঙ্কারী স্বেচ্ছাচারী বাবু মনুষ্য হইয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। পরস্পরের অধীন হইতে আমাদিগকে শিক্ষা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।